চালু হল
‘দুরন্ত বার্তা’
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই
নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে
যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 28, Issue No.: 90 Wednesday, 1 March, 2023 ❋ ২৮ বর্ষ, ৯০ সংখ্যা ❋ ১৬ ফাল্গুন, ১৪২৯, বুধবার, ১ মার্চ, ২০২৩ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য– ৩ টাকা

বদলে যাবে কলকাতার ছবি!

মেট্রোর মতোই গঙ্গার নীচে এবার ছুটবে গাড়িও

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৮ ফেব্রুয়ারিঃ গঙ্গার নীচে মেট্রোর মতোই এবার ছুটবে গাড়ি। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বন্দর শুরু করতে চলেছে সুড়ঙ্গ খোঁড়ার কাজ। ডিপিআর-তৈরির কাজ শুরু হয়েছে। বেলজিয়ামের ধাঁচে এই সুড়ঙ্গ তৈরি হবে বলে খবর। নেতাজি সুভাষ ডক থেকে শালিমার বা বোটানিক্যাল গার্ডেন অবধি এই টানেল হবে। লরি চলাচলের পাশাপাশি আগামী দিনে এখান দিয়ে চলতে পারে ট্রেন। শহরের যানজট কমাতে ও দ্বিতীয় হুগলি সেতুর ওপর চাপ কমাতে এই উদ্যোগ। বন্দরের পাশাপাশি, কেএমসি, কেএমডিএ, রেল, জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ এতে কাজ করবে। বেলজিয়ামের সুড়ঙ্গ এবার কলকাতায়। শীঘ্রই ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রোর গঙ্গার নীচের সুড়ঙ্গের মতো ফের একটি টানেল হতে চলেছে কলকাতায়। কলকাতা বন্দর সূত্রে খবর, এবার গাড়ি বা বলা ভাল কন্টেনার যাতায়াত করার জন্যে সুড়ঙ্গ তৈরি হতে চলেছে। গঙ্গার নীচ কলকাতায় সুড়ঙ্গ কোথায় হবে? সংযোগকারী রাস্তা কোথায় হবে, তা প্রায় চূড়ান্ত করে ফেলেছে ডিপিআর

নির্মাণকারী সংস্থা। এই সুড়ঙ্গ তৈরি হয়ে গেলে আর্থিক ভাবে কলকাতা বন্দর কতটা উপকৃত হবে বা যানজট কতটা কমবে তা নিয়ে একটা সমীক্ষা আগেই হয়েছে। একই সঙ্গে তৈরি করা হচ্ছে ডিটেইলস প্রজেক্ট রিপোর্ট বা ডিপিআর। সূত্রের খবর, একটি আন্তর্জাতিক মানের সংস্থা এই ডিপিআর তৈরি করছে। বন্দর ডেপুটি চেয়ারম্যান সম্রাট রাহি জানিয়েছেন, ‘‘বন্দর এলাকায় একাধিক জায়গা থেকে কন্টেনার আসে। রাস্তা দিয়ে কন্টেনার যাতায়াত করার জন্য ব্যাপক যানজট তৈরি হয়। যানজট ঠেকাতে একাধিক ব্যবস্থা আমরা গ্রহণ করেছি। তবে কলকাতা ও হাওড়া শহর এবং পাশ্ববর্তী এলাকা যানজটমুক্ত করতে এই টানেল কার্যকরী হবে। তবে টানেল কোথায় হবে ও কোন দুটি অংশকে যুক্ত করবে তা সমীক্ষা ও ডিপিআ-এ উঠে আসবে।’’ এই ধরণের টানেল অবশ্য নতুন নয়। বেলজিয়ামের অ্যান্টওয়ার্প বন্দরের শেল্ড নদীর নীচে লিফকেনশোয়েক সুড়ঙ্গ আছে। এই সুড়ঙ্গ প্রায় ১.৩৭ কিমি লম্বা। এই সুড়ঙ্গ দুই লেনের। উচ্চতা এমনটাই করা আছে যেখানে ৫.১০ মিটার উচ্চতার কন্টেনার বা ট্রাক যাতায়াত করতে পারে। কলকাতায় সুড়ঙ্গ তৈরি হলেও এমনটাই করা হবে বলে আশাবাদী বন্দরের আধিকারিকরা। খিদিরপুর ডক ও নেতাজী সুভাষ ডক দিয়ে প্রতিদিন বহু ট্রাক ও কন্টেনার যাতায়াত করে। এর অধিকাংশ ট্রাক আসে দ্বিতীয় হুগলি সেতু ধরে। যার জেরে কোনা এক্সপ্রেসওয়ে, সাঁতরাগাছি এবং অন্যদিকে ডানলপ, বিমানবন্দর-সহ একটা বড় অংশে যানজট তৈরি হয়। বিভিন্ন সময়ে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ করা হলেও, যানজট নিয়ন্ত্রিত হয়নি। মাঝে চিন্তা করা হয়েছিল রো-রো পরিষেবা চালু করা হবে। যদিও রো-রো করে ট্রেলার নিয়ে যেতে জেটি প্রয়োজন তা টেকনিকালি করা এখন সম্ভব হচ্ছে না। তাই আগামী দিনে ভরসা হতে চলেছে সুড়ঙ্গ। ডেপুটি চেয়ারম্যান সম্রাট রাহি জানিয়েছেন, এই কাজের জন্য জমির সমস্যা হওয়ার কথা নয়। কারণ বন্দরের নিজস্ব জমি আছে।

‘দিনহাটা’ প্রসঙ্গে মুখ খুললেন অধ্যক্ষ

রাজ্যপালের সঙ্গে আমার কোনও বিরোধই নেই

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৮ ফেব্রুয়ারিঃ রাজ্যপালের কাজে কোনও পরিবর্তন দেখছেন না স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। দিনহাটার ঘটনা নিয়ে রাজ্য সরকারের কাছে রিপোর্ট চাওয়ার মধ্যে কোনও ভুল নেই বলেই মনে করেন স্পিকার। বিজেপির রাজ্য সভাপতির সঙ্গে বৈঠকের পর বিকেলে রাজভবন থেকে প্রকাশিত প্রেস রিলিজে উপাচার্য বদল থেকে শুরু করে আইন শৃঙ্খলা-নানা ইস্যুতে রাজ্যের বিরোধীতা করার পর থেকেই রাজ্যপালকে নিশানা করতে শুরু করে তৃণমূল। সম্প্রতি, দিনহাটায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিকের ওপর হামলার জেরে রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে কড়া বার্তা দিয়ে রাজ্য স্বরাষ্ট্র দফতরের থেকে রিপোর্ট তলব করেন রাজ্যপাল। রাজ্যপালের এই মনোভাবকে যখন আতস কাঁচের তলায় রেখে পাল্টা তোপ দাগতে শুরু করেছে তৃণমূল, তখন আজ বিধানসভায় অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ের গলায় শোনা গেল অন্য সুর। আজ বিধানসভায় রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস এর প্রসঙ্গে বিমান বলেন, ‘‘রাজ্যপালের মধ্যে আমি কোনও পরিবর্তন দেখছি না। রাজ্যপালের সঙ্গে আমার কোনও বিরোধই নেই। উনি রাজ্যপাল। সাংবিধানিক পদে আছেন। সংবিধান মেনেই কাজ করবেন। এটাই প্রত্যাশিত। এর বাইরে আমাদের কোনও প্রত্যাশা থাকার কথা নয়। রাজ্য সরকার সংবিধান মেনে কাজ করবে। রাজভবনও সংবিধান মানবে। এটাই প্রত্যাশিত।’’ সম্প্রতি, তৃণমূলের মুখপাত্র জাগো বাংলায় রাজ্যপাল আনন্দ বোসের সমালোচনা করে বলা হয়, ‘বিজেপির গোপন অ্যাজেন্ডা পূর্ণ করার যে দায়িত্ব নিয়ে কাজ করছিলেন জগদীপ ধনখড়, বর্তমান রাজ্যপাল তাঁকেই দ্রুত অনুসরণ করতে শুরু করেছেন’। জাগো বাংলায় রাজ্যপালের বিরুদ্ধে তোপ দাগা নিয়েও আজ স্পিকারকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, ‘‘কোথায় কে, কী মন্তব্য করছেন, সেটা তার জানার বিষয় নয়। এ নিয়ে আমি কোনও মন্তব্য করব না।’’ দিনহাটার ঘটনায় রাজ্য সরকারের কাছে রাজ্যপালের রিপোর্ট তলব করার মধ্যেও কোনও ভুল দেখছেন না স্পিকার। দিনহাটা কাণ্ডে রাজ্য স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের কাছে রাজ্যপালের রিপোর্ট চাওয়াকে কার্যত সমর্থন করে স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ‘‘রাজ্যপাল হোম ডিপার্টমেন্টের কাছে রিপোর্ট চাইতেই পারেন। এটা ওঁর এক্তিয়ারের মধ্যেই পড়ে।’’ যদিও, এই ঘটনায় তৃণমূলের মুখপত্র জাগো বাংলায় রাজ্যপালের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে বলা হয়েছে, রাজ্যপাল শুধু নিশীথ প্রমাণিকের কথা শুনেই গোপন তদন্ত শেষ করলেন? রাজ্য প্রশাসনের বক্তব্য কেন শুনলেন না? বি এস এফ-এর গুলিতে রাজবংশী যুবকের মৃত্যু বা ধর্ষণে যুক্ত বিএসএফ জওয়ানকে নিয়ে কোন বক্তব্য নেই কেন? এই আবহেই অধ্যক্ষ্য বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই মন্তব্যকে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। সম্প্রতি, বিধায়ক নওশাদের জামিন না পাওয়া নিয়ে প্রশ্ন তুলে বিতর্ক বাঁধিয়েছিলেন বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। যদিও, দু’দিন পরেই সেই বিতর্কে ইতি টেনে স্পিকার জানিয়ে দেন, নওশাদের বিষয়ে আদালতই সিদ্ধান্ত নেবে। এরপরেই, বিধায়কের পাশে না দাঁড়ানো নিয়ে আজ যেমন নওশাদ সরসরি স্পিকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন, তেমনি বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার কটাক্ষ করে বলেছিলেন, ‘‘শুনলাম দিদি নাকি বকেছে।’’ রাজনৈতিক মহলের মতে, রাজ্যপালকে সমর্থন করে আজকের এই মন্তব্যের পর ফের সেই পুরনো বিতর্ককেই উস্কে দিলেন স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। স্পিকারের এই মন্তব্যের দল কী ভাবে গ্রহণ করবে সেটাই এখন দেখার।

রাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিকের সংখ্যা কত? ১২ বছরেও কেন স্পষ্ট নয়? হলফনামা চাইল হাইকোর্ট

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৮ ফেব্রুয়ারিঃ রাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিকের সংখ্যা কত? তা জানতে চায় আদালত। ১২ বছরেও কেন এই সংখ্যা স্পষ্ট নয়, তা জানাতে নির্দেশ দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট। আগামী চার সপ্তাহের মধ্যে রাজ্যকে এই বিষয়ে হলফনামা দিয়ে তথ্য জানাতে নির্দেশ দিয়েছে হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি প্রকাশ শ্রীবাস্তবের ডিভিশন বেঞ্চ। মামলাকারী বিশ্বজিৎ মুখোপাধ্যায়ের এক অভিযোগের ভিত্তিতে এই নির্দেশ দিয়েছে আদালত। মামলাকারীর বক্তব্য, ২০১১ সালে নতুন সরকার রাজ্যে ক্ষমতায় আসার পর তারা রাজ্যের কাছে জানতে চেয়েছিলেন কতজন পরিযায়ী শ্রমিক রয়েছেন। কিন্তু রাজ্য এত দিনেও সেই তথ্য জানিয়ে উঠতে পারেনি বলে অভিযোগ তাঁর। পরবর্তীতে কোভিডের সময়ে যখন বহু পরিযায়ী শ্রমিক বাড়ি ফিরেছিলেন। সেই সময় রাজ্যের বর্তমান পরিস্থিতি জানতে চাইলেও কোনও তথ্য মেলেনি বলে অভিযোগ। শেষ পর্যন্ত মামলাকারী ব্যক্তি ২০২২ সালে একটি আরটিআই-এর মাধ্যমে জানতে পারেন, রাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিকের সংখ্যা কত, সেই বিষয়ে কোনও তথ্য নেই। আলাদা করে এই পরিযায়ী শ্রমিকদের চিহ্নিত করেনি রাজ্য, এমনই বক্তব্য মামলাকারীর। এদিন মামলার শুনানিতে প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ রাজ্যকে চার সপ্তাহের মধ্যে এই বিষয়ে হলফনামা দিতে নির্দেশ দিয়েছেন। নিয়ম অনুযায়ী, যে কোনও কারখানায় ৫-৬ জন পরিযায়ী শ্রমিক কাজ করলেও রাজ্যকে সেই বিষয় জানাতে হবে ওই প্রতিষ্ঠানকে। সেই সব শ্রমিকদের সব ধরনের সাহায্য করবে রাজ্যে। সংশ্লিষ্ট দফতরে থাকবেন একজন ইন্সপেক্টর।

‘যদি কোনও পর্ব থাকে, তা অতীত’

বোসকে পাশে নিয়ে ব্রাত্য বললেন, ‘রাজ্যপাল সবার’

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৮ ফেব্রুয়ারিঃ রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের সঙ্গে বৈঠকের পর রাজভবনের বাইরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। রাজ্যপালকে পাশে নিয়েই সাংবাদিক বৈঠক করেন তিনি। সঙ্গে রয়েছেন রাজ্যের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যরাও। রয়েছেন নেতাজি সুভাষ বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, বারাসত স্টেট ইউনিভার্সিটি, সিধু-কানহো বিশ্ববিদ্যালয় সহ মোট সাতটি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য। শিক্ষামন্ত্রী বললেন, ‘‘আজ উপাচার্যরা প্রত্যেকে রাজ্যপালের হাতে একটি করে পদত্যাগপত্র দিয়েছেন এবং রাজ্যপাল তাঁদের তিন মাসের এক্সটেনশন দিয়েছেন। এখন এরা প্রত্যেকেই বৈধ উপাচার্য।’’ ব্রাত্য বসুর বক্তব্য, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চাইছেন বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে যাতে কোনও সংঘাতের আবহ তৈরি না হয়। রাজ্যপালও মনে করেন, এই পন্থাতেই এগোনো উচিত। আগামিকালও বেশ কিছু উপাচার্য এসে একইভাবে রাজ্যপাল তথা আচার্যের কাছে পদত্যাগপত্র জমা দিয়ে নির্দিষ্ট সময়ের এক্সটেনশন নেবেন বলে জানালেন শিক্ষামন্ত্রী। রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসও জানান, শিক্ষাক্ষেত্রে কোনও দ্বন্দ্বের জায়গা থাকা উচিত নয়। বললেন, ‘‘একটা সময় ছিল, যখন শিক্ষা ও সংস্কৃতির জন্য বাংলার পরিচয় সর্বত্র ছিল। সেই যুগকে আবার ফিরিয়ে আনতে হবে। আমরা শিক্ষা ব্যবস্থার উপর আরও নজর দেব। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলেছেন, আত্মনির্ভর ভারতের কথা। সেই আত্মনির্ভর ভারতের লক্ষ্য পূরণ করতে সবথেকে বড় ভূমিকা হবে শিক্ষার। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের জন্য কিছু ক্ষেত্রে সমস্যা হচ্ছিল। উপাচার্যরা তাই নিজে থেকে এগিয়ে এসে পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছেন। কিন্তু তাঁরা সবাই বিজ্ঞ মানুষ। তাই আমি তাঁদের অনুরোধ করেছি, আপাতত তিন মাসের জন্য কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্য। সেই সময়ের মধ্যে আইন মেনে, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী উপাচার্য নিয়োগের কাজ করা হবে।’’ প্রসঙ্গত, এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর মুখে বার বার শোনা গেল মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা। তিনি যে রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থায় কোনও সংঘাতের আবহ তৈরি না হয়, তা নিশ্চিত করতে সর্বদা সচেষ্ট, সেই কথা বার বার বোঝানোর চেষ্টা করলেন ব্রাত্য। অন্যদিকে রাজ্যপালের মুখে শোনা গেল প্রধানমন্ত্রীর আত্মনির্ভর ভারতের লক্ষ্যের কথা এবং সেই লক্ষ্য পূরণে শিক্ষার প্রয়োজনের কথা। যদিও ব্রাত্য বসু বলছেন, ‘‘রাজ্যপাল সবার। কোনও নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের নয়। যদি কোনও কিছু থেকে থাকে, তা অতীত। এটি নতুন সময়।’’

স্বাস্থ্য সচিবের সঙ্গে জরুরি বৈঠক করলেন মুখ্যমন্ত্রী

অ্যাডিনোভাইরাস মোকাবিলায় ১০ দফা নির্দেশিকা জারি!

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৮ ফেব্রুয়ারিঃ শিশুদের মধ্যে অ্যাডিনো ভাইরাসের প্রকোপ ও মৃত্যু রুখতে উদ্যোগী হল রাজ্য সরকার। নবান্নে আজ একের পর এক শিশু মৃত্যুতে উদ্বিগ্ন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্বাস্থ্যসচিব নারায়ণস্বরূপ নিগমের সঙ্গে একটি বৈঠক করেন। সেখানে হাসপতালে শয্যার সংখ্যা বাড়াতে ও উপযুক্ত চিকিৎসা পরিকাঠামো তৈরিতে মুখ্যমন্ত্রী একাধিক নির্দেশ দেন বলে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গেছে। এর পর স্বাস্থ্য সচিব বিকেলে স্বাস্থ্য ভবনে কলকাতা ও জেলার স্বাস্থ্যকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করেন। এর পরে অ্যাডিনো মোকাবিলায় স্বাস্থ্য দফতর থেকে বিস্তারিত নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। ওই নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, সব সরকারি হাসপাতাল, মেডিক্যাল কলেজে ২৪ ঘণ্টার ‘এআরআই’ ক্লিনিক বা শিশুদের শ্বাস যন্ত্রের তীব্র সংক্রমণের চিকিৎসা কেন্দ্র খুলতে হবে। আউটডোরের বাইরেও মেডিক্যাল কলেজে আলাদাভাবে খোলা হবে ওই ক্লিনিক। জরুরী বিভাগে ২৪ ঘণ্টা শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ থাকতে হবে। ভেন্টিলেটর সহ সমস্ত পরিকাঠামো প্রস্তুত রাখতে হবে। হাসপাতালের সুপারের অনুমতি ছাড়া জেলা থেকে কোনোও শ্বাসযন্ত্রের সংক্রমণ আক্রান্ত শিশুকে রেফার করা যাবেনা। রেফার করার আগে জেনে নিতে হবে যে হাসপতালে রেফার করা হচ্ছে সেখানে শয্যা খালি আছে কিনা। কোভিডের জন্য বরাদ্দ ওয়ার্ডে আক্রান্তদের ভর্তি করা যাবে। কোভিডের সময় ব্যবহৃত ভেন্টিলেটর প্রয়োজনে ব্যবহার করা হবে। নির্দেশিকায় আরও বলা হয়েছে, ইতিমধ্যেই ৫টি হাসপাতালকে শিশু-চিকিৎসার হাব হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। বিসি রায় হাসপাতাল, ন্যাশনাল মেডিক্যাল, উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল বাঁকুড়া, মালদা মেডিক্যাল কলেজে এবার শিশু চিকিৎসার হাব করা হয়েছে। বেসরকারি হাসপাতালের চিকিৎসকদেরও সতর্ক থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। সাধারণ মানুষের জন্য একটি হেল্প লাইনও চালু করা হয়েছে। এছাড়াও শিশুদের ভিড় থেকে দূরে রাখার ও মাস্ক ব্যবহারের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

‘গ্রুপ ডি’র ওয়েটিং লিস্ট কিন্তু গঙ্গার মতো স্বচ্ছ নয়’

তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য বিচারপতি বসুর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৮ ফেব্রুয়ারিঃ গ্রুপ ডি’র ওয়েটিং লিস্ট নিয়ে এবার তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসুর। মঙ্গলবার গ্রুপ ডি নিয়োগ সংক্রান্ত একটি মামলার শুনানি চলাকালীন বিচারপতি বসু বলেন, ‘গ্রুপ ডি’র ওয়েটিং লিস্ট কিন্তু গঙ্গার মতো স্বচ্ছ নয়। এটা মনে রাখতে হবে।’’ একইসঙ্গে স্কুল সার্ভিস কমিশনকে বিচারপতি বসুর পরামর্শ, ওয়েটিং লিস্ট থেকে নিয়োগের ক্ষেত্রে স্কুল সার্ভিস কমিশনকে অনেক বেশি সতর্ক থাকতে হবে। বিচারপতি অভিজি গঙ্গোপাধ্যায়ের নির্দেশে সম্প্রতি ১ হাজার ৯১১ জন কর্মরত গ্রুপ ডি কর্মীর চাকরির সুপারিশ বাতিল হয়েছে। এই ১ হাজার ৯১১ জনের শূন্যপদে ওয়েটিং লিস্ট থেকে নিয়োগ প্রক্রিয়াও শুরু করার নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়। এদিকে এই চাকরি বাতিলের নির্দেশ ও নতুন নিয়োগ সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় নিয়ে হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চে মামলাও দায়ের হয়েছে। বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে বিচারপতি সুব্রত তালুকদারের ডিভিশন বেঞ্চে দায়ের হওয়া মামলাও এই মুহূর্তে বিচারাধীন। এই পরিস্থিতিতে বিচারপতি বসুর আজকের মন্তব্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছেন আইনজীবীরা। গ্রুপ ডি-তে ওএমআর শিট বিকৃতির বিষয়টি সামনে আসার পর প্রায় ১ হাজার ৯১১ জনের চাকরির সুপারিশ খারিজের নির্দেশ দেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অভিজি গঙ্গোপাধ্যায়। সুপারিশ বাতিলের পাশাপাশি তিনি বলেন, যাঁরা চাকরি করছেন তাঁদের বেতনও বন্ধ হয়ে যাবে। এই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে ১ হাজার ৯১১ জন ডিভিশন বেঞ্চে যান। এক তরফা মামলার রায় যাতে না হয়, তার জন্য আবার এক মামলাকারী সুপ্রিম কোর্টে ক্যাভিয়েটও দাখিল করেন। এরইমধ্যে প্রশ্ন ওঠে, যদি ১ হাজার ৯১১ জনের চাকরি বাতিল হয়, তা হলে সেই শূন্য জায়গায় কারা কাজ করবেন। কারণ প্রত্যেক স্কুলে এই গ্রুপ ডি কর্মীদের ভূমিকা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। ঘণ্টা বাজানো থেকে শুরু করে ফাইল আনা, সব কাজই করেন তাঁরা। এ প্রশ্ন যখন সামনে আসে, বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় বলেছিলেন, যাঁরা ওয়েটিং লিস্টে রয়েছেন, সেখান থেকে নেওয়া যেতে পারে। সেই প্রক্রিয়া শুরুর নির্দেশও পায় এসএসসি। মঙ্গলবার বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসুর মন্তব্য, ওয়েটিং লিস্ট থেকে প্রার্থী বাছার ক্ষেত্রেও সতর্ক থাকতে হবে।

‘আপনারা কি ভিআইপি হয়ে গিয়েছেন?’

ফিরহাদ-মদনকে ধমক বিচারকের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৮ ফেব্রুয়ারিঃ নারদা মামলায় মঙ্গলবার কলকাতায় ইডির বিশেষ আদালতে হাজিরার নির্দেশ ছিল রাজ্যের মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম ও তৃণমূল বিধায়ক মদন মিত্রের। কিন্তু এদিন আদালতে কিছুটা দেরিতে পৌঁছান দুই তৃণমূল নেতা। ততক্ষণে এজলাসে ঢুকে গিয়েছিলেন বিচারক। আর সেই কারণেই মদন মিত্র ও ফিরহাদ হাকিমকে কড়া ভাষায় ভর্ৎসনা করলেন ইডি বিশেষ আদালতের বিচারক শুভেন্দু সাহা। বিচারক ধমকের সুরে বলেন, ‘‘আপনারা কি ভিআইপি হয়ে গিয়েছেন? আপনাদের জন্য কি আমাকে বসে থাকতে হবে?’’ বিচারকের ধমক খাওয়ার পর এদিন আদালত থেকে বেরিয়ে কামারহাটির তৃণমূল বিধায়ক মদন মিত্র জানান, তাঁর যাত্রাপথে এসএসকেএম হাসপাতালের কাছে রাস্তায় যানজট ছিল। তাই তাঁকে অন্য পথ ধরে আসতে হয়েছে। সেই কারণেই দেরি হয়েছে এবং নিজের দেরিতে আসার জন্য তিনি যে লজ্জিত, সেই কথাও জানান মদন মিত্র। যদিও এই বিষয়ে ফিরহাদ হাকিম আর কিছু বলতে চাননি। উল্লেখ্য, একুশের বিধানসভা নির্বাচন পরবর্তী সময়ে ফিরহাদ হাকিম, সুব্রত মুখোপাধ্যায়, মদন মিত্র ও শোভন চট্টোপাধ্যায়কে নারদ মামলায় গ্রেফতার করেছিল সিবিআই। সেই সংক্রান্ত মামলার এদিন শুনানি ছিল আদালতে। প্রসঙ্গত, এদিন আদালতে মদন মিত্র ও ফিরহাদ হাকিমের পাশাপাশি হাজিরা দিতে এসেছিলেন শোভন চট্টোপাধ্যায়ও। তিনি অবশ্যই সময়েই আদালতে পৌঁছে গিয়েছিলেন বলে জানা যাচ্ছে। শোভন চট্টোপাধ্যায় আদালত থেকে বেরিয়ে সংবাদ মাধ্যমকে জানালেন, ‘‘কেন? আমি তো আগে এসেছি। ফার্স্ট বেঞ্চে বসেছি।’’ প্রসঙ্গত, নারদা মামলায় আর্থিক লেনদেন সংক্রান্ত বিষয়ে নাম জড়িয়েছিল একাধিক রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের। সেই সূত্র ধরেই তদন্ত চালাচ্ছেন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার আধিকারিকরা। এদিন নারদা মামলায় আদালতে হাজিরা ছিল মদন-ফিরহাদ-শোভনদের। কিন্তু সেখানে দেরিতে গিয়ে হাজির হওয়ায় বিচারকের ধমকের মুখে পড়তে হল ফিরহাদ হাকিম ও মদন মিত্রকে। বেশ কড়া ভাষাতেই তাঁদের দেরি হওয়ার জন্য ধমক দিলেন বিচারক শুভেন্দু সাহা। আদালতে বিচারকের কাছে এইরকম ধমক খাওয়ার ফলে বেশ অপ্রস্তুতেই পড়ে যান ফিরহাদ হাকিম এবং মদন মিত্র।

জ্বর-শ্বাসকষ্ট, চোখ লাল! শহরে ১ দিনে ৩ শিশুর মৃত্যু

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৮ ফেব্রুয়ারিঃ আবারও জ্বর ও শ্বাসকষ্ট নিয়ে এক দিনে আরও তিন শিশুর মৃত্যু হল। কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ২ শিশুর মৃত্যু হয়েছে। হাসপাতাল সূত্রে খবর, দুই শিশুরই নিউমোনিয়া হয়েছে। গত তিন দিনে জ্বর ও শ্বাসকষ্ট নিয়ে ১০ শিশুর মৃত্যু হয়েছে। অন্যদিকে বিসি রায় হাসপাতালে মৃত্যু হয়েছে হরিণঘাটার একটি শিশু। জ্বর ও শ্বাসকষ্ট নিয়েই মৃত্যু হয়েছে ওই শিশুর। মধ্যমগ্রামের ৬ মাসের শিশুকে ভেন্টিলেটরে রাখা হয়েছিল। পরিবার সূত্রে খবর, প্রথমে আরজি করে ভর্তি ছিল ওই শিশু। সুস্থ বলে ছেড়ে দেওয়ার পর, বাড়িতে গিয়ে ফের অসুস্থ হয়ে পড়ায় কলকাতা মেডিক্যালে ভর্তি করা হয়। মঙ্গলবার সকাল ৮টা নাগাদ ওই শিশুর মৃত্যু হয়। অন্যদিকে, হাওড়ার উদয়নারায়ণপুরের ১ বছর ৮ মাসের শিশুর জ্বর, শ্বাসকষ্ট, গায়ে র‍্যাশ ছিল। ওই শিশুকে উদয়নারায়ণপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র থেকে কলকাতা মেডিক্যালে স্থানান্তরিত করা হয়। এদিন সকাল সাড়ে ৭টা নাগাদ মৃত্যু হয় ওই শিশুর। চিকিৎসকরা বলছেন, ৩ মাস থেকে ২ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুরা অ্যাডিনো ভাইরাসে সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত হচ্ছে। ইতিমধ্যেই স্বাস্থ্যভবনের তরফে আরও একটি বৈঠক করা হয়েছে। পাশাপাশি রেফারের সংখ্যা কমানোর ওপরও জোর দিচ্ছেন স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা। বিসি রায় শিশু হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের তরফে জানানো হচ্ছে, যদি সব জায়গা থেকে শিশুদের এই হাসপাতালে রেফার করা হয়, তাহলে তাদের পক্ষেও চিকিৎসার ক্ষেত্রে সমস্যা হচ্ছে। শহরের সব মেডিক্যাল কলেজগুলিতেই পেডিয়াট্রিক বিভাগের যথেষ্ট পরিকাঠামো রয়েছে। সেখানেও শিশুদের সঠিক চিকিৎসা হচ্ছে। এবিষয়ে জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ কাজলকৃষ্ণ বণিক বলেন, ‘‘প্রত্যেক বছরই এই সময়টায় শ্বাসনালি সংক্রান্ত সমস্যা আমাদের সামনে আসে। খুব বেশি আতঙ্কিত হবেন না। কিন্তু সচেতনতা ও সতর্কতা প্রয়োজন। যখন শিশুদের সর্দি, জ্বর হচ্ছে, নাক দিয়ে জল গড়াচ্ছে, খাবারে অরুচি, ২-৩ দিনে সারছে না, জানবেন বিপদের আশঙ্কা রয়েছে। সেক্ষেত্রে চিকিৎসকদের কাছে যান দ্রুত।’’

চিন-পাকিস্তান-হংকংয়ে প্রশিক্ষণ, শহরে লুকিয়ে ‘বিপজ্জন ব্যক্তি’ তোলপাড় মুম্বই

মুম্বই, ২৮ ফেব্রুয়ারিঃ আদতে মধ্য প্রদেশের ইন্দোরের বাসিন্দা। চিন, হংকং এবং পাকিস্তানে জঙ্গি প্রশিক্ষণ পেয়েছে সে। তারপর এই ‘বিপজ্জনক ব্যক্তি’ ইন্দোর থেকে প্রবেশ করেছে ভারতের বাণিজ্যিক রাজধানী মুম্বই শহরে, জানিয়েছে ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি। মুম্বই পুলিশ-সহ মহারাষ্ট্রের সমস্ত তদন্তকারী সংস্থাকে একটি ইমেল করে সতর্ক করেছে এনআইএ। সূত্রের খবর ওই ইমেলে এনআইএ জানিয়েছে, সন্দেহভাজন ওই ব্যক্তির নাম সরফরাজ মেমন। এনআইএ-র পক্ষ থেকে তদন্তকারীদের মেমনের আধার কার্ড, ড্রাইভিং লাইসেন্স এবং পাসপোর্টের প্রতিলিপিও পাঠানো হয়েছে। মেমনকে শনাক্ত করে গ্রেফতার করতে একটি বিশেষ দল গঠন করেছে মুম্বই পুলিশ। সূত্রের খবর, দিন কয়েক আগেই এক অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তি এনআইএ-কে মেমনের উপস্থিতি সম্পর্কে সতর্ক করে একটি ইমেল পাঠিয়েছিল। ঠিক কী উদ্দেশ্যে সে মুম্বইয়ে এসেছে, তা এখনও অজানা। মুম্বই পুলিশের এক পদস্থ কর্তা জানিয়েছেন, রবিবার বিকেলেই এনআইএ এই সতর্ক বার্তাটি ইমেল করেছে। এর পরই মহারাষ্ট্রের সমস্ত তদন্তকোরী সংস্থাগুলিকে সতর্ক করা হয়েছে। সন্দেহভাজন সরফরাজ মেমন, মধ্যপ্রদেশের বাসিন্দা হওয়ায় সেই রাজ্যের পুলিশকেও সতর্ক করা হয়েছে। ইন্দোর পুলিশের কাছ থেকে ওই ব্যক্তি সম্পর্কে আরও তথ্য চেয়েছে মুম্বই পুলিশ। সূত্রের খবর, এনআইএ সাফ জানিয়েছে, মুম্বইয়ের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির জন্য

মারাত্মক হুমকি সৃষ্টি করতে পারে মেমন। কেন্দ্রীয় সন্ত্রাসবিরোধী সংস্থাও মেমনের খোঁজে জায়গায় জায়গায় তল্লাশি চালাচ্ছে। তারা জানিয়েছে, সরফরাজ মেমনের নামে ‘এনিমি অব দ্য স্টেট’ বা ‘রাষ্ট্রে শত্রু’ তকমা রয়েছে। গত কয়েক মাসে, একাধিকবার মুম্বই পুলিশের কাছে সম্ভাব্য সন্ত্রাসবাদী হামলার হুমকি এসেছে। তবে তদন্তে সবগুলিই ভুয়ো বলে প্রমাণিত হয়েছে। সরফরাজ মেমনের হুমকি কিন্তু একেবারেই হাল্কা ভাবে নেওয়া হচ্ছে না বলে জানিয়েছে পুলিশ। এদিকে, গত ২৫ ফেব্রুয়ারি দিল্লি পুলিশের স্পেশাল সেলের কর্তারা দুই যুবককে সন্ত্রাসবাদী কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগে গ্রেফতার করেছে। তাদের একজন মহারাষ্ট্রের পশ্চিম থানের বাসিন্দা খালিদ মুবারক খান। অপরজন তামিল নাড়ুর বাসিন্দা আবদুল্লা। তারা দুজনেই জঙ্গি প্রশিক্ষণের জন্য পাকিস্তান যাওয়ার পরিকল্পনা করেছিল বলে জানা গিয়েছে। দুজনেরই বয়স ২০-র কোঠায়। দিল্লি পুলিশের দাবি, পাকিস্তান থেকে এক জঙ্গি হ্যান্ডলার তাদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখত। অস্ত্র প্রশিক্ষণের জন্য তাদের পাকিস্তানে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল সে। সেই মতো অবৈধভাবে সীমান্ত অতিক্রম করার পরিকল্পনা করেছিল তারা। তাদের কাছ থেকে ২টি পিস্তল, ১০টি তাজা কার্তুজ, একটি ছুরি ও একটি তার কাটার যন্ত্র উদ্ধার করা হয়েছিল। দিল্লি পুলিশ জানিয়েছে, বিশেষ সেলের কাছে খবর ছিল যে, পাকিস্তান থেকে জঙ্গি হ্যান্ডলাররা, ভারতের কিছু নাগরিককে সোশ্যাল মিডিয়া উগ্রপন্থার ষশিক্ষা দিচ্ছে। ভারতে সন্ত্রাসী হামলা চালানোর জন্য তাদের পাকিস্তানে গিয়ে অস্ত্র প্রশিক্ষণ নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে। এরপরই ওই দুজন ধরা পড়ে।

বিশ্বের সবচেয়ে ধনী ব্যক্তিদের তালিকায় ফের শীর্ষে ইলন মাস্ক

ওয়াশিংটন, ২৮ ফেব্রুয়ারি ঃ সম্পত্তির বিচারে ফের শীর্ষে উঠে এসেছেন টেসলা ও টুইটারের সিইও ইলন মাস্ক। দুই মাসের বেশি সময় পর ব্লুমবার্গের ধনকুবেরদের তালিকায় তিনি শীর্ষে উঠলেন। গত বছরের ডিসেম্বরে এই তালিকায় মাস্ককে ছাড়িয়ে শীর্ষে ওঠেন বার্নার্ড আর্নল্ট। তিনি বিলাসপণ্যের কোম্পানি এলভিএমএইচের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও)।গত বছর টেসলার শেয়ারের ব্যাপক দরপতনের ফলে ধনকুবেরের তালিকায় শীর্ষ অবস্থান হারিয়েছিলেন ইলন মাস্ক। সোমবার বার্নার্ড আর্নল্টকে ছাড়িয়ে আবারও নিজের হারানো অবস্থান ফিরে পেলেন তিনি।ব্লুমবার্গের হিসাব অনুযায়ী, সোমবার ইলন মাস্কের মোট সম্পদের পরিমাণ দাঁড়ায় ১৮ হাজার ৭১০ কোটি ডলারে। আর বার্নার্ড আর্নল্টের সম্পদের পরিমাণ ১৮ হাজার ৫৩০ কোটি ডলার। টেসলার শেয়ারের দাম বেড়ে যাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে ইলন মাস্কের সম্পদ বেড়েছে। ৫১ বছর বয়সী ইলন মাস্ক টেসলা, টুইটার ছাড়াও রকেট কোম্পানি স্পেসএক্স ও নিউরালিংকের প্রধান হিসেবে রয়েছেন। নিউরালিংক স্টার্টআপ মানুষের মস্তিষ্ককে কম্পিউটারের সঙ্গে সংযুক্ত করার জন্য অতি উচ্চ ব্যান্ডউইথের ব্রেন মেশিন ইন্টারফেস তৈরি করছে।

১ মার্চ থেকে হংকংয়ে বাধ্যতামূলক নয় মাস্ক পরা

হংকং, ২৮ ফেব্রুয়ারি ঃ আগামী ১ মার্চ থেকে হংকংয়ে মাস্ক পরার বাধ্যবাধকতা আর থাকছে না। স্থানীয় সময় মঙ্গলবার শহরটির প্রধান নির্বাহী জন লি এমনই ঘোষণা করেছেন। প্রায় এক হাজার দিন পর মাস্ক পরার বাধ্যবাধকতার সিদ্ধান্ত বাতিল হচ্ছে হংকংয়ে ।করোনা মহামারির শুরু থেকেই চিনের শূন্য-কোভিড নীতি অনুসরণ করে হংকং। তবে গত বছর কঠোর কোভিড নীতিগুলো শিথিল করা শুরু করেছিল সেখানকার প্রশাসন। সরকার সংশ্লিষ্টরা মনে করছেন, নতুন এই সিদ্ধান্তে হংকংয়ে পর্যটকদের আনাগোনা আগের তুলনায় বাড়বে। একইসঙ্গে পুনরায় ব্যবসা শুরু হবে।এ বিষয়ে জন লি বলেন, ' মনে করি এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার এটাই সেরা সময়। হংকং যে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরেছে, তা জানানোর জন্য এটি একটি স্পষ্ট বার্তা। '' হাসপাতালের মতো উচ্চ-ঝুঁকির জায়গায় সংশ্লিষ্টরা সিদ্ধান্ত নিতে পারেন যে, সেখানে স্টাফ ও রোগীদের মাস্ক পরতে হবে কিনা'- তিনি যোগ করেন।স্থানীয় সময় মঙ্গলবার এক সংক্ষিপ্ত প্রেস কনফারেন্সে লি বলেছেন, আমি ঘোষণা করছি ইনডোর, আউটডোরসহ গণপরিবহনেও মাস্ক পরার বাধ্যবাধকতা ১ মার্চ থেকে সম্পূর্ণভাবে বাতিল করা হচ্ছে। বিশ্বের সর্বশেষ শহরের একটি হংকং যেখানে দুই বছরের বেশি বয়সী সবার জন্য প্রকাশ্য স্থানে মাস্ক পরা বাধ্যতামূলক ছিল। না পরলে জরিমানা গুনতে হতো এক হাজার ২৭৫ মার্কিন ডলার।

আপ নাটক করছে, তদন্তকারী সংস্থার কাজে বাধা দিচ্ছেঃবিজেপি

নয়াদিল্লি, ২৮ফেব্রুয়ারি ঃ দিল্লির উপ-মুখ্যমন্ত্রী মনীশ সিসোদিয়ার গ্রেফতারের বিষয়ে আম আদমি পার্টির কার্যকলাপ এবং বিবৃতিকে ভারতীয় জনতা পার্টি নাটক বলে অভিহিত করেছে। বিজেপি বলেছে, আম আদমি পার্টি আইনের শাসনে বিশ্বাস করে না এবং তদন্তকারী সংস্থাগুলির কাজকর্মে বাধা দিচ্ছে।বিজেপির জাতীয. মুখপাত্র গৌরব ভাটিযা. দলের সদর দফতরে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, মদ নীতি কেলেঙ্কারিতে মণীশ সিসোদিয়া এক নম্বর অভিযুক্ত। আপনি তাদের বাঁচাতে সস্তা রাজনীতি করছেন। এটি তদন্তকারী সংস্থাকে তাদের দাযিত্ব পালনে বাধা দিচ্ছে। তদন্তে সব পরিস্কার হয়ে যাবে।প্রসঙ্গত, রবিবার জিজ্ঞাসা বাদের পরে সিবিআই দিল্লির উপমুখ্যমন্ত্রী মনীশ সিসোদিযাকে গ্রেফতার করেছিল। তাকে আদালতে হাজির করা হলে তাকে ৪ মার্চ পর্যন্ত সিবিআইহেফাজতে পাঠানো হয়েছে।

নিট পিজি স্থগিতের আবেদন খারিজ করল সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি, ২৮ ফেব্রুয়ারি ঃ ন্যাশানাল এলিজিবিলিটি কাম এন্ট্রান্সটেস্ট পিজি ২০২৩ কে স্থগিত করার আবেদন করা হয়েছিল সুপ্রিম কোর্টে। তবে গতসোমবার দেশের শীর্ষ আদালত এই আবেদনকে খারিজ করে দিয়েছে। এই আবেদনকে

বাধা নয়, সরকারকে এখন উন্নয়নের অনুঘটক হিসেবে বিবেচনা করেন মানুষ ঃপ্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২৮ ফেব্রুয়ারি ঃ বাধা নয়, সরকারকে এখন উন্নয়নের অনুঘটক হিসেবে বিবেচনা করে মানুষ। বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। মঙ্গলবার প্রধানমন্ত্রী মোদী ''প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে সহজ জীবনযাত্রা নিশ্চিত করার সম্ভাবনা'' শীর্ষক বাজেট পরবর্তী ওয়েবিনারে বলেছেন, আমাদের প্রচেষ্টা দরিদ্র এবং সুবিধাবঞ্চিতদের জীবনকে আরও উন্নত করছে। মানুষ এখন সরকারকে বাধা নয়, উন্নয়নের অনুঘটক হিসেবে বিবেচনা করে। বাজেটে প্রযুক্তি ও মানবিক স্পর্শকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, নতুন ভারত প্রযুক্তির সঙ্গে নিজস্ব নাগরিকদের সংযোগ এবং ক্ষমতায়ন করছে। আমাদের সরকারের বাজেটে প্রযুক্তির সাহায্যে জীবনযাত্রার স্বাচ্ছন্দ্য বাড়ানোর ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। সরকারের নীতিগত হস্তক্ষেপ এখন ফলাফল দেখাচ্ছে।প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, প্রযুক্তির ভিত্তি ছিল ''এক দেশ এক রেশন কার্ড'' এবং এ কারণে অনেক দরিদ্র মানুষ রেশন পেতে শুরু করেছেন। অনেক বিভাগই পরিষেবার বৈশ্বিক মান পূরণ করতে প্রযুক্তি ব্যবহার করতে পারে। করোনাকালে প্রযুক্তি কীভাবে সহায়তা করেছে সে বিষয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, কোভিড-১৯ মহামারীর সময় প্রযুক্তি-সক্ষম প্ল্যাটফর্ম কোউইন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। বর্তমানে ভারতের প্রতিটি নাগরিক স্পষ্টভাবে এই পরিবর্তন অনুভব করছেন যে এখন সরকারের সমাজে যোগাযোগ করা কতটা সহজ।

কাশ্মীরি পন্ডিত সঞ্জয়ের খুনি নিকেশ, অবন্তীপোরায় মারা পড়ল দুই সন্ত্রাসবাদী

শ্রীনগর, ২৮ ফেব্রুয়ারি ঃ কাশ্মীরি পন্ডিত সঞ্জয় শর্মার খুনিকে নিকেশ করল সুরক্ষা বাহিনী। নিরাপত্তা বাহিনীর গুলিতে নিকেশ হয়েছে আরও একজন জঙ্গি। মঙ্গলবার জম্মু ও কাশ্মীরের পুলওয়ামা জেলার অবন্তীপোরায় সুরক্ষা বাহিনীর সঙ্গে গুলির লড়াইয়ে নিকেশ হয়েছে দুই সন্ত্রাসবাদী।নিহত সন্ত্রাসবাদীদের মধ্যে একজনের নাম-আকিব মুস্তাক ভাট। সে পুলওয়ামারই বাসিন্দা। অপর জঙ্গির নাম ও পরিচয় জানা যায়নি। কাশ্মীরের এডিজিপি বিজয় কুমার জানিয়েছেন, নিহত জঙ্গি আকিব আগে হিজবুল মুজাহিদিন জঙ্গি সংগঠনের সদস্য ছিল, সাম্প্রতিক সময়ে টিআরএফ-এর হয়ে কাজ করত সে। কাশ্মীরি পন্ডিত সঞ্জয় শর্মাকে খুনের নেপথ্যে আকিবের হাত ছিল বলে জানিয়েছে জম্মু-কাশ্মীর পুলিশ।কাশ্মীর জোন পুলিশ জানিয়েছে, জঙ্গিদের গতিবিধি টের পাওয়ার পর মঙ্গলবার ভোররাতে পুলওয়ামা জেলার অবন্তীপোরার পাদগামপোরা এলাকায় অভিযান চালায় সুরক্ষা বাহিনী। সেই অভিযানে নিকেশ হয়েছে আকিব নামে এই জঙ্গি, পরে আরও এক জঙ্গি খতম হয়েছে। কাশ্মীরের এডিজিপি বিজয় কুমার জানিয়েছেন, নিহত জঙ্গির নাম-আকিব মুস্তাক ভাট। সে পুলওয়ামারই বাসিন্দা। নিহত জঙ্গি আগে হিজবুল মুজাহিদিন জঙ্গি সংগঠনের সদস্য ছিল, সাম্প্রতিক সময়ে টিআরএফ-এর হয়ে কাজ করত সে। কাশ্মীরি পন্ডিত সঞ্জয় শর্মার খুনিকে নিকেশ করা হয়েছে। এনকাউন্টারস্থল থেকে উদ্ধার হয়েছে আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাবারুদ।

সিবিআই-এর গ্রেফতারিকে চ্যালেঞ্জ, সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ মনীশ সিসোদিয়া

নয়াদিল্লি, ২৮ ফেব্রুয়ারি ঃ দিল্লিতে আবগারি নীতি মামলায় সিবিআই-এর গ্রেফতারির প্রতিবাদে এবার সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন দিল্লির উপ-মুখ্যমন্ত্রী তথা শীর্ষ আম আদমি পার্টির নেতা মনীশ সিসোদিয়া। দিল্লিতে আবগারি দুর্নীতি মামলায় গত রবিবার দীর্ঘ জিজ্ঞাসাবাদের পর দিল্লির উপ-মুখ্যমন্ত্রী মণীশকে গ্রেফতার করে সিবিআই। পাঁচ দিনের সিবিআই হেফাজতে রয়েছেন তিনি। এমতাবস্থায় মঙ্গলবার শীর্ষ আদালতের শরণাপন্ন হয়েছেন তিনি। সম্ভবত মঙ্গলবারই মনীশের আবেদনের শুনানি হবে।২০২১ সালে ১৬ নভেম্বর নয়া আবগারি নীতি আনে দিল্লি সরকার। মদ কেনাবেচার পদ্ধতিতে বদল করা হয়। নতুন আবগারি নীতিতে সরকারি মদের দোকানগুলি বন্ধ করে বেসরকারি মদের দোকান গুলিকে মদ বিক্রির অনুমতি দেওয়ার কথা বলা হয়। দিল্লি সরকার চেয়েছিল, নতুন করে ৮৪৯টি মদের দোকান খোলা হবে। রাজধানীর ৩২টি অঞ্চলে এই মদের দোকান খোলার পরিকল্পনা ছিল। উপ-মুখ্যমন্ত্রী মণীশই আবগারি দফতরের দায়িত্বে। নতুন আবগারি নীতিতে মদের কালোবাজারি বন্ধ হওয়ার পাশাপাশি রাজস্ব আদায় বাড়বে বলেও দাবি করেছিল সরকার। আগে দিল্লিতে মোট ৮৬৪টি মদের দোকান ছিল। ৪টি সরকারি সংস্থা ৪৭৫টি মদের দোকান চালাত। বাকি ৩৮৯টি বেসরকারি সংস্থার মালিকদের হাতে ছিল। এই নীতি কার্যকর করতে আবগারি লাইসেন্স দেওয়ার ক্ষেত্রে বেনিয়ম এমনকি আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগও ওঠে। যার জেরে নতুন আবগারি নীতি চালুর ঠিক ৮ মাস পর, তা প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়।

তৃণমূল কংগ্রেসের টুইটার অ্যাকাউন্ট হ্যাক, নাম বদলে হয়ে গেল 'যুগা ল্যাবস'

কলকাতা, ২৮ ফেব্রুয়ারি ঃ হ্যাক হয়ে গেল সর্বভারতীয় তৃণমূলের অফিশিয়াল টুইটার অ্যাকাউন্ট। সোমবার রাত থেকেই টুইটার অ্যাকাউন্টটি সাইবার অপরাধের কবলে পড়েছে। ওই অ্যাকাউন্টের ছবি এবং নাম বদলে দেওয়া হয়। সর্বভারতীয় তৃণমূলের টুইটার অ্যাকাউন্টে দলের নামের পাশে নীল চিহ্ন ছিল। হ্যাক হওয়ার পর দেখা যাচ্ছে, সেই নীল চিহ্নের পাশে তৃণমূলের নাম নেই। নামের জায়গায় লেখা রয়েছে, ' যুগ ল্যাব্‌স'।বদলে যায় তৃণমূলের টুইটার অ্যাকাউন্টের মূল ছবিটিও। আগের ছবির পরিবর্তে সেখানে দেখা যাচ্ছে ইংরাজি 'ওয়াই এবং ' এল সম্বলিত একটি প্রতীকী ছবি। সোমবার রাতে এই সাইবার হানার পরে তৃণমূলের পক্ষ থেকে মঙ্গলবার সকালেই যোগাযোগ করা হয় টুইটার কর্তৃপক্ষের সঙ্গে। টুইটার ইন্ডিয়ার অফিসে অ্যাকাউন্ট টি যত দ্রুত সম্ভব হ্যাকারদের কবল থেকে মুক্ত করানোর আবেদন জানানো হয়েছে। টুইটার কর্তৃপক্ষও সেই আশ্বাস দিয়েছে।

আর জি কর মেডিক্যালের রোগীকল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান পদে শান্তনু

কলকাতা, ২৮ ফেব্রুয়ারিঃ পাখির চোখ নির্বাচন । আর তার আগেই ক্রমগত বাড়ছে রাজ্য বনাম কেন্দ্র তরজা । এরই মাঝে আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান পদ ঘিরে ধোঁয়াশা । পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হল সুদীপ্ত রায়কে । সেই জায়গায় দায়িত্ব পেলেন তৃণমূল সাংসদ শান্তনু সেন ।গত সোমবার সপ্তাহের শুরুর দিনেই রাজ্যের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দফতরের তরফে একটি বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়। সেখানেই জানানো হয় তৃণমূল বিধায়ক তথা চিকিসক সুদীপ্ত রায়কে সরানো হচ্ছে আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের রোগী কল্যাণ সমিতির দায়িত্ব থেকে। তাঁর জায়গায় দায়িত্ব পাচ্ছেন সাংসদ তথা চিকিৎসক শান্তনু সেন। যদিও কী কারণে সরানো হল সুদীপ্ত রায়কে, তা এখনও স্পষ্ট নয়।

ট্রামের মত বেসরকারি বাসও মৃত্যুশয্যায়, দাবি মালিক সংগঠনের

কলকাতা, ২৮ ফেব্রুয়ারি ঃট্রামের মত কলকাতার বেসরকারি বাসও মৃত্যুশয্যায় বলে মন্তব্য করলেন জয়েন্ট কাউন্সিল অফ বাস সিন্ডিকেটসের সাধারণ সম্পাদক তপন ব্যানার্জী। তপনবাবু রবিবার এই প্রতিবেদককে বলেন, ট্রামের ঘন্টার আওয়াজে ভোরবেলা ঘুম ভেঙ্গে যেতো, আর আমরা বন্ধুরা কাছেই ময়দানে চলে যেতাম খেলতে। ট্রামের অনেক স্মৃতি জড়িয়ে আছে। ৫০-এর দশকে ১ পয়সা ভাড়া বৃদ্ধি নিয়ে কলকাতায় যা হয়েছিল, সেটা একটা ইতিহাস। বরাবরই এই রাজ্যে পরিবহনের ভাড়া বৃদ্ধি হলে কোনও একটি রাজনৈতিক দল রাস্তায় নেমে পরত। অবশ্যই এখন একটু কম দেখা যায়। আমার মনে আছে ১৯৭৫ সালে ১ আগস্ট কংগ্রেস সরকারের আমলে রাজ্যে ১০ পয়সা বাস ভাড়া থেকে ২০ পয়সা ভাড়া বৃদ্ধি হলো, আমি তখন এই পরিবহনশিল্পে নবীন। তখনও দেখেছি ভাড়া বৃদ্ধি নিয়ে কিরকম রাজনৈতিক আন্দোলন। কেন আজ ট্রাম, বাস এক এক করে উঠে যাচ্ছে, এটা একবার ভাবা দরকার। গণপরিবহনকে জীবিত রাখতে গেলে ও মানুষকে ঠিকমতো পরিষেবা দিতে হলে এখন ভাবনার পরিবর্তনের সময় এসেছে। তা না হলে আগামী কিছুদিনের মধ্যেই বাসও ট্রামের মত বিলুপ্ত হতে বাধ্য হবে।প্রসঙ্গত, ট্রামের ১৫০ বর্ষপূর্তি উপলক্ষে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে কলকাতার এই ঐতিহ্যযানকে বাঁচিয়ে রাখার দাবি উঠেছে। রবিবারও পুরনো ট্রাম সাজিয়ে ট্রামযাত্রা নামে একটি অভিযানের আয়োজন করা হয়।

ভারতের জি-২০-র সভাপতিত্বের অধীন অর্থমন্ত্রী এবং কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের গভর্নরদের প্রথম বৈঠকে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য

নয়াদিল্লি,২৮ফেব্রুয়ারিঃজি-২০ গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলির অর্থমন্ত্রী এবং কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের গভর্নরদের ভারতে উষ্ণ স্বাগত জানাচ্ছি। ভারতের জি-২০ সভাপতিত্বে আপনাদের উপস্থিতিতে প্রথম মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠক হচ্ছে।গঠনমূলক এই বৈঠকে আপনাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাতে গিয়ে আপনারা যেসব চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি সে বিষয় সম্পর্কে আমি স্পষ্ট অবগত। সারা বিশ্ব যখন গভীর আর্থিক সমস্যায় জর্জরিত সেই সময় আপনারা বিশ্বের আর্থিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নেতৃত্ব করছেন। সারা বিশ্ব অর্থনীতিতে করোনা অতিমারী এক শতাব্দীর ঝঞ্ঝা হিসেবে দেখা দেয়। অনেক দেশ, বিশেষত উন্নয়নশীল দেশগুলি এর পরবর্তী প্রভাবের সঙ্গে এখনও জুঝছে। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ভূ-রাজনৈতিক উদ্বেগও আমরা প্রত্যক্ষ করছি। বিশ্ব সরবরাহ শৃঙ্খলে বিঘ্ন ঘটছে। মুদ্রাস্ফীতির কারণে বিভিন্ন সমাজ সমস্যা কবলিত। বিশ্বজুড়ে খাদ্য এবং শক্তি নিরাপত্তা এক বড় উদ্বেগের মুখে দাঁড়িয়ে। উচ্চ ঋণ ভারে জর্জরিত হওয়ায় বিভিন্ন দেশের অর্থনৈতিক সক্ষমতা এক ব। চ্যালেঞ্জের মুখে দাঁড়িয়ে আছে। আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির ওপর বিশ্বাস এখন নিম্নমুখী। নিজেদের সংস্কার ঘটানোর ক্ষেত্রে ধীর গতির কারণই অংশত দায়ী। বিশ্বের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এবং অগ্রগামী অর্থনীতির আধার হিসেবে পরিচিত আপনাদের ওপরে বিশ্ব অর্থনীতির স্থায়ীত্ব, বিশ্বাস এবং সমৃদ্ধি ফিরিয়ে আনা বহুলাংশে নির্ভরশীল। এই কাজটা খুব একটা সহজ নয়।যদিও আমার বিশ্বাস, ভারতীয় অর্থনীতির উজ্জীবতা থেকে আপনারা অনুপ্রেরণা পেতে পারেন। ভারতীয় ক্রেতা ও উৎপাদকরা ভবিষ্য সম্বন্ধে আশাবাদী এবং আত্মপ্রত্যয়ী। আমি বিশ্বাস করি, বিশ্ব অর্থনীতিতে আপনারাও অনুরূপ সদর্থক মনোভাব সঞ্চার করতে পারবেন। আমি আপনাদেরকে অনুরোধ করবো, বিশ্বের সবথেকে দুর্বল নাগরিকদের ওপরে আপনারা বিশেষ নজর দিন। অন্তর্ভুক্তিমূলক কর্মসূচির মধ্য দিয়ে আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক নেতৃত্ব বিশ্বের আস্থা ফিরিয়ে আনতে পারে। আমাদের জি-২০ সভাপতিত্বে আলোচ্য এই অন্তর্ভুক্তিমূলক দৃষ্টিভঙ্গির প্রসার ঘটায় যা হল, ' এক পৃথিবী, এক পরিবার, এক ভবিষ্যৎ'। মাননীয়গণ,বিশ্বের জনসংখ্যা ৮০০ কোটিতে পৌঁছে গেলেও সুস্থায়ী উন্নয়নের লক্ষ্য ধীর গতিতে চলছে। জলবায়ু পরিবর্তন এবং উচ্চ ঋণ স্তরের মতো বিশ্বজুড়ে চ্যালেঞ্জের মোকাবিলার ক্ষেত্রে বহুস্তরীয় উন্নয়ন ব্যাঙ্ককে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে আমাদের একযোগে কাজ করতে হবে।মাননীয়গণ,বিশ্বের আর্থিক ক্ষেত্রে প্রযুক্তি ক্রমান্বয়ে অগ্রাধিকারের জায়গা নিয়েছে। অতিমারীর সময় ডিজিটাল পেমেঃট সংযোগহীন এবং অবিরাম বিনিময়ের এক সফল মাধ্যম হিসেবে কাজ করেছে। যদিও ডিজিটাল অর্থনীতির ক্ষেত্রে সাম্প্রতিক কিছু উদ্ভাবন অস্থিতিশীলতা এবং অপব্যবহারমূলক কিছু ঝুঁকি তৈরি করেছে। আমি বিশ্বাস করি, প্রযুক্তির শক্তিকে কিভাবে মানুষের উন্নতির কাজে ব্যবহার করা যায় সে ব্যাপারে আপনারা চিন্তাভাবনা করবেন। তার পাশাপাশি, এইসব সম্ভাব্য ঝুঁকি কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব, তার দিকগুলিও আপনারা বিবেচনা করে দেখবেন। ভারতের নিজস্ব অভিজ্ঞতা এক্ষেত্রে একটি মডেল হতে পারে। গত কয়েক বছর ধরে আমরা সার্বিকভাবে নিরাপদ এবং বিশ্বাসযোগ্য, দক্ষ জন-ডিজিটাল পরিকাঠামো সৃষ্টি করেছি যা নিখরচায় ব্যবহার করতে পারেন এবং আমাদের ডিজিটাল পেমেন্ট ব্যবস্থায় তা এক বাস্তুতন্ত্র হিসেবে গড়ে উঠেছে। এটা ভারতে পরিচালন ব্যবস্থা, অর্থনৈতিক অন্তর্ভুক্তিকরণ এবং জীবনযাত্রার স্বাচ্ছন্দ্যের ক্ষেত্রে এক আমূল রূপান্তর ঘটিয়ে দিয়েছে। বেঙ্গালুরু, যা ভারতের প্রযুক্তি রাজধানী বলে পরিচিত সেখানে যখন আপনারা বৈঠক করছেন, প্রথমেই আপনারা সেই অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারেন যে ভারতীয় ক্রেতারা ডিজিটাল পেমেঃটকে কিভাবে আপন করে নিয়েছেন। বস্তুতপক্ষে, জি-২০ সভাপতিত্বকালে আমরা একটা নতুন পদ্ধতি সৃষ্টি করেছি। এর মধ্য দিয়ে জি-২০-তে অভ্যাগতদের ভারতের যুগান্তকারী ডিজিটাল পেমেঃট মঞ্চ ইউপিআই-কে ব্যবহারের সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে। আপনারা এটি যখন ব্যবহার করবেন এবং তার স্বাচ্ছ ঃদ্য উপভোগ করবেন তখন বুঝতে পারবেন যে ভারতীয় ক্রেতারা স্বেচ্ছায় কেন এই ব্যবস্থাকে আপন করে নিয়েছেন। ভারতের এই ইউপিআই-এর দৃষ্টান্ত বিভিন্ন দেশের কাছেও অনুকরণীয় হতে পারে। আমরা আমাদের অভিজ্ঞতার কথা বিশ্বের সাথে ভাগ করে নিতে পারলে খুশি হবে এবং জি-২০ এক্ষেত্রে এক কার্যকরী বাহক হয়ে উঠতে পারে।মাননীয়গণ,এই গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে অংশ নেওয়ার জন্য আমি আরও একবার আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাই। আপনাদের আলোচনা সার্বিকভাবে ফলপ্রসূ হোক।

দু'দিনের সফরে ভারতে আসছেন জর্জিয়া মেলোনি, রয়েছে একগুচ্ছ কর্মসূচি

রোম ও নয়াদিল্লি, ২৮ ফেব্রুয়ারি ঃ ইতালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনি দু'দিনের সফরে আগামী বৃহস্পতিবার ভারতে আসছেন। তাঁর সঙ্গে আসছেন উপ-প্রধানমন্ত্রী তথা বিদেশমন্ত্রী আন্তনীয় তাজানি এবং উচ্চ পর্যায়ের এক বাণিজ্য প্রতিনিধি দল। ২০২৩-এর অষ্টম রাইসিনা সংলাপে মুখ্য অতিথি হিসাবে প্রধান বক্তা হবেন মেলোনি।রাষ্ট্রপতি ভবন প্রাঙ্গনে ইতালির প্রধানমন্ত্রীকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাগত জানানো হবে। দ্বিপাক্ষিক, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে আলোচনা হবে জর্জিয়া মেলোনির।

টিকটক-কে এবার নিষিদ্ধ করল কানাডা, জানাল এই অ্যাপ গোপনীয়তা ও সুরক্ষার জন্য ঝুঁকি

অটোয়া, ২৮ ফেব্রুয়ারি ঃ টিকটক-কে এবার নিষিদ্ধ ঘোষণা করল কানাডা। স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, চিনা এই অ্যাপ গোপনীয়তা ও সুরক্ষার জন্য ঝুঁকি। ভারত-সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ইতিমধ্যেই চিনা অ্যাপ টিকটক-কে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে, এবার সেই পথে হাঁটল কানাডা সরকার।কানাডা সরকার সোমবার (স্থানীয় সময়) জানিয়েছে, চিনের মালিকানাধীন সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাপ টিকটককে নিষিদ্ধ ঘোষণা হচ্ছে। যেহেতু এই অ্যাপ গোপনীয়তা এবং সুরক্ষার ঝুঁকির অগ্রহণযোগ্য স্তর উপস্থাপন করে।

ইউক্রেনে ৪টি লেপার্ড ট্যাংক পাঠাল পোল্যান্ড

ওয়ারশ, ২৮ ফেব্রুয়ারি ঃ ইউক্রেন-রাশিয়ার যুদ্ধ আর কতদিন চলবে তার হিসাব কারও কাছে নেই। এমন পরিস্থিতিতে প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী প্রথম মিত্র দেশ হিসেবে ইউক্রেনে চারটি লেপার্ড ট্যাংক পাঠালো পোল্যান্ড। সম্প্রতি ট্যাংক পাঠানোর কথা জানান দেশটির প্রেসিডেন্ট আন্দ্রেজ দুদা। এর আগে জার্মানিসহ বিভিন্ন দেশ ট্যাংক পাঠানো ঘোষণা দিলেও, সেগুলো এখন ইউক্রেনে পৌঁছেনি। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের এক বছরপূর্তি উপলক্ষে কিয়েভ সফরে যান পোল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী মাতেউস মোরাউইকি। এ সময় তিনি প্রথম দেশ হিসেবে ইউক্রেনে লেপার্ড ট্যাঙ্ক সরবরাহের বিষয়টি নিশ্চিত করেন।পোল্যান্ডের রাজধানী ওয়ারশে জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের এক বৈঠকে প্রেসিডেন্ট আন্দ্রেজ দুদা বলেন, ইউক্রেনে লেপার্ড ট্যাংকগুলো সরবরাহ করতে যাওয়ার প্রধানমন্ত্রী বৈঠকে উপস্থিত থাকতে পারেননি। আশা করি, তিনি খুব দ্রুতই নিরাপদে দেশে ফিরে আসবেন।

ভারতে যে পরিবর্তন পরিলক্ষিত হচ্ছে তা চমকপ্রদঃডেনমার্কের যুবরাজ

নয়াদিল্লি, ২৮ ফেব্রুয়ারি ঃভারতে যে পরিবর্তন পরিলক্ষিত হচ্ছে চমকপ্রদ বিস্ময়কর। বললেন ডেনমার্কের যুবরাজ ফ্রেডেরিক আন্দ্রে হেনরিক ক্রিশ্চিয়ান। মঙ্গলবার দিল্লিতে আয়োজিত ভারত-ডেনমার্কঃপার্টনারস ফর গ্রিন এন্ড সাস্টেনেবেল প্রোগ্রেস সম্মেলনে ডেনমার্কের যুবরাজ ফ্রেডেরিক বলেছেন, ভারতে যে পরিবর্তন পরিলক্ষিত হচ্ছে তা আশ্চর্যজনক। ডেনমার্ক এবং ভারত সবুজ কৌশলগত অংশীদারিত্বের মাধ্যমে যোগ দিয়েছে। এটি পারস্পরিকভাবে উপকারী এবং একটি প্রমাণ যা উভয়ই অর্জন করতে পারে।ডেনমার্কের যুবরাজ আরও বলেছেন, এই সম্মেলনের মাধ্যমে, ভারত ও ডেনমার্ক সকলের জন্য একটি সবুজ ভবিষ্যত অর্জনের কাছাকাছি একটি নতুন পদক্ষেপ নিচ্ছে। আমার বিনম্র কামনা এই সফর একসঙ্গে সমৃদ্ধ যাত্রা অব্যাহত রাখুক। তিনি আরও বলেছেন, বর্তমানে দুই দেশের মধ্যে অংশীদারিত্ব শক্তিশালী। আমরা উভয়েই একটি সবুজ ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ডেনমার্ক সফরের কথাও এদিন তুলে ধরেছেন ডেনমার্কের যুবরাজ।

একজিট পোলে বিশ্বাস না করার আবেদনঃসুদীপ রায় বর্মন

আগরতলা, ২৮ ফেব্রুয়ারিঃআপামর জনগণকে বিভ্রাত করার লক্ষে কোটি কোটি টাকার বিনিময়ে শাসক দল নাটক মঞ্চ একজিট পোল প্রকাশ করতে চলছে। সাধারণ মানুষ বিরোধী দলের এই একজিট পোলে বিশ্বাস করবেন না। প্রদেশ কংগ্রেস ভবনে আপামর জনগণকে আবেদন করেছেন কংগ্রেসের বিধায়ক তথা প্রার্থী সুদীপ রায় বর্মন। বিজেপির একজিট পোলে কোনও হাত থাকে না, ২ মার্চ ভোটের ফলাফল থেকেই সব স্পষ্ট হয়ে যাবে বলে এ বিষয়ে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন বিজেপির মুখপাত্র নবেন্দু ভট্টাচার্য্য।এদিন তিনি নির্দ্বিধায় বলেন, ত্রিপুরার জনগণ ভোট প্রদান করেছে সরকার পরিবর্তনের লক্ষেই। কারণ, এবারের নির্বাচনে মানুষের বিপুল পরিমানে ভোট কেন্দ্রে ভোটাধিকার প্রয়োগ করা থেকেই সব স্পষ্ট হয়ে গেছে।তাঁর দাবি, মানুষ গণতান্ত্রিক অধিকারকে পুর্নরুদ্ধারে এবং সাংবিধানিককে অচল হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করার লক্ষেই ভোট প্রদান করেছেন। সাথে তিনি রাজ্যে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য নির্বাচন কমিশন যে পদক্ষেপ গ্রহন

আবার ভূমিকম্প! এ বার কাঁপল মেঘালয়, কম্পন অনুভূত হল মণিপুরেও

ইম্ফল, ২৮ ফেব্রুয়ারি ঃ আবারও ভূমিকম্প! এ বার কাঁপল মেঘালয়। মঙ্গলবার সকালে কম্পন অনুভূত হয়েছে উত্তর-পূর্বের এই রাজ্যের তুরা এলাকায়। রিখটার স্কেলে কম্পনের তীব্রতা ছিল ৩.৭। এই খবর জানিয়েছে ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজি।মঙ্গলবার সকাল ৬টা ৫৭ মিনিটে তুরা এলাকায় ভূমিকম্প হয়েছে। কম্পনে ক্ষয়ক্ষতির খবর জানা যায়নি। মেঘালয়ে ভূমিকম্পের ৫ ঘণ্টা আগেই উত্তর-পূর্বের আরও এক রাজ্যে কম্পন অনুভূত হয়। ভোররাত ২টো ৪৫ মিনিট নাগাদ কম্পন অনুভূত হয়েছে মণিপুরের নোনে জেলায়। রিখটার স্কেলে তীব্রতা ছিল ৩.২।অন্যদিকে কাবুলে, আবারও ভূমিকম্প আঘাত হানল আফগানিস্তানে । মঙ্গলবার ভোর ৪.০৫ মিনিট নাগাদ ভূমিকম্পে কেঁপে উঠে আফগানিস্তান। আপাতত নেই ক্ষয়ক্ষতির খবর।গত বৃহস্পতিবারেও আফগানিস্তান এবং তাজিকিস্তান সীমান্তে তীব্র কম্পন অনুভূত হয়েছিল। পাঁচদিনের মাথায় মঙ্গলবার ভোর ৪.০৫ মিনিট নাগাদ ফের ভূমিকম্পে কেঁপে উঠে আফগানিস্তানের মাটি। এই কম্পনের তীব্রতা ছিল ৪.১ এবং ভূপৃষ্ঠ থেকে ১০ কিলোমিটার গভীরে এই ভূমিকম্পের উৎসস্থল বলে জানা গিয়েছে। আপাতত এই ভূমিকম্পের কারণে কোন সম্পত্তিহানি বা প্রাণহানির খবর পাওয়া যায়নি। প্রসঙ্গত, গত বৃহস্পতিবার আফগানিস্তান এবং তাজিকিস্তান সীমান্তে তীব্র কম্পন অনুভূত হয়েছিল। ওই কম্পনের তীব্রতা ছিল ৬.৭। তার আগে গত ২ ফেব্রুয়ারিও আফগানিস্তানের মাটি কেঁপে উঠেছিল। বারবার আফগানিস্তানে এভাবে কম্পন অনুভূত হওয়ায় ইতিমধ্যেই উদ্বেগ বেড়েছে।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,১ মার্চ ঃবুধবার, ১৬ ফাল্গুন মাস ১৪২৯ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ১মার্চঃ ২০২৩, ৫৩৬ চৈতনাব্দ, কলিঃ৫১২৩, সৌরঃ ১৬ ফাল্গুন মাস, চান্দ্র ৭ মধুসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ১৬ ফাল্গুন মাস ১৪২৯, ভারতীয় সিভিলঃ১৬ ফাল্গুন মাস ১৯৪৪, মৈতৈঃ৮ শজিবু, আসামঃ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপুর্নাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃ দিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ১১২৪৪৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪ পদ ।বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫

আবহাওয়া

অংশত, সকালে দিকে মেঘলা আকাশ হবে। পরে পরিষ্কার থাকবে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ৩২.০২ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ২৩.০২এডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৯৬শতকরা এবং ৪৮শতকরা। বৃষ্টি হয়নি মঙ্গলবার । জোয়ার- সকাল ৮টা ২০ মিনিট এবং রাত-৮টা ২০মিনিট হবে। ভাটা-সকাল-৮টা ২০মিনিট। রাত-৮টা ২০ মিনিট। সূর্য উদয় হবে আজঃ ৬ টা ০১মিনিট এবং সূর্য অস্ত যাবে আজকের দিনেঃ ৫ টা - ৩৭মিনিটের মধ্যে হবে আবহাওয়া পরিবর্তন

রাশিফল

মেষ রাশিঃস্বাস্থ্যের দিক থেকে এটি অত্যন্ত ভালো দিন। আপনার মনের উচ্ছল অবস্থা আপনাকে কাঙ্খিত বল এনে দেবে এবং প্রত্যয়ী করে তুলবে। **বৃষ রাশিঃ** আপনার স্বযত্নলালিত স্বপ্ন সত্যে পরিণত হবে। শুভদিন **মিথুন রাশিঃ**আপনি অন্যদের সমালোচনার অভ্যাসের জন্য সমালোচিত হবেন। শুভদিনহবে **কর্কট রাশিঃ** আপনি অবসর যাপনের আনন্দ উপভোগ করবেন। আপনি অর্থ-সংক্রান্ত বিষয়ে কোনও মামলায় জড়িত থাকলে আদালত আজ আপনার পক্ষে সিদ্ধান্ত নেবে। শুভদিন হবে **সিংহ রাশিঃ**এক পরিতৃপ্ত জীবনের জন্য আপনার মানসিক কাঠিন্য বৃদ্ধি করুন। আপনারা আজ রাতে আর্থিক লাভ অর্জনের সম্ভাবনা **কন্যা রাশিঃ**উচ্চ প্রোফাইলের মানুষের সঙ্গে দেখা করতে নার্ভাস হবেন না এবং আত্মবিশ্বাস হারাবেন না। এটা স্বাস্থ্যের জন্যও যেমন ব্যবসার মূলধন হিসেবেও তেমন জরুরী। অর্থ সংকট হবে **তুলা রাশিঃ**বাইরের ক্রিয়াকলাপ আজ ক্লান্তিকর এবং ধকলসাধ্য হবে। অমীমাংসিত সমস্যা অস্পষ্ট হবে এবং অর্থব্যয় আপনার মনকে নিরানন্দ করবে।শুভদিন **বৃশ্চিক রাশিঃ**আপনার দীর্ঘায়িত অসুস্থতার সাথে লড়াই করার সময় উপলব্ধি করুন যে আত্ম বিশ্বাসই হল বীরত্বের সারবত্তা। **ধনু রাশিঃ** আপনার অপ্রত্যাশিত প্রকৃতিকে আপনার বৈবাহিক সম্পর্ক নষ্ট করতে দেবেন না। **মকর রাশিঃ**বিবাহের যোগ হবে সন্তান হতে পারে আজকের দিন। **কুম্ভ রাশিঃ**আপনার মানসিক স্বাস্থ্য রক্ষা করুন যা আধ্যাত্মিক জীবনের পূর্বশর্ত। অর্থ সঞ্চয়হবে **মীন রাশিঃ**বিশ্রাম নিন এবং কাজের ফাঁকে যতটা সম্ভব ততটা আরাম করার চেষ্টা করুন। প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হবে। পারে।

দুয়ারে ডাক্তার পরিষেবা শুরু হল উলুবেড়িয়ায়, খুশি এলাকাবাসী

মতিয়ার রহমান, উলুবেড়িয়া, ২৮ ফেব্রুয়ারি ঃ দুয়ারে ডাক্তার পরিষেবা শুরু হল উলুবেড়িয়ার সমরুক হাইস্কুলে ও শ্যামপুরের গোবিন্দপুর নিত্যলাল বালিকা বিদ্যালয়ে। বর্ষীয়ান ৭৮ বৎসরের বৃদ্ধ পরশুরাম কয়াল

বলেন বার্ধক্য জনিত সমস্যার কারণে কোথাও যাতায়াত করা যায়নি, দুয়ারে ডাক্তার পরিষেবায় চিকিৎসা করতে সুবিধা হল। একই মত পোষণ করেন ৭৫ বৎসরের বৃদ্ধা স্বরস্বতী বাছাড়, ৭৯ বৎসরের বৃদ্ধ গোপাল মন্ডল বলেন লাঠি ধরে চলাফেরা করতে হয়, ঠিক মতো চলাচল করতে অসুবিধা হয় ঠিক মতো ডাক্তার দেখাতে পারিনি, দুয়ারে ডাক্তার পরিষেবায় আমাদের মতো বয়স্ক মানুষদের জন্য এক আশীর্বাদ। মঙ্গলবার উলুবেড়িয়ার সমরুক হাইস্কুলে দুয়ারে সরকারের পরিদর্শনে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের জনস্বাস্থ্য কারিগরি ও পূর্ত দফতরের মন্ত্রী পুলক রায়, হাওড়া জেলাশাসক শ্রীমতি মুখরতা আর্য, অতিরিক্ত জেলাশাসক পঞ্চায়েতে সৌমেন পাল, অতিরিক্ত জেলাশাসক সাধারণ নীতিন যাদব, হাওড়া জেলা পরিষদের সহ সভাধিপতি অজয় কুমার ভট্টাচার্য্য, উলুবেড়িয়া মহকুমা শাসক শমীক কুমার ঘোষ, উলুবেড়িয়া ১ নং বিডিও নীলাদ্রী শেখর দে, উলুবেড়িয়া ১নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সুলতানা বেগম, হাওড়া জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ অজয় কুমার মন্ডল প্রমুখ। অপরদিকে শ্যামপুরের গোবিন্দপুর নিত্যলাল বালিকা বিদ্যালয়ে দুয়ারে ডাক্তার পরিষেবায় উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক কালীপদ মন্ডল, শ্যামপুর ২ নং বিডিও ফারহানাজ খানম, শ্যামপুর নং বিডিও তন্ময় কার্যী, শ্যামপুর ২ নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি জুলফিকার আলী মোল্লা প্রমুখ।

জলাশয় থেকে উদ্ধার অজ্ঞাত পরিচয় যুবতীর দেহ, চাঞ্চল্য ডায়মন্ড হারবারে

দুরন্ত বার্তা, ডায়মন্ড হারবার, ২৮ ফেব্রুয়ারি ঃ জলাশয় থেকে অজ্ঞাত পরিচয় যুবতীর দেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল দক্ষিণ ২৪ পরগনার ডায়মন্ড হারবারে। ডায়মন্ড হারবার থানার অন্তর্গত বারদ্রোন এলাকার ঘটনা। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার সকালে স্থানীয় বাসিন্দারা দেখতে পান বারদ্রোন গ্রামের জলের ট্যাঙ্কের কাছে একটি জলাশয়ে এক অজ্ঞাত পরিচয় যুবতীর দেহ ভাসছে। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। মানুষের ভিড় জমে ঘটনাস্থলে। পরে খবর দেওয়া হয় ডায়মন্ড হারবার থানার পুলিশকে। স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, উদ্ধার হওয়া যুবতী এলাকার বাসিন্দা নন। তবে প্রাথমিকভাবে এলাকাবাসীদের অনুমান, কেউ বা কারা ওই যুবতীকে রাতের অন্ধকারে খুন করে ফেলে দিয়ে গেছে। অন্যদিকে যুবতীর দেহ উদ্ধার করার পাশাপাশি পরিচয় শনাক্তকরণের জন্য ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

দোল উপলক্ষ্যে স্পেশাল ট্রেন ঘোষণা রেলের, যাত্রীদের সুবিধার্থেই সিদ্ধান্ত

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৮ ফেব্রুয়ারি ঃ দোল উৎসবে শামিল হতে বাংলা থেকে বহু মানুষ ভিন রাজ্যে পাড়ি দেন। সেই সূত্রে টিকিট বুকিংয়ে যাত্রীদের বাড়তি চাপ পড়ে। রেল কর্তৃপক্ষ যাত্রীদের এই বিড়ম্বনা এড়াতে বিশেষ পরিষেবা ঘোষণা করেছে। দক্ষিণ-পূর্ব রেলের তরফে জানানো হয়েছে, আগামী ৬ মার্চ শালিমার-জয়নগরের মধ্যে হোলি স্পেশাল ট্রেন চালানো হবে। ট্রেনটি ওই দিন দুপুর ২টো ৫০ মিনিটে শালিমার স্টেশন থেকে ছাড়বে। পরদিন অর্থাৎ ৭ মার্চ ট্রেনটি পৌঁছাবে জয়নগরে। ফিরতি রুটে ওই দিনই রাত ৭টা ৩০ মিনিটে জয়নগর থেকে ছাড়বে এই হোলি স্পেশালটি। ৮ মার্চ বিকেল ৪ টায় ট্রেনটি শালিমার পৌঁছাবে। যাত্রাপথে এই স্পেশাল ট্রেনটি সাঁতরাগাছি, খড়্গপুর, টাটানগর, চান্ডিল, মুরি এবং বোকারো স্টিল সিটি স্টেশনে থামবে। এছাড়াও যাত্রীদের চাহিদার কথা বিবেচনা করে দক্ষিণ পূর্ব রেল শালিমার থেকে পুনের মধ্যে একটি হোলি স্পেশাল ট্রেন চালাবে। ট্রেনটি শালিমার থেকে আগামী ১ মার্চ ছাড়বে এবং সাঁতরাগাছি, খড়্গাপুর, টাটানগর চক্রধরপুর, রাউরকেল্লা, ঝড়সুগুদা, বিলাসপুর, রায়পুর, দুর্গ, গণ্ডিয়া, নাগপুর , ভুসাভাল, কল্যাণ এবং পানভাল স্টেশনে থামবে বলে রেল সূত্রের খবর।

রাতের অন্ধকারে ভাঙড়ে দাপট মাটি মাফিয়াদের, প্রতিবাদ গ্রামবাসীদের

দুরন্ত বার্তা, ভাঙড়, ২৮ ফেব্রুয়ারি ঃ আবার মাটি মাফিয়াদের দাপট দক্ষিণ ২৪ পরগনার ভাঙড়ে। রাতের অন্ধকারে কৃষিজমি থেকে মাটি চুরির প্রতিবাদ করলেন এবার স্থানীয় গ্রামবাসীরাই। মাটির ডাম্পার আটকে গ্রামবাসীরা বিক্ষোভ দেখান এবং মাটি চুরি রুখতে প্রতিবাদ করেন। সোমবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ভাঙড়ের কাশিপুর থানার পাওয়ার গ্রিড সাবস্টেশনের অদূরে পোলেরহাট জয়নগর গ্রামে। স্থানীয়দের দাবি, পোলেরহাট হাইস্কুলের পাশে বন্ধ থাকা একটি ইটভাটা লাগোয়া জমি থেকে মাটির নেওয়ার জন্য ডাম্পার চালাচ্ছিল স্থানীয় মাটি মাফিয়ারা। সেই খবর জানাজানি হতেই সোমবার রাতে শ্যামনগনরের গ্রামবাসীরা ওই ডাম্পার গুলি ঘিরে বিক্ষোভ দেখান। কৃষি জমি বাঁচাতে তারা দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করেন। 'জীবন দেবে কিন্তু মাটি দেবে না' বলে শপথ নেয় তাঁরা। রাত পাহারার পর মঙ্গলবার সকালে কাশিপুর থানায় মাস পিটিশন জমা করেন স্থানীয়রা। রাতের অন্ধকারে মাটি চুরি হচ্ছে এই খবর দেওয়া হয় কাশিপুর থানাকেও। যদিও ঘটনাস্থলে পুলিশ পৌঁছানোর আগেই দুষ্কৃতীরা পালিয়ে যায়। কয়েকদিন আগেই কাশিপুর থানা এলাকার ভোমরু গ্রাম থেকে দু''টি মাটিভর্তি ডাম্পার আটক করেছিল কাশিপুর থানার পুলিশ। এই ঘটনায় জড়িত কয়েকজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। তারপরেও কিভাবে মাটির ডাম্পার চলছে তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন এলাকার বাসিন্দারা। জমি কমিটির সদস্যদের দাবি, এই কাজ তৃণমূলের মদতেই চলছে। যদিও সেই অভিযোগ অস্বীকার করেছেন ভাঙড়ের তৃণমূল নেতা আরাবুল ইসলাম।

লক্ষাধিক টাকা তছরুপের অভিযোগ, সুরাত থেকে গ্রেফতার জুটমিলের ম্যানেজার

শ্রেয়া আদক, হাওড়া, ২৮ ফেব্রুয়ারি ঃ প্রায় ৫৪ লক্ষেরও বেশি টাকা তছরুপের অভিযোগ ওঠায় গুজরাটের সুরাত থেকে গ্রেফতার হলেন হাওড়ার বালি জুটমিলের ম্যানেজার। মঙ্গলবার ধৃতকে হাওড়া আদালতে তোলা হলে পাঁচ দিনের পুলিশ হেফাজতের আদেশ দেয় আদালত। ওই বিপুল পরিমাণ টাকা তছরুপের অভিযোগে

বালি জুট মিলের ওই ম্যানেজারকে গ্রেফতার করে হাওড়া সিটি পুলিশের বালি থানা। অভিযোগ পেয়ে তদন্তে নেমে সাব ইন্সপেক্টরের নেতৃত্বে বালি থানার পুলিশের একটি দল সোমবার গুজরাট থেকে গ্রেফতার করে তাঁকে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে ধৃত ম্যানেজারের নাম দীপক কুমার জৈন (৪০)। তিনি বালি জুট মিলের ম্যানেজার ছিলেন। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ ম্যানেজার হিসেবে মিল থেকে ৫৪ লক্ষ ৯৩ হাজার ৪৬৪ টাকা তছরুপ করেন। এই ব্যাপারে মিলের পক্ষ থেকে বালি থানায় অভিযোগ জানানো হয়। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করে বালি থানা। সেই মতো গুজরাটের সুরাতে তাঁর বাড়িতে হানা দেয় বালি থানার পুলিশ। সেখান থেকেই গ্রেফতার করা হয় তাঁকে। তাঁর বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৮১ /৪০৬/৪২০/৫০৬ ধারায় মামলা রুজু করা হয়। মঙ্গলবার ধৃতকে হাওড়া আদালতে তোলা হয়। আদালত ধৃতের বিরুদ্ধে ৫ দিনের পুলিশ হেফাজতের আদেশ দিয়েছে।

সরকারি উদ্যোগে ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগীদের নিয়ে সম্মেলন হল গড়িয়ায়

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, বারুইপুর, ২৮ ফেব্রুয়ারি ঃ সামনে পঞ্চায়েত ভোট। আর তার আগে বাকি থাকা কাজ গুলো শেষ করে চলেছে সরকারি দপ্তর গুলো। আর এই উন্নয়নের লক্ষ্যে মঙ্গলবার দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার নরেন্দ্রপুরের জয় হিন্দ অডিটোরিয়ামে প্রায় সাড়ে পাঁচশো উদ্যোগপতিদের নিয়ে আয়োজিত সিনার্জি কনক্লেভে এই অর্থ বিনিয়োগ হলে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ৩০ হাজার মানুষের কর্মসংস্থান হবে বলে দাবি করা হয়েছে। নবান্ন থেকে জারি করা এক বিবৃতিতে আজকের কনক্লেভে জেলায় শিল্পের পরিকাঠামোর উন্নযনে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে বলে জানান হয়েছে। চলতি অর্থবছরের গত ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত জেলায় বিভিন্ন ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প সংস্থাকে ৫ হাজার ৭০৭ কোটি টাকা ব্যাংক ঋণ দেওয়া হয়েছে বলে দাবি করা হয়েছে। গত কয়েক মাসে জেলার ৮৮০ টি সংস্থাকে বিধিবদ্ধ ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে। বানতলা চর্মনগরীর পরিকাঠামোর উন্নয়নে বেশ কিছু পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। এদিনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়, লঘু, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ ও বস্ত্র দপ্তরের মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা, পরিবহন দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী দিলীপ মন্ডল সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। সিনার্জি এমন একটি উদ্যোগ যেখানে জেলায় জেলায় উদ্যোগপতিদের কাছে রাজ্য সরকার পৌঁছে যাচ্ছেন তাদের সমস্যা গুলো জানতে। এই ইভেন্টে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তর, ব্যাংক এবং আর্থিক পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থা, সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবেন ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগীদের প্রতি। আর এদিনের অনুষ্ঠানে বহু উদ্যোগপতি অংশ নেন।

'নার্ভের সমস্যা' য় হৈমন্তী! দু-এক দিনেই সামনে আসবে, দাবি গোপালের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৮ ফেব্রুয়ারি ঃ হৈমন্তী অসুস্থ। যা চলছে সব দেখে নার্ভের সমস্যা হয়েছে। লোকের মাধ্যমে খবর পাঠিয়েছি। দু একদিনের মধ্যে ও সামনে আসবে, এদিন এমনটাই দাবি করলেন গোপাল দলপতি। মঙ্গলবার দিল্লির এক বিখ্যাত হনুমান মন্দিরে পুজো দিলেন গোপাল দলপতি। এদিন তিনি আরও বলেন, সবার মঙ্গল কামনা করি। শত্রু বা মিত্র কে আমার ক্ষতি চায় জানি না। আমি কারো ক্ষতি চাই না। তিনি বলেন, 'আমি এবং হৈমন্তী একটি বেসরকারি সংস্থার মালিক। সেই সংস্থার ১২ হাজার টাকা রয়েছে।' কোথায় আছেন রহস্যময়ী? হৈমন্তীকে ঘিরে বেড়েই চলেছে রহস্য। যদিও বৃদ্ধ মায়ের দাবি, হৈমন্তীকে ফাঁসানো হয়েছে, ঠিক সময়ই সামনে আসবেন তাঁর মেয়ে। এরপরেই নিয়োগ দুর্নীতিতে হৈমন্তীর ভূমিকা নিয়ে কাঁটাছেড়া শুরু হয়। শনিবারই হৈমন্তীকে নিদোর্ষ বলে দাবি করেন গোপাল দলপতি। তাঁর অভিযোগ, তদন্তকারীদের বিভ্রান্ত করতেই হৈমন্তীর নাম ভাসিয়ে দিয়েছেন কুন্তল। হাওড়ার উত্তর বাকসারার কাঠুরিয়া পাড়ায়, তাঁর বাড়ির সামনে জমতে থাকে ভিড়। হৈমন্তী অবশ্য বাড়িতে নেই। সংবাদমাধ্যমের সামনে তাঁর বৃদ্ধ মায়ের দাবি, হৈমন্তী সম্পূর্ণ নির্দোষ। ঠিক সময়ই সামনে আসবেন। হৈমন্তীর মায়ের আরও দাবি, সিনেমা-সিরিয়ালে অভিনয় করেই পেট চালান তাঁর মেয়ে। গোপাল দলপতির কাছ থেকে হৈমন্তী সরে আসতে চেলেছিলেন বলেও দাবি করেন বৃদ্ধা। প্রসঙ্গত, কয়েকটি বাংলা ছবিতে ছোটখাট চরিত্রে দেখা গিয়েছে। আবার নেতাদের সঙ্গে তাঁর সেলফিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ঘুরপাক খাচ্ছে। কিন্তু কোথায় আছেন হৈমন্তী গঙ্গোপাধ্যায়? নিয়োগ দুর্নীতিতে তাঁর ভূমিকাই বা কী? সবদিক থেকেই রহস্য বাড়ছে, রহস্যময়ী হৈমন্তীকে ঘিরে। তারই মধ্যে এমন বিস্ফোরক দাবি করলেন গোপাল।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কংগ্রেসের দু'দিন ব্যাপী উদ্‌যাপন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৮ ফেব্রুয়ারি ঃ বিজ্ঞানের প্রথম সারির একগুচ্ছ দিক নির্দেশকদের উপস্থিতিতে মঙ্গলবার কলকাতায় অনুষ্ঠিত হল ৩০ তম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কংগ্রেসের দু'দিন ব্যাপী উদযাপনের প্রথম দিন। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিভিন্ন স্তরের সর্বশেষ গবেষণার নানা ফসল, ভবিষ্যতের সম্ভাব্য পথরেখা নিয়ে বলেন নানা ক্ষেত্রের তারকা বিজ্ঞানী। জাতীয় বিজ্ঞান দিবসের উদ্দেশ্য বিজ্ঞানের সার্বিক প্রসার। বর্তমান অস্থিরতার সময়ে সবাই আমরা বিজ্ঞানের শরণাপন্ন। বিজ্ঞান আমাদের চেতনা ও মননে। আজ ইন্টারনেটের দৌলতে গোটা বিশ্ব হাতের মুঠোয় চলে এসেছে। বিশ্বায়নের ফলে গোটা দুনিয়া আজ তোলপাড়। বিশ্বের হাল-হকিকত সংবাদ অল্প সময়ের মধ্যেই আমরা জানতে পারি, বিজ্ঞানের হাত ধরে। এই পরিস্থিতিতে মঙ্গলবার বিশেষজ্ঞদের আর্জি, বিজ্ঞানকে আরও জনকল্যাণমুখী উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে হবে। মাতৃভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞান শিক্ষা ও বিজ্ঞানচর্চার বিষয়ে আরও অগ্রাধিকার দিতে হবে। মানুষকে আরও বিজ্ঞানমনস্ক করে তুলতে হবে। একটা সময় গোটা উপমহাদেশে দীর্ঘকাল ধরে বিজ্ঞান সাধনার পথ দেখিয়েছে এই বাংলা। বোস ইন্সটিট্যুটের অধিকর্তা অধ্যাপক ডঃ উদয় বন্দ্যোপাধ্যায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বলেন, সত্যেন বসু বলতেন, যিনি বাংলায় বিজ্ঞান বলতে পারেন না, তিনি হয় বাংলা বোঝেন না। বা, বিজ্ঞান বোঝেন না। দেশবিদেশের বিভিন্ন ভাষা তিনি জানতেন। কিন্তু অনুভব করতেন, মাতৃভাষায় সহজ করে বিজ্ঞানকে পরিবেশন না করলে বিষয়টার যথার্থ রূপ দেওয়া মুসকিল। জগদীশ চন্দ্র বসু 'কচুরিপানার উপকারিতা'র মত সহজ বিষয় নিয়ে বাংলায় আলোচনাসভা করতেন। উদয়বাবু বলেন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির মধ্যে কেউ কেউ হয়ত বিভেদের অস্তিত্ব খোঁজেন। কিন্তু আসলে একই বৃন্তে একাধিক রূপ। এ দুয়ের সুষম সমন্বয়েই সমাজ প্রকৃত উপকার পাবে। ভগিনী নিবেদিতাও এই সরল সত্যের কথা জানিয়েছিলেন। আর, বিজ্ঞানের পরিসরটাও তো অনেক বড়। সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা, ৭০ কিলোর একটি মানুষের চরিত্র এবং ভাবনার কেন্দ্রে রয়েছে মাত্র ৯০০ মিলিগ্রাম ডিএনএ। কিভাবে মন খারাপ হলে দেহে 'সেরাম' তৈরি হয়। এই জৈব শক্তি কিভাবে, কতটা আমাদের প্রভাবিত করে- বিস্মিত হতে হয় তার বিশদ জানলে। সবচেয়ে বড় কথা, আমাদের 'মাইটোকেন' আমরা পাই মায়ের কাছ থেকে। তাই মহিলাদের বিশেষ সম্মান করবেন। রাজ্যের বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও জৈবপ্রযুক্তি দফতরের মন্ত্রী উজ্জ্বল বিশ্বাস বলেন, এটা ঠিক, বিজ্ঞান হোক মাতৃভাষায়। এই বিশেষ বিষয়টা আমরা এবারের শিরোনাম করব ঠিক করেছিলাম। রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, আলোকের এই ঝরনাধারায় ধুইয়ে দাও। বিজ্ঞানের সঙ্গে শিল্পের ভাবনার এই সুষম মিলন। বিজ্ঞানের সঠিক প্রসারই আমাদের ভবিষ্যতের পথের দিশারি হতে পারে। কয়লা, পেট্রোল প্রভৃতির ভাঁড়ার ফুরিয়ে আসছে। তাই আমাদের আরও বেশি সচেতন হতে হবে। দুঃখের ব্যাপার, উন্নত দেশগুলোর তুলনায় ভারতের গবেষণা ও উন্নয়নখাতে সরকারি বরাদ্দের হার অত্যন্ত কম। এর মধ্যেও বলব, যে যা তৈরি করবেন নিজস্বতা (পেটেন্ট) নিয়ে নেবেন। তাহলে অধিকার পেয়ে যাবেন। আমরা চাই এই পেটেন্টের মাধ্যমে 'এন্ট্রিপ্রিনিওরশিপ' নিক। জিআই সার্টিফিকেটের মত গবেষকরা গুরুত্ব সহকারে প্রচার করুন। যাতে সমাজ আপনার উন্মেষের সুফল পায়। কেন্দ্রীয় সরকারের ভেরিয়েবেল এনার্জির অধিকর্তা অধ্যাপক ডঃ সুমিত সোম উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বলেন, দূষণ আমাদের মাথাব্যথার একটা বড় কারণ। ভারতে কোনও তাপবিদ্যুৎকেন্দ্রে প্রতি ঘন্টায় এক গিগাওয়াট বিদ্যু উৎপাদনে প্রায় এক হাজার টন কার্বন ডাই অক্সাইড তৈরি হয়। এদেশে ৪১০ গিগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব। প্রতি ঘন্টায় দশমিক দুই মিলিয়ন কার্বন ডাই অক্সাইড তৈরি হয়। মাত্রাটা সাঙ্ঘাতিক রকমের বেশি। সে তুলনায় পারমানবিক চুল্লিতে অনেক বেশি গ্রিন হাউস গ্যাস পাওয়া যায়। তেজস্ক্রিয় বিকিরণ হয় যৎসামান্য। নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা নিলে বিবদের কোনও আশঙ্কা থাকে না। ১৯৫৬ সালে ভারতে প্রথম পরমাণু চুল্লি চালু হয়েছিল। তার পর থেকে উল্লেখযোগ্য কোনও দুর্ঘটনা হয় নি। আমাদের এসব খতিয়ে দেখতে হবে। কিছু লোকের মধ্যে আতঙ্ক রয়েছে। সুচিন্তিতভাবে এগোনো দরকার। রেডিও আইসোটোপের গুরুত্ব ক্যান্সারের চিকিৎসায় উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রকের বিভাগীয় প্রধান দেবপ্রিয় দত্ত বলেন, বাংলা বরাবরই বিজ্ঞানচর্চা ও গবেষনার পথপ্রদর্শক। এখনও দেশের রাজ্যভিত্তিক 'ইনোভেশন ইনডেক্স'-এর তালিকায় বাংলা গড়ের চেয়ে অনেকটা এগিয়ে। এই রাজ্যে ৪৭ টি গবেষনা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৯ টি 'জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ' মর্যাদা পেয়েছে। তবে, একটা বড় জনগোষ্ঠী বিজ্ঞানের সুফল সেভাবে পাননি। সবার কাছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সুফল পৌঁছে দিতে পারলে তবেই আমরা সার্থক হব। মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের ইএনটি বিভাগের প্রধান, অধ্যাপক ডঃ সুদীপ দাসকে এদিন সম্বর্ধনা জানানো হয়। মন্ত্রী উজ্জ্বল বিশ্বাস বলেন, চিকিৎসকরা সীমিত ক্ষমতার মধ্যেও যদি ব্যবহারিক ক্ষেত্রে তাঁদের উন্মেষের প্রকাশ করেন, সমাজ তার সুফল পাবে। সুদীপবাবু বলেন, বাচ্চারা কোনও জিনিস গিলে ফেললে সময় বিশেষে বড্ড জটিলতা দেখা যায়। সে রকম মুসকিল আসানের পথ নির্দেশ করে তিনি রোগীদের সহায়ক হওয়ার চেষ্টা করেছেন। এদিন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রারম্ভিক ভাষণ দেন উদ্যোক্তা দফতরের প্রধান সচিব হৃদেশ মোহন। তিনি জানান, মঙ্গল ও বুধ- এই দু'দিনে ১২টি অধিবেশনে ১৬০টি গবেষণাপত্র পাঠ হবে। বিভিন্ন নামী সংস্থার শিক্ষক, গবেষক, শিক্ষার্থীরা চর্চা করবেন সম্ভাবনাময় নানা বিষয় নিয়ে। অনুষ্ঠানে পিসি মহালানবীশ স্মারক বক্তৃতা দেন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী 'পদ্মশ্রী', 'জাতীয় বিজ্ঞান চেয়ার'-এর অধিকারী ডঃ শঙ্কর কুমার পাল। তাঁর আলোচনার বিষয় 'মেশিন এনকারেজমেন্ট অ্যান্ড ডেটা সায়েন্স'। স্মারক বক্তৃতা থাকছে জগদীশ চন্দ্র বসু, শান্তিস্বরূপ ভাটনগরের মত বিশিষ্ট কিছু বিজ্ঞানীর নামেও। মঞ্চে সমবেত অতিথিরা সি ভি রমনের প্রতিকৃতীতে মালা দেন। তাঁদের স্বাগত জানান রাজ্যের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দফতরের যুগ্ম সচিব শ্রাবনী ধর। অনুষ্ঠানের শুরুতে বিজ্ঞান দিবসের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন অনুষ্ঠানের সংযোজক সতীনাথ চট্টোপাধ্যায়। মঙ্গলপ্রদীপ প্রজ্বলনের সময় তিনি পরিবেশন করেন উপনিষদের স্তোত্রের একাংশ। অতিথিদের উপহারের মধ্যে ছিল লোকশিল্পের অনন্য নিদর্শন ডোকরার তৈরি সরস্বতী মূর্তি ও ঘরে রাখার উপযোগী চারা। প্রসঙ্গত, প্রসিদ্ধ ভারতীয় পদার্থবিজ্ঞানী চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রামন-এর 'রামন এফেক্ট'-এর আবিষ্কারের সম্মানে ১৯৮৭ সাল থেকে ভারতে প্রতি বছর ২৮ ফেব্রুয়ারি জাতীয় বিজ্ঞান দিবস সাড়ম্বরে পালিত হয়। ১৯২৮ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি ভারতীয় পদার্থবিজ্ঞানী চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রামন আবিষ্কার করেন 'রামন এফেক্ট। এর জন্য ১৯৩০ সালে পদার্থবিদ্যায় তিনি নোবেল পুরস্কার পান। জাতীয় বিজ্ঞান দিবসের জন্য প্রতি বছরেই নির্ধারিত হয় কোনও থিম। জাতীয় বিজ্ঞান দিবস ২০২৩ সালের থিম 'সর্বজনীন কল্যাণে বিশ্বব্যাপী বিজ্ঞান'। বিভিন্ন থিম বিগত বছরগুলোতে ছিল। দেশের বিভিন্ন শিক্ষামূলক, বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তিগত, মেডিকেল ও গবেষনা প্রতিষ্ঠানে প্রতি বছর জাতীয় বিজ্ঞান দিবস পালিত হয়। মানুষের কল্যাণে বিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা বিশদ ভাবে প্রতিফলিত হয় এই থিমে।

অনাস্থা আনাটা কোনও পরিণত মস্তিষ্কের কাজ নয়ঃ অধ্যক্ষ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৮ ফেব্রুয়ারি ঃ তাঁর বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনায় রাজ্য বিধানসভার অধ্যক্ষ্য বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় বিরোধী দলের রাজনৈতিক পরিপক্কতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। এদিন বিধানসভা ভবনে এক অনুষ্ঠানের শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে বিমানবাবু বলেন, সব অধ্যক্ষ্যের বিরুদ্ধেই পক্ষপাতের অভিযোগ ওঠে। তবে অনাস্থা আনাটা কোনও পরিণত মস্তিষ্কের কাজ বলে তিনি মনে করেন না। বিধানসভায় ওই প্রস্তাবের ওপর আলোচনা করে বিষয়টির স্থায়ী মীমাংসা প্রয়োজন বলে অধ্যক্ষ মনে করেন। উল্লেখ্য দলত্যাগ-বিরোধী আইন, বিরোধীদের সম্মান দেওয়া সহ একাধিক ইস্যুতে বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর আনা অনাস্থা প্রস্তাব আগামী ৬ তারিখ বিধানসভায় পেশ করা হবে। ওই প্রস্তাব পেশের পর বিজেপির তরফে অন্তত ৩০ জন উপস্থিত বিধায়কের সম্মতি ক্রমে ওই প্রস্তাবের ওপর অধিবেশনে আলোচনা হবে কি- না সে ব্যপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে ।

অস্বস্তি বাড়ছে তিলোত্তমায়

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৮ ফেব্রুয়ারি ঃ কলকাতার তাপমাত্রা ঊর্ধ্বমুখীই, গরম ও আর্দ্রতায় বা।ছে অস্বস্তিও। দিনের বেলায় গুমোট গরমে জেরবার কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলার মানুষজন। আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রে খবর, কলকাতা এবং পার্শ্ববর্তী জেলাগুলিতে মার্চ মাসেই রেকর্ড তাপমাত্রা ছুঁতে পারে। আগামী কিছুদিন সকালের দিকে মেঘাচ্ছন্ন থাকবে আকাশ। মঙ্গলবার সকালেও এমনই আবহাওয়া ছিল কলকাতা ও শহরতলিতে। তাপমাত্রার ওঠানামা লেগেই রয়েছে, তবে এই মুহূর্তে দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই। মঙ্গলবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৩.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ৪ ডিগ্রি বেশি। এদিন তিলোত্তমার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা থাকতে পারে ৩১.০ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আগামী কয়েকদিন সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩০ ডিগ্রির আশেপাশেই থাকবে বলে জানিয়েছেন আবহাওয়াবিদরা। সকালের দিকে মেঘলা আকাশ দেখা গেলেও বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃ রোদের তাপ বাড়বে। থাকবে আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি।

বালিতে গৃহস্থের বাড়িতে দুঃসাহসিক চুরি, তদন্তে পুলিশ

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২৮ ফেব্রুয়ারি ঃ দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা ঘটল বালির ১৪ নম্বর পি.কে.গাঙ্গুলী রোডের একটি বাড়িতে। মঙ্গলবার ভোর চারটে নাগাদ ছাদের দরজা ভেঙে তিনটি আলমারি থেকে সোনা ও রুপোর গয়না, নগদ টাকা সহ বহুমূল্য সামগ্রী মিলিয়ে আনুমানিক প্রায় ৪ লক্ষ টাকার উপর চুরি হয় বলে জানা গেছে। ঘটনার তদন্তে নেমেছে বালি থানার পুলিশ। সিসিটিভি ফুটেজও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পরিবারের সদস্যা সংযুক্তা দাস বলেন, এতো বছর এখানে বসবাস করছি এরকম ঘটনা আগে কখনো ঘটেনি। বাইরে বেড়াতে গিয়ে থাকলে জানতাম যে চুরি হয়েছে। কিন্তু ঘরে থাকা সত্ত্বেও এইরকমভাবে চুরি হয়েছে ভাবতে পারছি না। আমি অনেক রাত অবধি জেগে থাকি। ভোরের দিকে ঘুমাই। গতকালও প্রায় ভোর চারটে অবধি জেগে ছিলাম। তারপরে একটু ঘুমিয়েছি। তখনই ওই ঘটনা ঘটে। আমার স্বামী এসে আমাকে জানান যে ঘরের সব আলমারি খোলা। সমস্ত জিনিস চুরি হয়ে গেছে। লকার খোলা ছিল। আলমারি খোলা ছিল। সেখান থেকে আমার প্রায় ৭ ভরির মতো সোনা ও রুপোর গয়না এবং বেশ কিছু নগদ টাকা সমস্ত চুরি হয়েছে। প্রায় আনুমানিক সাড়ে তিন থেকে চার লাখ টাকার মত জিনিস চুরি গেছে। রুপোর কয়েন চুরি গেছে। ছাদের দরজা ভাঙা ছিল। সেখান দিয়েই দুষ্কৃতিরা ঘরে ঢুকেছিল। আমি কিছুই টের পাইনি। আমার ঘুম খুব সজাগ। কিন্তু কিছুই বুঝতে পারিনি। আমরা পুলিশের খবর দিই। পুলিশ আসে। এমন ঘটনায় আমরা আতঙ্কিত। একপ্রকার নিশব্দে লুটপাট চালিয়ে পালিয়ে যায় চোরেরা। সকলে ঘুমিয়ে থাকায় কেউ কিছু টের পায়নি। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, এই এলাকায় এরকম ঘটনা এর আগে ঘটেনি। এখনও পর্যন্ত কাউকে ধরা যায়নি। তদন্তে পুলিশ।

কলকাতা পৌরসভার তরফ থেকে নাট্যকার গিরিশ ঘোষের জন্মদিন উপলক্ষ্যে নাট্যকার এর মূর্তিতে মাল্যদান করেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মন্ত্রী শশী পাঁজা, বরো ১এর চেয়ারম্যান তরুণ সাহা, পৌরপ্রতিনিধি বাপী ঘোষ ও পূজা পাঁজা এবং অন্যান্য বিশিষ্ট জনেরা।

পুলিশের সাহায্যে বাড়িতে ফেলে আসা এডমিট কার্ড নিয়ে এসে সময়ে পরীক্ষায় দিল ছাত্রী

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ২৮ ফেব্রুয়ারি ঃ ব্যান্ডেল লিচু বাগানে বাসিন্দা হুগলি গার্লস স্কুলের ছাত্রী তনিষ্ঠা কুন্ডু মাধ্যমিক দিচ্ছে চুঁচুড়া কাপাসডাঙ্গার সতীন সেন উচ্চ বিদ্যালয়ে। আজ জীবন বিজ্ঞান পরীক্ষার দিন সে এডমিট কার্ড বাড়িতে ফেলে পরীক্ষা কেন্দ্রে চলে আসে । পরীক্ষা কেন্দ্রে ঢুকতে গিয়ে দেখে ব্যাগে এডমিট নেই। ঘাবড়ে গিয়ে কান্না জুড়ে দেয় ছাত্রী। পরীক্ষা কেন্দ্রের সামনে দায়িত্বে থাকা চুঁচুড়া থানার এএসআই হিমাদ্রি চক্রবর্তী এগিয়ে আসেন। এক মুহূর্ত দেরী না করে ছাত্রীকে নিয়ে বাইকে চাপিয়ে তার বা।তিতে রওনা দেন। এডমিট নিয়ে ছাত্রীকে সঠিক সময়ে কাপাসডাঙ্গা সতীন সেন স্কুলে পরীক্ষা কেন্দ্রে পৌঁছে দেন। পুলিশ কর্মীর তৎপরতায় ওই ছাত্রী সময়ে পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ পেলেন। হিমাদ্রী চক্রবর্তী বলেন, পরীক্ষার্থী এডমিট আনতে ভুলে গিয়েছিল। পরীক্ষা দিতে সমস্যা হত। জানতে পেরে বাইকে চাপিয়ে ওর বাড়ি গিয়ে এডমিট এনে দিলাম। তখন কোনো অটো বা টোটো পাওয়া যায় স্কুলের সামনে।

গেমিং অ্যাপ খুলে প্রতারণা, সাতসকালেই ভবানীপুরে ইডির হানা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৮ ফেব্রুয়ারি ঃ অনলাইন গেমিং অ্যাপ খুলে প্রতারণার তদন্ত মঙ্গলবার ফের মাঠে নামল ইডি। মঙ্গলবার সকাল থেকেই ভবানীপুরে অঙ্কিত সাহু নামে একজনের বাড়িতে হানা দিয়েছে ইডি। চলছে তল্লাশি। ই-নাগেটস গেমিং অ্যাপের নামে অঙ্কিতের অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে ক্রিপ্টো কারেন্সিতে লেনদেনের হদিস পাওয়া গিয়েছে বলে খবর। মঙ্গলবার সকাল সতাটা নাগাদ সল্টলেকের সিজিও কমপ্লেক্স থেকে বের হন ইডি আধিকারিকরা। সাড়ে সাতটা নাগাদ তাঁরা পৌঁছে যান ভবানীপুরে অঙ্কিত সাহুর বাড়িতে। মনে করিয়ে দেওয়া যেতে পারে গার্ডেনরিচের আমির খান নামে একজনের বিরুদ্ধে অনলাইন গেমেই অ্যাপ খুলে প্রতারণার অভিযোগ উঠেছিল। উদ্ধার হয় ১৭ কোটি টাকা। এছাড়াও ১৩ কোটি টাকার ক্রিপ্টো কারেন্সিও উদ্ধার হয়। সেই টাকার লেনদেন উঠে এসেছে অঙ্কিত সাহুর নাম। প্রায় সাড়ে তিনশো ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে লেনদেন হয় বিপুল ওই টাকা। ইডি সূত্রে খবর অঙ্কিত সাহু ও তার বাবা মনোজ সাহুর বেশকিছু ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ও ক্রিপ্টোকারেন্সি অ্যাকাউন্ট ছিল। সেইসব অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে টাকা লেনদেন হয়েছে। এনিয়েই চলছে জিজ্ঞাসাবাদ। এখনও পর্যন্ত কিছু উদ্ধার হয়েছে কিনা তা এখনও জানা যাচ্ছে না। বাবা-মা ও বোনের সঙ্গে থাকে অঙ্কিত। তাদের সবাইকেই জেরা করা হচ্ছে। কলকাতার পার্ক স্ট্রিট থানায় একটি প্রতারণার অভিযোগ দায়ের হয় আমির খানের বিরুদ্ধে। সেই মামলার তদন্ত করতে গিয়েই গার্ডেনরিচে আমিরের বাড়িতে হানা দেয় ইডি। ই নাগেটস নামে একটি গেমিং অ্যাপের মাধ্যমে বহু লোককে প্রতারণার অভিযোগ ছিল আমির ও তার একাধিক সাঙ্গপাঙ্গর বিরুদ্ধে। শেষপর্যন্ত আমিরকে উত্তরপ্রদেশের গাজিয়াবাদ থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়।

মুম্বাই ও গুয়াহাটি একমুখী স্পেশাল ট্রেন

মালিগাঁও, ২৮ ফেব্রুয়ারি ঃ উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের পক্ষ থেকে নিজের অধিক্ষেত্রের অধীনে কিছু ট্রেনের সময়সূচি সংশোধন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। এই জোনের অন্যান্য ট্রেনের চলাচল উন্নত করে তোলার জন্য ১৫৯০৮ নং নাহরলগুন-তিনসুকিয়া ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস, ১৫৯০৩ নং ডিব্রুগড়-চণ্ডীগড় ও ১৫৯৩৩ নং নিউ তিনসুকিয়া- অমৃতসর এক্সপ্রেসের সময় সংশোধন করা হয়েছে। এর পাশাপাশি ১৫৭৭০ লামডিং-আলিপুরদুয়ার জংশন ইন্টারসিটি এক্সপ্রেসের সময়সূচিও সংশোধন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে, ১ মার্চ, ২৩ তারিখে ছত্রপতি শিবাজী টার্মিনাস ও গুয়াহাটির মধ্যে একটি একমুখী স্পেশাল ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। বিশদ বিবরণ নিম্নরূপ ঃ রঙিয়া ও তিনসুকিয়া ডিভিশনের অধীনে ২৭ ফেব্রুয়ারি থেকে সংশোধিত সময়সূচি সহ সপ্তাহে ৫ দিন করে চলছে ১৫৯০৮ নং নাহরলগুন-তিনসুকিয়া ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস। এই ট্রেনটি সংশোধিত সময়সূচি সহ নাহললগুন থেকে ০৬.০০ ঘণ্টায় রওনা দিয়ে তিনসুকিয়া পৌঁছায় ১১.০০ ঘণ্টায়। ট্রেনটির সময়সূচি হারমতি, নর্থ লখিমপুর, বগিনদী, গোগামুখ, বরদলনি, ধেমাজি, ডিব্রুগড় ও নিউ তিনসুকিয়া স্টেশনেও পরিবর্তন করা হয়েছে। ১৫৯০৭ নং. তিনসুকিয়া-নাহরলগুন ইন্টারসিটি এক্সপ্রেসের সময় অপরিবর্তিত থাকবে। লামডিং, রঙিয়া ও আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের অধীনে ২৮ ফেব্রুয়ারি থেকে সংশোধিত সময়সূচি সহ ১৫৭৭০ নং. লামডিং-আলিপুরদুয়ার জংশন (দৈনিক) ইন্টারসিটি এক্সপ্রেসের চলা শুরু হয়েছে। এই ট্রেনটি সংশোধিত সময়সূচি সহ লামডিং থেকে ১৫.৩০ ঘণ্টায় রওনা দিয়ে কামাখ্যা পৌঁছায় ১৯.৩০ ঘণ্টায়। ট্রেনটির সময়সূচি লংকা, হোজাই, যমুনামুখ, কামপুর, চাপরমুখ, জাগীরোড, ডিগারু ও গুয়াহাটি স্টেশনেও পরিবর্তন করা হয়েছে। এই ট্রেনটির সময়সূচি কামাখ্যা থেকে আলিপুরদুয়ার জংশন পর্যন্ত অপরিবর্তিত থাকবে। ১৫৯৩৩ নং. নিউ তিনসুকিয়া জংশন-অমৃতসর (সাপ্তাহিক) এক্সপ্রেস ও ১৫৯০৩ নং. ডিব্রুগড়-চণ্ডীগড় (দ্বি-সাপ্তাহিক) এক্সপ্রেস ট্রেন দুটি যথাক্রমে ২৮ ফেব্রুয়ারি ও ৩ মার্চ, ২০২৩ তারিখ থেকে সংশোধিত সময় সহ চলবে। ডিব্রুগড় থেকে ১৫৯০৩ নং. ট্রেনটির রওনা দেওয়ার সময় পরিবর্তন করে ০৯.২০ ঘণ্টা করা হয়েছে। উভয় ট্রেনের সময়সূচি নিউ তিনসুকিয়া, সিমলুগুড়ি, মরিয়নি, ফরকাটিং, ডিমাপুর, ডিফু, লামডিং ও গুয়াহাটি স্টেশনেও পরিবর্তন করা হয়েছে। গুয়াহাটির বাইরের সময়ের পাশাপাশি ইন্টার-জোনাল সময়সূচি অপরিবর্তিত থাকবে। এছাড়াও, ১ মার্চ, ২৩ তারিখে স্পেশাল ট্রেন নং. ০১৪৯০ ছত্রপতি শিবাজী টার্মিনাস থেকে ০০.৩০ ঘণ্টায় রওনা দিয়ে গুয়াহাটিতে ৩ মার্চ, ২০২৩ তারিখে ০৫.৩০ ঘণ্টায় পৌঁছবে। যাত্রীদের আসনের জন্য স্পেশাল ট্রেনটিতে এসি ৩-টিয়ার, স্লিপার ক্লাস ও জেনারেল সেকেন্ড ক্লাস সহ মোট ১৯টি কামরা থাকবে। ওয়েটিং লিস্টের যাত্রীরা এই সুযোগ গ্রহণ করতে পারবেন। এই ট্রেনগুলির স্টপেজ ও সময়সূচির বিশদ বিবরণ আইআরসিটিসি ওয়েবসাইট ও এনটিইএস-এর মাধ্যমে পাওয়া যাবে এবং বিভিন্ন খবরের কাগজ ও উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের সোসিয়াল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মেও অধিসূচিত করা হয়েছে। যাত্রার করার পূর্বে বিশদ বিবরণগুলি দেখে নেওয়ার জন্য যাত্রীদের অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

২৮ বর্ষ, দৈনিক ৯০ সংখ্যা, বুধবার, ১৬ ফাগুন, ১৪২৯

আর্থিক বৃদ্ধি

সম্পাদকীয়

করোনা অতিমারী পার হয়ে গিয়েছে। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ এখনও চলছে। বিশ্ব অর্থনীতিতে লেগেছে বিশাল ধাক্কা। যদিও সেই ধাক্কা খানিকটা সামলে নিয়েছে বেশ কিছু উন্নত দেশ। কিন্তু ভারত। সেই নিয়েই প্রশ্ন উঠছে। তারা কি পেরেছে সেই ধাক্কা সামলে নিতে। উত্তরটা এখনও ঠিক মতো পাওয়া যায়নি। কারণ ভারতের বাজারের দিকে তাকালেই যে দৃশ্য দেখা যাচ্ছে, তা বলা মতো নয়। কারণ যেদিকেই তাকানো যায় সেই দিকেই মূল্যবৃদ্ধির ছবি। মুদ্রাস্ফীতির এহেন হাঁসফাঁস অবস্থার মধ্যে আদানি কাণ্ড কেন্দ্রের দিকে সরাসরি আঙ্গুল তুলে দিচ্ছে।

মোদিজি বা অমিত শাহজি যে সুনামটি অর্জন করার চেষ্টা করেছিল, এই আদানি কাণ্ড তা মাটিতে মিশিয়ে দিল। বর্তমানে অর্থনীতি পরিচালনার ক্ষেত্রে বারত সরকারের অবস্থা কি হচ্ছে তা তারাই ভালো করে বলতে পারবেন। গত রবিবারই বড় আশঙ্কার কথা শুনিয়ে ছিলেন রিজার্ভ ব্যাংকের মনিটারি পলিসি কমিটির সদস্য জয়ন্ত আর বর্মা। তিনি দাবি করছিলেন, ভারতের আর্থিক বৃদ্ধি এই মুহূর্তে এতটাই নড়বড়ে যে আগামী বছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা পূরণ নাও হতে পারে বা হওয়া নিয়েও সংশয় রয়েছে। তাঁর আশঙ্কা, চলতি বছর ভারতের মুদ্রাস্ফীতির হার উপরের দিকেই থাকবে। তবে আগামী বছর সেটা অনেকটাই কমবে। অর্থাৎ আগামী বছর মূল্যবৃদ্ধির মার থেকে সামান্য স্বস্তি পেতে পারে দেশবাসী। যদিও সেটাকে বিশেষ ভাল লক্ষণ বলে মনে করছেন না রিজার্ভ ব্যাংকের মনিটারি পলিসি কমিটির সদস্য। তিনি জানিয়েছেন, ইএমআইয়ের চাপে সাধারণ নাগরিকের হাতে টাকার পরিমাণ কমা শুরু করবে। ফলে বাজারে চাহিদা কমবে। সেটাই মুদ্রাস্ফীতি হ্রাসের কারণ হবে। রিজার্ভ ব্যাংকের নীতি নির্ধারক কমিটির অন্যতম সদস্যের দাবি, ভারতের আর্থিক বৃদ্ধি বেশ ভঙ্গুর। মনে হচ্ছে না যে আমাদের যে পরিমাণ বৃদ্ধি প্রয়োজন সেটা এবার অর্জন করা সম্ভব হবে। তিনি দাবি করেন, সুদের হার বৃদ্ধি, মুদ্রাস্ফীতির হার, এবং একাধিক চ্যালেঞ্জের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বৃদ্ধির হার বজায় রাখাটা বেশ কঠিন হবে দেশের জন্য। উল্লেখ্য, চলতি বছর রিজার্ভ ব্যাংক ৭ শতাংশ হারে জিডিপি বৃদ্ধির পূর্বাভাস পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু আর্থিক সমীক্ষা বলা হয়েছিল, সরকার সেই লক্ষ্যপূরণে ব্যর্থ। দেশের আর্থিক বৃদ্ধির হার চলতি বছর হতে পারে ৬.৫ শতাংশ। অর্থাৎ চলতি বছরও লক্ষ্যপূরণ হয়নি। আগামী বছর রিজার্ভ ব্যাংক এমনিই কমিয়ে ৬.৪ শতাংশ করেছে। সেটাও যদি পূরণ না হয়, তাহলে সেটা ভারতের অর্থনীতির জন্য স্বস্তির খবর হবে কি না তা এখনই বলা যাচ্ছে না। তবে সবটাই নির্ভর করছেসময়ের ওপর। পৃথিবীজুড়ে যখন বলা হচ্ছে, মুদ্রাস্ফীতি অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে চলে এসেছে, তখন ভারতে জিনিসপত্রের দাম কমার কোনও লক্ষণ ছিল, তা কমেনি। প্রাথমিকভাবে কেন্দ্রের তরফে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছিল মালয়েশিয়ায় পাম তেলের দাম বাড়ার জন্যই ভারতের বাজারে প্রভাব পড়ছে। এরপর অজুহাত দেওয়া হল রাশিয়া'ইউক্রেন যুদ্ধের। বলা হল, ইউক্রেন থেকে সরবরাহ বন্ধ হওয়াতেই দেশে সাদা তেলের দাম কমানো যাচ্ছে না। ইদানীং, সাদা তেলের দাম লিটার'প্রতি ১৩০ থেকে ১৫০ টাকার মধ্যে ঘোরাফেরা করছে। এই দাম'ই বাজারে স্থায়ী হয়ে গেল বলে মনে করা হচ্ছে। অথচ, করোনাকালে বাজারে সাদা তেলের দাম ৭০ থেকে ৮০ টাকার মধ্যে ছিল। দাম বেড়ে গিয়েছে চালের। গত ৩ বছরে যে কোনও চালের দামই গড়ে অন্তত কেজিতে ১০-১৫ টাকা করে বেড়েছে। ডাল, চিনির দামও ঊর্ধ্বমুখী। চালের মতোই ভয়াবহ বেড়েছে আটার দাম। রেশনে দেশের এক বিরাট অংশের মানুষকে বিনামূল্যে পর্যাপ্ত চাল'গম দেওয়া হলেও খোলা বাজারে কেন চাল ও আটার দাম নিয়মিত বাড়ছে, তার কোনও সদুত্তর নেই। খাদ্যপণ্যর সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য যেকোনও প্রয়োজনীয় স্টেশনারি সামগ্রীর দাম গত দু'তিন বছরে ইউনিট'প্রতি ১০ থেকে ২০ টাকা বেড়েছে।

আদানি ইস্যুতে পথে কংগ্রেস

আদানি প্রশ্নে এবার পথে নামতে চলেছে জাতীয় কংগ্রেস। কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে দেশজোড়া আন্দোলনের কর্মসূচি কংগ্রেসের। রায়পুরে দলের ৮৫তম পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনের শেষ দিনে ওই কর্মসূচির কথা জানিয়ে ছিলেন স্বয়ং রাহুল গান্ধী। রাজ্যে রাজ্যে অনুষ্ঠিত ওই বিক্ষোভ সমাবেশে দলের সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে, প্রাক্তন সভাপতি রাহুল গান্ধীসহ কেন্দ্রীয় নেতারা অংশ নেবেন। তবে কি কংগ্রেস ২৪-র লোকসভা নির্বাচনের ইস্যু তৈরী করে ফেলেছে। কারণ তারা এই ভাবেই নানা ইস্যু নিয়ে বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াই করার পরিকল্পনা করছে। প্রশ্ন হচ্ছে, কংগ্রেস যাই করুক না কেন, দেশের মানুষ কি কংগ্রেসকে সেই ভাবো চান। এর উত্তর কিন্তু কোনও নেতার কাছেই নেই। তবে এটা বলতে বাধ্য হচ্ছি, কংগ্রেস পুরানো রাজনৈতিক দল হিসাবে এখনও মানুষের মনে জায়গা করে রেখেছে। কিন্তু সাম্প্রতিক কিছু ঘটনা এমন ভাবে বিরোধিরা সামনে তুলে ধরছে যে কংগ্রেসের পক্ষে সেই ঘটনার ব্যাখ্যা দিতে পারছে না। ফলে তাদের হারতে হচ্ছে। কেউ কেউ বলছেন, কংগ্রেসের মধ্যে এমন কোনও নেতা নেই যাকে সামনে রেখে কংগ্রেস এগিয়ে যাবে। সেক্ষেত্রে রাহুল গান্ধীর নাম বললেই কিছু লোক এগিয়ে আসে কিছু লোক পিছিয়ে যান। এই পরিস্থিতিতে কংগ্রেস মনে করছে, আদানিকে হাতিয়ার করে প্রধানমন্ত্রীকে সরাসরি রাজনৈতিক আক্রমণ হানা হবে উপযুক্ত সিদ্ধান্ত। রায়পুরের মহা অধিবেশনে রাহুলের ভাষণও ছিল আদানি ও মোদিময়। তিনি স্পষ্ট বলেছেন, মোদি ও আদানি এক। এই আখ্যানকেই অন্যতম প্রধান নির্বাচনী ইস্যু করতে চাইছে কংগ্রেস। আদানি ইস্যুকে কংগ্রেস জিইয়ে রাখতে চাইছে, কারণ, তারা মনে করছে এর মধ্যে দিয়ে 'মোদি'আদানি অনৈতিক অর্থনৈতিক সম্পর্কের পর্দাফাঁস' করা সম্ভবপর। লোকসভায় রাহুল গান্ধী যেসব প্রশ্ন রেখেছিলেন, সেসব প্রশ্ন এই আন্দোলনে কংগ্রেস তুলে ধরবে। যদিও সভার কার্যবিবরণী থেকে অধিকাংশ প্রশ্ন বাদ দেওয়া হয়েছে। এর মধ্য দিয়ে কংগ্রেস প্রমাণ করতে চাইবে, আদানি গোষ্ঠীর জন্য প্রধানমন্ত্রী মোদি তাঁর পদমর্যাদার অপব্যবহার করেছেন।

অনুকূলচন্দ্র ঠাকুরের অমৃত বাণী

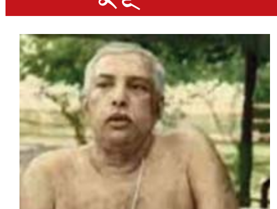

যে শাশুড়ী মা সে কিন্তু তোমার অর্ধেক অঙ্গের মা অর্থাৎ তুমি আর তোমার স্বামী দুজনে মিলে কিন্তু পূর্ণাঙ্গ। আর মা মানেই জগত জননী সর্বেসর্বা। বৌমা আসলে তার আস্তে আস্তে কর্তৃত্ব হরায়, আবার ছেলেকে হারানোর ভয় থাকে।

রামকৃষ্ণদেবের কথামৃত

সমানের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। পিছনে পড়ে থাকা চলবে না। সাহসের ওপরে ভর করে এগিয়ে গিয়ে কাজ করতে হবে। উন্নত মানের কাজ করতে হবে। তবেই বিকাশ লাভ করা সম্ভব। কর্ম করে যেতে হবে। কর্মের সঙ্গে কোনও রকমভাবে আপোষ করা চলবে না। যতদিন বাঁচি ততদিন কাজ করি। এটাই লক্ষ্য হওয়া উচিত। সেটা করতে পেরেছিল বলেই আজকে বেলুড় মঠ সারা বিশ্বে জনপ্রিয়তা লাভ করতে সক্ষম হয়েছে। মানব সেবার উৎকৃষ্ট উদাহরণ হচ্ছে স্বামী বিবেকানন্দ। তিনি বিশ্ববাসীকে সেবার মন্ত্রে দীক্ষিত করতে পেরেছিলেন। প্রকৃত শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। পারদর্শিতা অর্জন করতে হবে। কোনও একটি বিশেষ বিষয়ের মধ্যে থাকা একেবারে চলবে না। সব বিষয়ে পারদর্শিতা অর্জন করতে হবে। যিনি তা হতে পারবেন তিনি নিষ্ঠাবান শিক্ষায় শিক্ষিত হবেন। মনের শক্তি দিয়ে লাভ করতে হবে। সামাজিক শক্তিকে সবল করতে হবে। পারিবারিক শক্তির বিকাশ ঘটাতে হবে। মাতৃশক্তির পূর্ণ বিকাশ এই সময়ে দেখতে পাওয়া সম্ভব হয়েছে।

বাংলাদেশে অমর একুশে বইমেলা

শ্যামল সান্যাল ঢাকা, বাংলাদেশ ঃ' বাংলাদেশে বইমেলা তিন বছর পর ভাষার মাসের প্রথম দিনে শুরু হওয়া বইমেলার উদ্বোধনী দিনটা কিছুটা এলোমেলো হলেও দ্বিতীয় দিন থেকে পূর্ণ প্রস্তুতিতে জমে ওঠে বইমেলা। এবারের মেলার আয়োজন নিয়ে পুরোপুরি সন্তুষ্ট সকলেই। প্রকাশক, বিক্রয়কর্মী, লেখক, পাঠক ও দর্শনার্থীরা। তারা বলছেন, পরিপূর্ণ গোছানো মেলা, দর্শকের পদচারণয় মুখোবিত বইমেলা এত সুন্দর আগে কখনও হয়নি। গ্রন্থরাজ্যের প্রকাশক রাজিব দত্ত বললেন, 'অন্য যেকোনও সময়ের চাইতে এবারের বইমেলা ছিল গোছানো ও সুবিন্যস্ত। গত দুই মেলার চেয়ে এবার লোক সমাগমও ভালো ছিলো।বই বিক্রিও হয়েছে ভালো।লেখক উজ্জ্বল জিসান বলেন, 'বলতে দ্বিধা নেই এবারের বইমেলা আগের যেকোনও মেলার চাইতে ভালো ছিল। সব কিছু সুন্দর ও গোছানো ছিল। এর আগে কখনো এমন দেখা যায়নি।'অনন্যা প্রকাশের বিক্রয়কর্মী নাহিদ হাসন বলেন, 'আমি গত চার বছর ধরে বইমেলায় কাজ করছি। কিন্তু এমন সুন্দর মেলা এবারই প্রথম। আশা করছি আগামীতে আরও ভালো হবে।' ঢাকাআজিমপুর থেকে মেলায় আসা শাহরিয়ার কবির বলেন, 'এবারের বইমেলা সত্যিই সুন্দর ছিল সব মিলিয়ে। ধুলোবালি, ময়লা আবর্জনা এবার দেখতে হয়নি। তাছাড়াও এবার মেলার অন্যতম সৌন্দর্য ছিল দর্শনার্থীদের বসার ব্যবস্থা। সামনে মেলা আরও সুন্দর হবে এটাই সবার প্রত্যাশা।''এমন বইমেলা আগে কখনও হয়নি'নতুন বই২৭ ফেব্রুয়ারি মেলায় নতুন বই এসেছে ১৫৫টি। এরমধ্যে গল্পের বই ১০টি, উপন্যাস ২৭, প্রবন্ধ ১৫, কবিতা ৬৮, গবেষণা ১, ছড়া ২, শিশুসাহিত্য ১, জীবনী ৩, মুক্তিযুদ্ধ ৩, নাটক ১, বিজ্ঞান ১, ভ্রমণ ১, ইতিহাস ১, চিকিৎসা ১, বঙ্গবন্ধু ২, অনুবাদ ২ এবং অন্যান্য ১৬টি।আলোচনা অনুষ্ঠানদুপরে বইমেলার মূল মঞ্চে অনুষ্ঠিত হয় স্থানীয় সাহিত্যের বৈভব ও জেলা সাহিত্যমেলা শীর্ষক আলোচনা অনুষ্ঠান। প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন সাইমন জাকারিয়া। আলোচনায় অংশ নেন মুন্সি আবু সাইফ, সাহেদ মন্তাজ এবং মুহাম্মদ মোজাম্মেল হক। সভাপতিত্ব করেন কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেন।প্রবন্ধ উপস্থাপনকালে সাইমন জাকারিয়া বলেন, 'বাংলাদেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতির বহুমাত্রিক ধারা'উপধারা ছড়িয়ে. ছিটিয়ে. রয়েছে বাংলাদেশে। কিন্তু ঢাকার বাইরে চর্চিত সাহিত্যের সৃষ্টিশীল বৈভবকে পর্যবেক্ষণ ও সংকলন করার প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ গ্রহন অতীতে কখনও গৃহীত হয়নি। সাহিত্য স্রষ্টাদের সৃষ্টিকর্মকে মূল্যায়ন ছাড়া সামগ্রিকভাবে দেশের সাহিত্যের ইতিহাস রচনা করা সম্ভব নয়। এসব দৃষ্টিভঙ্গিকে সামনে নিয়েই বাংলা একাডেমি জেলা সাহিত্যমেলার রূপরেখা প্রণয়ন করে এবং তা সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বাংলাদশের প্রতিটি অঞ্চলের জেলা প্রশাসনকে প্রেরণ করে।'আলোচকবৃন্দ বলেন, সাহিত্য মানুষের মনের কথা বলে। স্বাধীন জাতি হিসেবে বিশ্বের দরবারের বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে হলে আমাদের ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে তুলে ধরতে হবে। এ জন্য জেলা সাহিত্যমেলা বিশেষ ভূমিকা পালন করতে পারে। জেলা সাহিত্যমেলায় অংশ নিয়ে স্থানীয় লেখক, সাহিত্যিকগণ নিজেদের মধ্যে আন্তঃসংযোগ স্থাপন করতে পারেন। এর মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ে সাহিত্য উপকরণাদি সংরক্ষণের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। জেলা সাহিত্যমেলার নিয়মিত আয়োজন দেশের শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চাকে বেগবান করবে।সভাপতির বক্তব্যে সেলিনা হোসেন বলেন, 'আঞ্চলিকতাকে অবলম্বন করেই বাংলা সাহিত্য সমৃদ্ধ হয়েছে। তাই স্থানীয় সাহিত্যকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে তুলে আনার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। এ লক্ষ্যে আয়োজিত বাংলাদেশের সাহিত্যমেলা আমাদের সাহিত্যের দিগন্ত প্রসারিত করবে।''এত সুন্দর বইমেলা পূর্বে কখনও হয়নি' দর্শক ওলেখকরা বলেছেন অনুষ্ঠানে নিজেদের নতুন বই নিযে.আলোচনা করেন সোহেল আমিন বাবু, হরষিত বালা, আসাদুজ্জামান, আসাদ, মাহফুজা অনন্যা এবং মোহাম্মদ আলমগীর আলম।সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে কবিতা পাঠ করেন মালেক মাহমুদ, সালাউদ্দিন বাদল, শাহ মোহাম্মদ সানাউল হক এবং আলমগীর আলম।

ভক্তভৈরব গিরিশ চন্দ্র ঘোষের ১৭৭তম জন্মদিনে বিনম্র শ্রদ্ধা

বিশেষ প্রতিবেদক ঃ গিরিশ ঘোষের জীবনে শ্রীমায়ের 'আবির্ভাব' অলৌকিক পথে, শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে সাক্ষাতের আগে। যুবক গিরিশ তখন বিসূচিকা রোগে আক্রান্ত। প্রাণ সংশয়। সেই অবস্থায় একদিন তিনি স্বপ্ন দেখলেন এক অপরূপ মাতৃমূর্তি মহাপ্রসাদ এনে তাঁর মুখে দিয়ে বললেন, 'খাও'। তার পরনে লাল কস্তাপেড়ে শাড়ি, দেহে অপার্থিব জ্যোতি, আর মুখে অপূর্ব স্নেহ। প্রসাদ খেতে খেতে ঘুম ভেঙ্গে গেল ।কিন্তু তখনও মুখে প্রসাদের স্বাদ লেগে আছে। দেবীমূর্তির ছবিও মনে গেঁথে গেছে। এরপর ধীরে ধীরে গিরিশ সুস্থ হয়ে উঠলেন ।তাঁর জীবনে নানা পরিবর্তন হল। এতদিন ধরে নিজের উপরে জোর করে নাস্তিকতার একটা আবরণ চাপিয়ে রেখেছিলেন। এর আগে দেবীমূর্তিকে কুঠারাঘাতে খণ্ড খণ্ড করতে তাঁর বাধেনি, শিবলিঙ্গ কে কলুষিত করে পরীক্ষা করেছেন সত্যিই শিব কুপিত হন কিনা। কিন্তু এই ঘটনার পর তাঁর দেব ভক্তি ফিরে এল । এরপর 'চৈতন্যলীলা' নাটক রচনা ও মঞ্চস্থ করেন তিনি। সারা বাংলা ভক্তিরসে আলোড়িত হয় এবং এই নাটকের সূত্রেই শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে পরিচয় হয়ে তাঁর জীবনের ধারা পাল্টে যায় ।শ্রীরামকৃষ্ণের চরণে আত্মসমর্পণ করেন তিনি। ঠাকুর সব ভার নেন। তাঁর ভক্তি বিশ্বাসের প্রশংসা করে বলেন- ওর পাঁচ সিকে পাঁচ আনা ভক্তি ।শ্রীমার চরণস্পর্শ ও তাঁর শ্রীমুখ দর্শন করবার আগেই গিরিশ চন্দ্র ঘোষ মাকে জগজ্জননী হিসেবে ভক্তি করতে শুরু করেছিলেন। ১৮৯০ খ্রীস্টাব্দের শেষ ভাগ। মা আছেন বরানগরের একটি বাড়িতে। গিরিশ তাঁর দ্বিতীয়

পক্ষের শিশুপুত্রকে নিয়ে সেই বাড়িতে এসেছেন। সেখানে এসেই পুত্রটি মাকে দেখবার জন্য ব্যাকুল হল। সে আগেও মাকে দেখেছে, কিন্তু গিরিশ দেখেননি। হাবেভাবে সে উঃ উঃ করে দোতলায় শ্রীমা যে ঘরে আছেন সেই ঘরটা দেখাতে লাগল । জনৈক সেবক তাকে উপরে নিয়ে গেলে সে মায়ের চরণতলে প্রণাম করল এবং নীচে নেমে বাবাকেও উপরে নিয়ে যাবার জন্য হাত ধরে টানতে লাগল।গিরিশ ঘোষ উচ্চৈঃস্বরে কেঁদে উঠে বললেন 'ওরে, আমি মাকে দেখতে যাব কি আমি যে মহাপাপী।'শিশুটি কিন্তু ছাড়ল না ।তখন তাকে কোলে করে চোখের জলে ভাসতে ভাসতে গিরিশ উপরে গেলেন এবং মায়ের পদতলে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করে বললেন 'মা এ হতেই(পুত্রটির জন্যই) তোমার শ্রীচরণদর্শন হল আমার।'সেদিন চরণস্পর্শ করলেও, মাতৃমুখ দর্শন করতে পারেননি তিনি। কারন, লজ্জাশীলা মা ঘোমটায় সারা মুখ ঢেকে রাখতেন। মাতৃমুখ দর্শন করতে পেরেছিলেন আরও পরে ১৮৯১ খ্রীস্টাব্দে , জয়রামবাটীতে ।জয়রামবাটী পৌঁছে গিরিশ প্রথমে স্নান করলেন , তারপর আদ্রবস্ত্রে চললেন মাকে প্রণাম করতে। শ্রীমায়ের চরণে মস্তক স্পর্শ করে প্রণাম করে যেই তিনি উপরে তাকিয়ে ছেন, দেখলেন মায়ের মুখ থেকে ঘোমটা সরে গেছে। মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে তিনি চমকে বলে উঠলেন, মা তুমি!এই সেই মাতৃমূর্তি যিনি বহুপূর্বে স্বপ্নে তাঁকে দেখা দিয়েছিলেন। তিনি বুঝলেন, এই দেবীই তাঁকে সতত রক্ষা করে আসছেন। তবুও মায়ের মুখে সত্যতা জানার জন্য বাইরে এসে আরেকজনকে দিয়ে মাকে জিজ্ঞাসা করে পাঠালেন সত্যিই মা তাঁকে আগে কখনও ঐভাবে দর্শন দিয়েছেন কিনা । মা স্বীকার করলেন ।এরপরে মাকে একদিন গিরিশ ঘোষ জিজ্ঞাসা করেছিলেনঃ 'তুমি কিরকম মা?' মা এক অপূর্ব উত্তর দিয়েছিলেন'আমি সত্যিকারের মা গুরুপত্নী নয়, পাতানো মা নয়, কথার কথা মা নয়- সত্য জননী

মেঘালয়ে ১২-১৩টি আসন পেতে পারে তৃণমূল কংগ্রেস

বিশেষ প্রতিবেদক ঃ মেঘালয়ে এবার আসন লাভ করতে চলছে তৃণমূল কংগ্রেস। বুধ ফেরত রিপোর্টেই সেই সংবাদ উঠে আসছে। এদিকে শোনা গিয়েছে, মেগালয়ের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সরাসরি সবচেয়ে বেশি আসন পেতে পারে কনরাড সাংমার এনপিপি। তবে সরকার গঠনের সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবে না তারা। তাই এই পরিস্থিতিতে অন্য দলের সঙ্গে জোট বেঁধে সরকার গঠনের বার্তা দিলেন

বলেছেন, তাঁর দল এনপিপি রাজ্যের উন্নতির স্বার্থে যেকোনও দলের সঙ্গেই জোট বেঁধে সরকার গড়া যেতে পারে। ভোট শেষ হওয়ার পরেই তাঁর এই ইঙ্গিতবাহী বার্তা ভাবিয়ে তুলেছে সকলকে। তিনি বলেছেন, স্থিতিশীল সরকার থাকলে তবেই রাজ্যের উন্নতি হবে, তাঁর দল স্থিতিশীল সরকারই গঠন করতে চায়। তিনি এও বলেছেন, জাতীয় পর্যায়ে মেঘালয়কে আরও প্রাসঙ্গিক করে তুলবে যে দল, তার সঙ্গে জোটে আপত্তি থাকবে না। তা সে যে দলই হোক ।বুথ ফেরত সমীক্ষা থেকে জানা গিয়েছে, মেঘালয় বিধানসভা নির্বাচনে ত্রিশঙ্কু ফল হতে চলেছে। দল হিসাবে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। তবে কোন দলের সঙ্গে জোট করবেন, তা নিয়ে অবশ্য স্পষ্ট করে তিনি কিছু বলেন নি ।সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে সাংমা জানান, গতবারের তুলনায় আমাদের আসন সংখ্যা খানিকটা বেড়েছে। তবে আমরা যদি একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পাই, তাহলে অন্যান্য দলগুলির সঙ্গে কথা বলব। যদি কোনও দল মেঘালয়ের দাবিকে জাতীয় স্তরে পৌঁছে দিতে পারে, তাহলে আমাদের সঙ্গে জোটের পথ খোলা রইল। রাজ্যের স্বার্থে যেটা সবচেয়ে ভাল, আমরা সেই পথেই হাঁটব। কনরাড-র এই বক্তব্যে এটা স্পষ্টা যে তাঁর দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবে না। তারা হয় বিজেপি না হয় তৃমমূলের সঙ্গে গাঁট ছড়া বাধবে। তবে এক্ষেত্রে তৃণমূলের সঙ্গে যদি জোট নাও হয়, তারা বিধানসভায় বিরোধি দল হিসাবে সরব হবে। তবে এটা প্রমাণ হয়ে যাবে যে তৃণমূলও সর্ব ভারতীয় দল হিসাবে বিজেপির সঙ্গে টক্কর দিতে প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছে। মেঘালয়ের সাধারণ মানুষ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে যে বিশ্বাস করেছেন বা করতে চলেছেন, এটাই বড় কথা। কারণ বিজেপির সিবিআই ইডির ভয় দেখিয়ে যে ভাবে সব জায়গায় ক্ষমতা লাভ করার চেষ্টা করছে, তাতে প্রতিবাদ তৃণমূলই করছে। তাই তাদেরকে সামলিয়ে চলছে বিজেপি এটা স্পষ্ট ।কনরাড সাংমার এই বক্তব্যের পরে জল্পনা শুরু হয়েছে, তবে কি পুরনো জোটসঙ্গী বিজেপির সাহায্যেই সরকার গড়তে চলেছে এনপিপি? সমীক্ষা বলছে ১৮ থেকে ২৪টি আসন পেতে পারে কনরাড সাংমার দল। গেরুয়া শিবিরের দখলে যেতে পারে ৩ থেকে ৬টি আসন। অন্যদিকে, প্রথমবার মেঘালয়ে লড়তে নেমে ১১ থেকে ১৩টি আসন পেতে পারে তৃণমূল কংগ্রেসও। সেক্ষেত্রে সরকার গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে ঘাসফুল শিবিরও। আর যদি তৃণমূল কংগ্রেস এনপিপি-র সঙ্গে জোট করে তবে তো কথাই নেই। বিজেপির বিরোধি আসনে। তৃণমূল কংগ্রেস মেঘালয়ে কোনও দিনই বিজেপিকে দাঁত ফোটাতে দেবে না।

ত্রিপুরা-নাগাল্যান্ডে বিরোধিদের পরাস্ত করে গেরুয়া ঝড়ের সম্ভবনা

বিশেষ প্রতিবেদক ঃ বিজেপি ক্ষমতায় থাকার জন্য যা করার করেছে, সাধারণ মানুষ তাদের ভোট দেয়নি। তার ভোট জোর করে আদায় করে নিয়ে। সমস্ত বিরোধিদেরই প্রথম থেকে এই অভিযোগ ছিল। যা বর্তমানেও রয়েছে বলে শোন গিয়েছে। এখানে এসে সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলে জানতে পারা গিয়েছে, এবারও বিজেপি তথা এনডিএ জোট এখানে ক্ষমতায় আসবে। বিশেষ করে ত্রিপুরায়। যে সমীক্ষা যাই বলুক না কেন, কংগ্রেস মনে করছে, তাদের জোটের কাছে পরাজয় না হলেও বিপযস্ত হবে গেরুয়া শিবির। সেই ভাবে আসন তারা পাবে না। তৃণমূলের লোকজন বলছে, তারা সাধারণ মানুষের রায়কেই বেশি বিশ্বাস করে, তারা তাদের চাইলে ভোট দেবেন। জানা গিয়েছে, ত্রিপুরা ও নাগাল্যান্ডে আবারও ক্ষমতায় ফিরতে চলেছে বিজেপি। বুথ ফেরত সমীক্ষায় দুই রাজ্যেই গেরুয়া ঝড়ের কথা শোনা যাচ্ছে। মেঘালয়েও সবেচেয়ে বেশি আসন জিতবে শাসক দল এনপিপি, এমনটাই বলছে সমীক্ষা। তবে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেতে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের সম্ভাবনা রয়েছে মেঘালয়ে। প্রথমবার লড়তে নেমেই সেরাজ্যে খাতা খুলতে পারে তৃণমূলও। সমীক্ষায় বলছে, এক দফা নির্বাচনে ৮১ শতাংশ ভোট পড়েছিল ত্রিপুরায়। এখানে ঝড় তুলে ক্ষমতায় ফিরতে চলেছে বিজেপি। এনডিটিভির সমীক্ষা বলছে এককভাবেই ত্রিপুরার ৩৫টি আসন জিতবে গেরুয়া শিবির। অ্যাক্সিস মাই ইন্ডিয়ার সমীক্ষাতেও ৪০ আসন রয়েছে বিজেপি জোটের পক্ষে। ত্রিপুরার ৩১টি আসন জিতবে এনডিএ জোট,

বলছে অন্য এক সমীক্ষা। জোট বেঁধে লড়লেও ত্রিপুরায় ক্ষমতা দখল করতে পারবে না বাম-কংগ্রেস। বেশ কয়েকটি আসন জিতলেও সংখ্যা গরিষ্ঠতা পাবে না তিপ্রা মথা। নাগাল্যান্ডেও ফের ক্ষমতায় ফিরতে চলেছে এনডিএ জোট। ভোটের আগেই একটি আসনে জিতেছিল বিজেপি। সমীক্ষা বলছে, বিজেপি ও এনডিপিপি জোটের দখলে যাবে ৪৪টি আসন। মোট ৩৯টি আসন জিতবে এনডিএ জোট, এমনটাই দাবি সমীক্ষায়। ৪৩টি আসন জিতে ক্ষমতা দখল করবে এনডিএ জোট, সেরকমই ইঙ্গিত দিয়েছে সমীক্ষা।তবে ত্রিপুরা বা নাগাল্যান্ডে কে শেষ হাসি হাসবে তা এখনই বলা যাচ্ছে না। কারণ মানুষের মন বুঝতে পারা এত সোজা বলে মনে হয় না। তাই আর কিছুদিন অপেক্ষা করতেই হবে। তারপরেই সব ফলাফল চোখের সামনে চলে আসবে। বিজেপি কি অন্য কোনও দলের হাতে ক্ষমতা থাকে বা যায় কিনা তা জানা যাবে। ত্রিপুরায় যে সিপিএম ও কংগ্রেস জোট জিততে পারবে না তা স্পষ্ট। কারণ সেই ভাবে দেখলে ত্রিপুরায় কংগ্রেসের সংগঠন খুবই নড়বড়ে। যদিও সিপিএম তা নয়, তবুও বিজেপি যে ভাবে তাদের কোণ ঠাসা করে রাখার পরিকল্পনা করেছে, তা থেকে বেড়িয়ে আসা মুশকিল। তৃমমূল সেখানে মাটি কামড়ে পরে রয়েছে, তাদের দলের সংগঠন মজবুত করার লক্ষ্যে। তাই এই নির্বাচনে তেমন আসন না পেলেও পরের নির্বাচনে তারা সেখানে গেরুয়াকে থাকবে দেবে কিনা তা নিয়ে এখনই প্রশ্ন উঠছে।

ধার মেটাতে আরও প্রায় ৩ হাজার ৩১৫ কোটি টাকা ধার করতে চাইছে আদানি গোষ্ঠী

বিশেষ প্রতিবেদক ঃ বেশ কিছুদিন ধরেই আদানি গোষ্ঠীর ঋন নেওয়ার কথা সকলের সামনে চলে এসেছিল। সকলেই মনে করেছিলেন, এও বোধহয় দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাবেন। সেই মতো সব রাস্তাই বন্ধ করে রাখারও পরিকল্পনা করার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কিন্তু না সেই পথে তারা হাঁটেন নি। তারা ধার মেটাতে নাকি আরও প্রায় ৩ হাজার ৩১৫ কোটি টাকা ধার করতে চাইছে। গতকালই এক রিপোর্টে প্রকাশ্যে এসেছে একমাসে ১২ লক্ষ কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে আদানি গোষ্ঠীর। কোনও ভারতীয় সংস্থার মূলধনে এমন ধস নজিরবিহীন। এর জন্য অস্ট্রেলিয়ায় থাকা কারমাইকেল খনি বন্ধক রাখার কথা ভাবছে গৌতম আদানির সংস্থা।

এক তথ্য অনুযায়ী জানতে পারা গিয়েছে, অস্ট্রেলিয়ার ওই কয়লাখনি বন্ধক রেখে ঋণ নিতে চলেছে আদানি গোষ্ঠী। সেই টাকায় বাজারের ধার মেটাবে তারা। ধার মেটাতে ধার করার এই পদ্ধতি আদানি গোষ্ঠীর জন্য আরও বিপজ্জনক হতে পারে, এটা তারা বোধহয় একবারও বাবছেন না। প্রতিবেদন অনুযায়ী, ইতিমধ্যে ঋণদাতা সংস্থার থেকে সদার্থক বার্তা পেয়েছে গৌতম আদানির সংস্থা। তবে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে হিন্ডেনবার্গের বিতর্কিত রিপোর্ট। জানা গিয়েছে, ক্ষতিয়ে দেখা হচ্ছে শিল্প গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগগুলি কতটা সত্যি। তার পরেই মিলবে ঋণ। গত ২৪ জানুয়ারি পর্যন্ত শেয়ার বাজারে আদানি গোষ্ঠীর নথিভুক্ত সংস্থাগুলির মূলধন ছিল ১৯ লক্ষ কোটি টাকা। এর পরেই আমেরিকার আর্থিক পর্যবেক্ষক সংস্থা হিন্ডেনবার্গের রিপোর্ট সামনে আসে। যা অস্বীকার করে আদানি গোষ্ঠী। তথাপি ১৯ লক্ষ কোটি থেকে ৭.২ লক্ষ কোটিতে এসে ঠেকেছে সংস্থার মূলধন। আদানি গোষ্ঠীর যে তিন সংস্থা সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, সেগুলি হল আদানি টোটাল গ্যাস, আদানি গ্রিন এনার্জি এবং আদানি ট্রান্সমিশন।

হিন্ডেনবার্গের রিপোর্টে আদানি গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে শেয়ার বাজারে কারচুপির অভিযোগ আনার পরেই সরব হয়েছিল কংগ্রেস'সহ বিরোধী দলগুলো। এই প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি নীরব থাকায় কটাক্ষ করে রাজনৈতিক দলগুলি। যদিও গেরুয়া শিবিরের দাবি, গোটাটাই ভারতের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র। এমন ডামাডোলের আবহে ক্রমশ 'গরিব' হচ্ছেন গৌতম আদানি। বিশ্বের ধনীতম ব্যক্তিদের তালিকায় যেমন নিচে নামছেন বিতর্কিত শিল্পপতি, তেমনই তাঁর সংস্থাগুলিরই সম্পদের পরিমাণ হুড়মুড় করে কমছে। বিজেপির এই কথা কোনও বিরোধী রাজনৈতিক দলই বিশ্বাস করে নি। তারা আদানি গোষ্ঠাকে সামনে রেখে মোদি তথা বিজেপিকে তুলধনা করার পক্ষ নিয়েছে। এখন দেখার বিষয় কি ভাবে আদানি গোষ্ঠীর ঝামেলা মেটে।

সাহাবুদ্দিন চুপ্পু একাধারে দলের দুর্দিনের সাথী, বৈরী সময়ের সাহসী কণ্ঠ

(শেষ অধ্যায়) পেশাগত ও রাজনৈতিক বর্ণাঢ্য ক্যারিয়ারমন্ডিত মো. সাহাবুদ্দিন চুপ্পুই শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশের পরবর্তী প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছন। এ ছিল অনেকের ধারণার বাইরে। ২১তম প্রেসিডেন্ট হিসেবে মো.আবদুল হামিদের মেয়াদ ঘনিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে পরবর্তী প্রেসিডেন্ট কে হতে পারেন এ নিয়ে চলে নানা জল্পনা'কল্পনা। প্রায় ২ মাস ধরে সংবাদমাধ্যমে ভেসে বেড়ায় বেশ কিছু নাম। কিন্তু সকল জল্পনা'কল্পনার অবসান ঘটে মনোনয়পত্র দাখিলের শেষ দিন ১২ ফেব্রুয়ারি। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে মনোনীত প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হিসেবে মনোনয়নপত্র জমা দেন দলের উপদেষ্টামন্ডলীর সদস্য মো. সাহাবুদ্দিন চুপ্পু। সঙ্গে ছিলেন দলের মহাসচিব এবং সড়ক যোগাযোগ ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের, দলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক, তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ। মনোনয়নপত্র দাখিলের সঙ্গে সঙ্গে পরবর্তী প্রেসিডেন্ট হিসেবে চাউর হয়ে যায় মো. সাহাবুদ্দিন চুপ্পুর নাম। আকস্মিক এই নামে আওয়ামী লীগের পদধারী নেতা, প্রেসিডিয়াম মেম্বার, কর্মকর্তা, সরকারের অবসরপ্রাপ্ত ও পদস্থ কর্মকর্তা, সাধারণ মানুষ, তথা দেশবাসী শুধু বিস্মিতই হয়েছেন। কারণ, প্রেসিডেন্ট পদের জন্য সম্ভাব্য প্রার্থীদের তালিকায় এই নামটি ছিল একেবারেই অনুচ্চারিত। সাধারণের ভাবনারও অতীত অথচ স্বনামধন্য সুযোগ্য এই ব্যক্তিত্বকে প্রেসিডেন্ট পদে মনোনয়ন দিয়ে প্রধানমন্ত্রী যেন রীতিমতো চমক দেখালেন। ভুল প্রমাণিত হলো সবার জল্পনা'কল্পনা। কয়েক ধরেই বিষয়টি ছিল 'টক অব দ্য কান্ট্রি। মো. সাহাবুদ্দিন চুপ্পু প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ায় বিচার, আইনাঙ্গনে ও সাংবাদিক মহলে বইছে উচ্ছাস। রাজনৈতিক অঙ্গনেও যেন এসেছে স্বস্তি। দীর্ঘ কর্মজীবনে তিনি যেসব দফতরে দায়িত্ব পালন করেছেন সেসব ক্ষেত্রে বইছে আনন্দের বন্যা। তবে বহুল আলোচিত হলেও রাষ্ট্রপ্রধানের এই পদটিতে ব্যক্তিকে বেছে নেয়ায় প্রশাসনের একটি অংশে লক্ষ করা গেছে হতাশা। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের লক্ষণীয় হয়ে ওঠে প্রশাসন ক্যাডারদের বিরস বদন। সর্ব সাধারণের মধ্যে নিজ জেলা পাবনায় দেখা দেয় মিষ্টির সঙ্কট। বঙ্গভবন তাদের হতে যাচ্ছে এমনই আনন্দে উদ্বেলিত রাষ্ট্রপতির নিজ এলাকায়পাবনার মানুষ। কারণ, পাবনার প্রতিটি অঞ্চলে রয়েছে তার পদচিহ্ন। শৈশব রাজনীতি করেছেন। ছিলেন বঙ্গবন্ধুর একনিষ্ঠকর্মী। শিক্ষাজীবনে করেছেন সাংবাদিকতা। বহুল প্রচারিত দৈনিক বাংলার বাণীতে জেলা সংবাদদাতা হিসেবে সুনাম ছিল বলিষ্ঠ ভাবে কাজ করেছেন। সাংবাদিকদের যে কোন সমস্যা তিনি সমাধান করেছে। সাংবাদিকদের জন্য প্রতিষ্ঠা করেছেন পাবনা প্রেসক্লাব। রাজনীতির পাশাপাশি সম্পৃক্ত ছিলেন সামাজিক, সাংস্কৃতিক সংগঠনের সঙ্গে। ছিলেন অনেক সংবাদমাধ্যমের উপদেষ্টা। নিবেদিত ছিলেন সমাজ সেবা মূলক নানা কর্মে। এসব কারণে সবার কাছেই তিনি 'নিজেদের লোক'।সর্বমহলের অলোচনায় ঘুরেফিরে এ প্রশ্নই উঁকি দিয়েছে যে, কোন্ বিবেচনায় বেছে নেয়া হলো রাজনৈতিক অথচ বিচার বিভাগীয় এই ব্যক্তিত্বকে? এ প্রশ্নে অনেকে যার যার মতো খুঁজছেন উত্তর। তবে প্রায় সব আলোচনার উপসংহার মিলিত হয়েছে এক মোহনায়। তা হলো'চলমান রাজনৈতিক উত্তাপ, আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন, সমূহ রাজনৈতিক সঙ্কট, টানাপড়েন, সাংবিধানিক জটিলতা, বিরোধী দলের তত্বাবধায়ক সরকারের দাবিতে আঃদালন, আশঙ্কিত সংঘাত, উদ্ভূত যে কোনো পরিস্থিতিতে করণীয়। এসব বিষয়কে মাথায় নিলে এমন একজন ব্যক্তিকে প্রেসিডেন্ট পদে প্রয়োজন তার সবকিছুই সামাল দেয়ার পরিপক্বতা, দক্ষতা ও যোগ্যতা রয়েছে। এ বিবেচনায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মনোনয়ন শতভাগ যথার্থ। বিষয়টি অনেকের কাছে এমনও মনে হচ্ছে যে, এ ধরনের পরিস্থিতির প্রয়োজনেই যেন মো. সাহাবুদ্দিন চুপ্পুকে প্রধানমন্ত্রী তৈরি করে রেখেছিলেন।

তৃণমূলের ধর্ণা

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ২৮ ফেব্রুয়ারি ঃ উত্তরবঙ্গের চা বলয়ের শ্রমিকদের প্রাভিডেন্ট ফাণ্ড সমস্যা সমাধানের দাবিতে পুণরায় উত্তরবঙ্গের সমস্ত বিজেপি বিধায়ক ও সাংসদের ঘরের সামনে ধর্ণা অবস্থান কর্মসূচি নিল তৃণমূল। আগামী ১ মার্চ থেকে ৬ মার্চ এই ছয়দিন তৃণমূলের কর্মসূচি চলবে। সাতদিন লাগাতার বিজেপি বিধায়ক ও সাংসদের বাড়ির সামনে এই ধর্ণা কর্মসূচি চলবে বলে জানিয়েছে তৃণমূল নেতৃত্ব। এর পূর্বে গত ২৭ জানুয়ারি থেকে ৫ ফেব্রুয়ারি বিজেপি বিধায়ক ও সাংসদদের ঘর ঘেরাও কর্মসূচি করা হয়েছিল তৃণমূলের পক্ষ থেকে চা বাগানের শ্রমিকদের প্রাভিডেন্ট ফাণ্ড সমস্যা সমাধানের দাবিতে। এই বিষয়ে তৃণমূল চা শ্রমিক ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় সভাপতি বীরেন্দ্র ওরাঁও জানান, চা বাগানের শ্রমিকদের প্রাভিডেন্ট ফাণ্ড একটা বড় সমস্যা। এছাড়া আধার সমস্যা আছে, এই বিষয়ে বিজেপি জনপ্রতিনিধিরা কিছু করছেন না। প্রাভিডেন্ট ফাণ্ড দপ্তর কেন্দ্রীয় সরকারের কিন্তু বিজেপি বিধায়ক ও সাংসদরা এই নিয়ে কোনো আওয়াজ তুলছেন না, সেজন্য এই ধর্ণা কর্মসূচি। ওপরদিকে এই বিষয়ে বিজেপি কুমারগ্রামের বিধায়ক মনোজ কুমার ওরাঁও জানান, তৃণমূলের কোনো কর্মসূচি নেই। তাই তারা এসমস্ত তামাশা করা শুরু করেছে।

আক্রান্ত ২ কৃষক

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২৮ ফেব্রুয়ারি ঃ মানিকচকে ভুট্টার গাছ নষ্ট করার প্রতিবাদ করতে গিয়ে আক্রান্ত দুই কৃষক। ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র উত্তেজনার সৃষ্টি হয় মালদার মানিকচকের চৌকি মিরদাদপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের কালিন্দ্রী রাজনগর এলাকায়। ঘটনায় জখম অবস্থায় দুই কৃষক চিকিৎসাধীন মানিকচক গ্রামীন হাসপাতালে। ঘটনা প্রসঙ্গে জানা গেছে, সংশ্লিষ্ট এলাকায় ভুট্টার জমি রয়েছে স্থানীয় কৃষক ফিরন তাঁতি ও দিলীপ তাঁতির। ফিরন তাঁতি জমিতে কাজ করতে গিয়ে দেখেন তার ভুট্টার জমিতে বেশ কিছু যুবক ভুট্টার গাছ নষ্ট করছে। এরই প্রতিবাদ করেন কৃষক ফিরন তাঁতি, তখন বেশ কিছু যুবক পালিয়ে যায় এবং একজনকে ধরতে সক্ষম হন। পরবর্তীতে বাকি যুবকেরা দলবল মিলে লাঠি ও ধারালো হাঁসুয়া নিয়ে দুই কৃষকের উপর চড়াও হয়। যার ফলে দুই কৃষক সেখানেই বেধড়কভাবে মারধর করে বলে অভিযোগ। কোনক্রমে সেখান থেকে প্রাণে বেঁচে পালান দুই কৃষক। তারা বর্তমানে চিকিৎসাধীন রয়েছেন মানিকচক গ্রামীন হাসপাতালে। এই ঘটনার বিবরণ দিয়ে মানিকচক থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

অসুস্থ পরীক্ষার্থী

দুরন্ত বার্তা, ইটাহার, ২৮ ফেব্রুয়ারি ঃ চতুর্থ দিনের মাধ্যমিক পরীক্ষা চলাকালীন হঠাৎ অসুস্থ হয়ে মঙ্গলবার হাসপাতালে ভর্তি এক পরীক্ষার্থী। এদিন এমনি ঘটনা ঘটেছে উত্তর দিনাজপুর জেলার ইটাহার ব্লকের দিঘনা হাই স্কুলের। জানাযায়, ইটাহার ব্লকের চূড়ামণ প্রহ্লাদ চন্দ্র উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রী সাথী খাতুন। তার এই বছর মাধ্যমিকের সিট পরেছিল দিঘনা উচ্চ বিদ্যালয়ে। কিন্তু এদিন দুপুর ১২ টা নাগাদ মাধ্যমিকের জীবন বিজ্ঞান পরীক্ষা শুরু হবার কিছুক্ষন পর থেকে ওই ছাত্রী অসুস্থ বোধ করে। এরপর পরীক্ষাকেন্দ্রের স্বাস্থ্য কর্মীরা ওই ছাত্রীর শারীরিক অবস্থার অবনতি দেখে ইটাহার গ্রামীণ হাসপাতালে স্থানান্তর করেন। প্রশাসনের তরফে অসুস্থ ছাত্রীকে তড়িঘড়ি ইটাহার গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে আসে। প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছাত্রীর শারিরীক অবস্থা খনিকটা স্থিতিশীল হলে ইটাহার গ্রামীণ হাসপাতালে অসুস্থ ছাত্রীর বাকী সময়ের পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয় সরকারি পরীক্ষকদের উপস্থিতিতে।

গাছের তলায় ত্রিপলের ঘরে উচ্চ মাধ্যমিকের প্রস্তুতি নিচ্ছে কন্যাশ্রী

দুরন্ত বার্তা, পূর্ব বর্ধমান, ২৮ ফেব্রুয়ারি ঃ রাস্তার ধারে ঝুঁকে পড়েছে একটি শিশুগাছ। তার নীচে ত্রিপল টাঙানো। সেটাই হল মহুয়াদের বাড়ি। মহুয়া কন্যাশ্রী। প্রকল্পের ২৫ হাজার টাকাও পেয়েছে। কিন্তু মাথার উপর ছাদ জোটেনি এখনও। গলসির আটপাড়া গ্রামের তাদের বসতবাড়ি বলতে আট দশ ফুটের একটি ত্রিপল টাঙানো ঝুপড়ি। তার ভিতরে একটি চৌকিতে প্রতিদিনের খাওয়া-ঘুম আর পড়াশোনাও। এবার উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা দিচ্ছে মহুয়া চৌধুরী। চরম দারিদ্রের সঙ্গে লড়াই করেই চলছে তার প্রস্তুতি। চারবছর আগে আমফান ঝড়ে ভেঙে গিয়েছিল মহুয়াদের মাটির বাড়িটি। তখন থেকেই বাবা-মায়ের সঙ্গে গাছের নীচে আশ্রয় নিতে হয়েছে। ঘরের উত্তর দিকে খোলা আকাশের নীচে তিনবেলার রান্না হয়। বৃষ্টির নামলে সেটাও অসম্ভব হয়ে যায়। চূড়ান্ত হতাশায় নিজেদের জীবনটাকে গরু-ছাগলের সঙ্গে তুলনা করেন মহুয়া ও তার বাবা-মা। ঘর সামলান মহুয়ার মা রেখা বেগম। বাবা মান্নান চৌধুরী দিনমজুর। সপ্তাহে দু'দিন কাজ হয় তো পাঁচদিন বন্ধ। ফলে অভাব আর কিছুতেই পিছু ছাড়ে না তাদের। নুন আনতে পান্তা ফুরিয়ে যাওয়া সংসারে প্রতিদিন পেট ভরানোটাই চ্যালেঞ্জ। সেখানে ঘর তৈরি তো দিবাস্বপ্ন! তবুও স্বপ্ন দেখে মহুয়া। পড়াশোনা করে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার স্বপ্ন। তাই শত কষ্টের মধ্যেই পড়াশোনাটা ঠিক চালিয়ে যায়। মহুয়ার বাবা-মা জানান, স্থানীয় লোয়া রামগোপালপুর পঞ্চায়েত ও গলসি ১ নম্বর বিডিও অফিসে বারবার জানিয়েও কোনও সুরাহা হয়নি। তাঁদের প্রতিবেশীরা জানান, ভোটের আগে প্রতিশ্রুতি দিলেও পাশে দাঁড়াননি বিধায়ক থেকে ব্লক প্রশাসনের কেউ। তাই বছর ঘোরে, ভোট আসে, ভোট যায়। কিন্তু খোলা আকাশের নীচেই থেকে যেতে হয় মহুয়া আর তার বাবা-মাকে। ঘটনা শুনে পূর্ব বর্ধমানের জেলা পরিষদের সহ সভাধিপতি দেবু টুডু আশ্বাস দেন, তিনি বিষয়টা অবশ্যই খোঁজ নিয়ে দেখবেন। তিনি বলেন, আবাস যোজনায় কেন ওরা ঘর পেল না তা আমাকে জানতে হবে। আমি বিষয়টা খোঁজ নিয়ে দেখছি। যত দ্রুত সম্ভব ওদের ঘরের ব্যবস্থা করতে চেষ্টা করব।

দুই কন্যার লড়াই বড় পরীক্ষায়

এজাজ আহম্মেদ, কান্দি, ২৮ ফেব্রুয়ারি ঃ চলছে মাধ্যমিক পরীক্ষা। শুরু হয়েছে ১৩ ফেব্রুয়ারি। মঙ্গলবার ছিল জীবনবিজ্ঞান পরীক্ষা। হাসপাতালে বসে জীবন বিজ্ঞানের পরীক্ষা দিলেন এ বছরের মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী অঙ্কিতা কুন্ডু। গল ব্লাডারে ষ্টোন হওয়ার কারণে হাসপাতালে বসে পরীক্ষা দিলেন কান্দি ধল্লাপাড়ার বাসিন্দা অঙ্কিতা কুন্ডু। কান্দি রাজ মনীন্দ্র চন্দ্র উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণির ছাত্রী। প্রসঙ্গত গল ব্লাডারে ষ্টোন হওয়ায় অসহ্য যন্ত্রণা নিয়ে সোমবার সন্ধ্যায় কান্দি মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি হন। কিন্তু শারীরিক অসুস্থতা অঙ্কিতাকে দমাতে পারেনি। মঙ্গলবার কান্দি মহকুমা হাসপাতালে বসেই জীবন বিজ্ঞানের পরীক্ষা দিলেন লড়াকু ছাত্রী। জানা যায়, অঙ্কিতার মাধ্যমিকের সিট পড়েছিল কান্দি রাজ উচ্চ বিদ্যালয়ে। শিক্ষকরা সমস্ত রকম সহযোগিতা করেন অঙ্কিতার পরীক্ষার জন্য, মানসিক মনোবল বাড়িয়েছেন বাবা-মা। কান্দি রাজ উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মানবেন্দ্র সিংহ জানান, আজ সকালে জানতে পারি অসুস্থতার কারণে অঙ্কিতা কুন্ডু নামে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী অসুস্থ, সে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে তা সত্ত্বেও পরীক্ষা দিতে ইচ্ছুক। সেই মতো পরীক্ষার সমস্ত বন্দোবস্ত করা হয়েছে। তার অদম্য ইচ্ছাকে কুর্নিশ জানাচ্ছি। অন্যদিকে মাত্র ৫ মাসের শিশু সন্তানে মা পরীক্ষা দিচ্ছে খুশিনা খতুন। বড়এঞা এনএস উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রী। জীবনের প্রথম মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসছেন খুশিনা খাতুন। কুলি চৌরাস্তা সাধারণ বিদ্যাপীঠে ৫ মাসের সন্তানের মা অদম্য ইচ্ছায় পরীক্ষা কেন্দ্রে পরীক্ষা দিচ্ছেন। খুশিনা খাতুন জানান, আমি মেয়ে বলে পিছিয়ে থাকবো না। আমি পড়াশোনা করে দেশের সেবা করবো। খুশিনা, বলেন বড়এঞা পুলিশ-প্রশাসন আমাকে যথেষ্ট সহযোগিতা করেছে এবং মাস্টারমশাইরা আমাকে সহযোগিতা করেছেন। তাই ওনাদের আমি ধন্যবাদ জানাই।

বিয়ে বাড়ির গাড়ি উল্টে মৃত ২

দুরন্ত বার্তা, আসানসোল, ২৮ ফেব্রুয়ারি ঃ বিয়েবাড়ি যাওয়ার পথে বড়সড় দুর্ঘটনার মুখে পড়ল বরযাত্রীর গাড়ি। আসানসোল জাতীয় সড়কে বরযাত্রী বোঝাই স্করপিও উল্টে মৃত্যু হয়েছে দু'জনের। জানা গেছে, বরের বাবা ও গাড়ির চালক মৃত। আরও দু'জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। তাঁদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। সোমবার রাতে এই ঘটনা ঘটেছে আসানসোল দক্ষিণ থানার কাল্লা মোড়ের কাছে। সূত্রের খবর, জাতীয় সড়কের উপর দুর্ঘটনা ঘটে। স্থানীয়রা বলছেন, দুর্ঘটনাটি ঘটেছে ২ নম্বর জাতীয় সড়ক আসানসোল উত্তর থানা কাল্লা মোড়ের কাছে। একটি স্করপিও গাড়ি বিয়েবাড়ি যাচ্ছিল। গাড়িটিতে বরযাত্রীরা ছিলেন। সেটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি ডিভাইডারে ধাক্কা মারে। গাড়ির চাকা ফেটে গিয়ে উল্টে যায় সেটি। মৃত্যু হয় দু'জনের। ছেলের বিয়ে দিতে মৃত্যু হয়েছে বাবার। মৃত্যু হয়েছে গাড়ির চালকেরও। আহত হয়েছেন আরও দু'জন। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁরা চিকিৎসাধীন আসানসোল জেলা হাসপাতালে। পুলিশ জানিয়েছে, ধানবাদ থেকে বরযাত্রীর গাড়ি পানাগড়ের দিকে যাচ্ছিল। ধানবাদের বাসিন্দা অরবিন্দ পাণ্ডের বিয়ে পানাগড়ে। তারই বিয়েতে বরযাত্রী বোঝাই কয়েকটি স্করপিও রওনা হয়েছিল। তার মধ্যে একটি গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ডিভাইডারে ধাক্কা মারে। গাড়ির মধ্যে চালক সহ চারজন ছিলেন। বরের বাবা অনিল পাণ্ডে ছিলেন গাড়িতে। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়েছে তাঁর। খবর পেয়ে পুলিশ সবাইকে উদ্ধার করে জেলা হাসপাতালে নিয়ে যায়। হাসপাতালে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন বরের বাবা অনিল পাণ্ডে(৫৫) ও গাড়ির চালক সন্তোষ বিশ্বকর্মাকে(৪৫)। আশঙ্কাজনক অবস্থায় ভর্তি করা হয়েছে বরের দুই মামা শশীভূষণ পাণ্ডে(৬০) ও বলদেব পাণ্ডে(৮০)-কে। জানা গেছে দুর্ঘটনার পর তড়িঘড়ি পানাগড়ে গিয়ে বিয়ে সেরে ফেলা হয়। এবং রাতেই পরিবারের লোকজন ফিরে যান ধানবাদে।

পুল থেকে ঝাঁপ

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২৮ ফেব্রুয়ারি ঃ আজ সকাল ১০টা নাগাদ শিলিগুড়ির বাঘপুলে গিয়ে আচমকাই তিস্তা নদীতে ঝাঁপ দেয় বছর ৩৪-র এক যুবক। বাঘপুলে থাকা পুলিশকর্মীরা ও বাঘপুলে রক্ষনাবেক্ষনে কর্মরত নির্মান শ্রমিকরা তৎক্ষণাৎ নদীতে নেমে যুবকটির খোঁজ শুরু করে। কিছুক্ষণের মধ্যেই যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার করে মৃতদেহ সেবক ফাঁড়িতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। জানা গেছে যুবকটির নাম অভয় কুমার আগরওয়াল এবং বাড়ি শিলিগুড়ি জ্যোতিনগর কলোনীতে। যুবকটি সামান্য মানসিক ভারসাম্যহীন ছিল। যুবকটি আজ সকালে তার মা ও বাবাকে জানায় সে আত্মহত্যা করবে তারপরেই তার মা ও বাবা তাকে বুঝিয়ে আশ্বস্ত্ব করে। সেবক বাঘপুল থেকে ঝাঁপ দেওয়ার আগের মুহূর্তে সে তার বাবাকে ফোন করে জানায় আমি সেবকের বাঘপুল থেকে আত্মহত্যা করবো। তারপরেই সে বাঘপুল থেকে ঝাঁপ দেয়। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন সে ঝাঁপ দেওয়ার আগে পুলের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত বার দুয়েক হেঁটে বেড়িয়েছে। তারপরই আচমকা ঝাঁপ দেয় সে। তৎক্ষণাৎ বাঘপুলের নিচে কর্তব্যরত নির্মাণ কর্মীরা উদ্ধারকাজ শুরু করে মৃতদেহটি উদ্ধার করে। পুলিশ মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠিয়েছে।

স্কুলে পাঠাতে না

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২৮ ফেব্রুয়ারি ঃ সংক্রামিত বাচ্চাদের স্কুলে না পাঠানোর পরামর্শ দিলেন জলপাইগুড়ি সরকারি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের সুপারিন্টেডেন্ট কাম ভাইস প্রিন্সিপাল ড. কল্যাণ খাঁ। জলপাইগুড়ি সদর হাসপাতালে মঙ্গলবার শিশু সদন ওয়ার্ডে লক্ষ্য করা গেল একই বেডে একাধিক শিশু সহ রোগীর আত্মীয়-স্বজনরা। এদিন শিশু বহির্বিভাগে শিশুদের ভিড় উপছে পড়েছে। ডাক্তারবাবুরা জানাচ্ছেন কয়েকদিন ধরে প্রতিদিন প্রায় ৩০০ এর মতো রোগী আসছে। এদের মধ্যে বেশির ভাগই জ্বর, সর্দি, কাশি ও শ্বাসকষ্ট রয়েছে। এদের মধ্যে নিউমোনিয়া রোগীও রয়েছে বলে কর্তব্যরত চিকিৎসক বিপ্লব গোস্বামী জানান। জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজের দায়িত্বে থাকা এমএসভিপি কল্যাণ খাঁ জানান, হাসপাতালে সমস্ত পরিকাঠামো ঠিকঠাক রয়েছে। গতকাল পর্যন্ত জলপাইগুড়ি সদর হাসপাতালে এআরআই পেসেন্ট মাত্র তিনজন। এটা নিয়ে এখনই আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই। স্বাস্থ্য ভবন থেকে সব সময় মনিটরিং চলছে। আমরাও যথেষ্ট পরিমাণে সজাগ রয়েছি। সমস্ত পরিকাঠামো ঠিকঠাক রয়েছে। এধরনের সংক্রামিত বাচ্চাদের স্কুলে পাঠাবেন না বলেও তিনি জানান।

বেহাল অবস্থায়

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২৮ ফেব্রুয়ারি ঃ পুরাতন মালদা ব্লকের মাধাইপুর হাই স্কুলের নিরাপত্তা এবং পরিকাঠামো গত সমস্যায় ধুঁকছে। স্কুলের সীমানা পাঁচিল না থাকার কারণেই রাতের অন্ধকারে নানান ধরনের অপরাধমূলক কাজকর্ম ঘটছে বলে অভিযোগ। সংশ্লিষ্ট স্কুলে পরিচিত পানীয় জলের অভাব রয়েছে। পাশাপাশি জরাজীর্ণ বিদ্যুতের অব্যবস্থাতেও রীতিমতো আতঙ্কে থাকতে হয় স্কুলের পড়ুয়া থেকে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের। মঙ্গলবার ওই স্কুলের প্রধান শিক্ষক প্রতাপ বিশ্বাস জানিয়েছেন, স্কুলের মধ্যে রয়েছে পানীয় জলের সমস্যা। স্কুলের সীমানা পাঁচিল না থাকার কারণে বেশ কয়েকবার চুরির ঘটনাও ঘটেছে।

সাফারি পার্কে শোভা বাড়াতে নয়া অতিথি

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২৮ ফেব্রুয়ারি ঃ গরমের ছুটিতে উত্তরবঙ্গ বেড়াতে যাওয়ার কথা ভাবছেন? আর দার্জিলিং কিংবা ডুয়ার্স ভ্রমণে গিয়ে অনেকেই এখন একদিন বেঙ্গল সাফারিতে ঘুরে যান। এটা শিলিগুড়ির এখন অন্যতম আকর্ষণ। আর সেই শিলিগুড়ির বেঙ্গল সাফারিতে এবার আসছে নতুন অতিথি। মার্চ মাসের তৃতীয় সপ্তাহে বেঙ্গল সাফারিতে নয়া অতিথির দেখা মিলবে। সূত্রের খবর আপাতত ১৫টি ব্ল্যাক ডিয়ার ও চারটি হগ ডিয়ার আনা হচ্ছে বেঙ্গল সাফারিতে। তবে ইতিমধ্যেই এই হরিণগুলিকে বেঙ্গল সাফারিতে আনা হয়েছে। কিন্তু এখনই দর্শকরা এগুলি দেখতে পাবেন না। তাদেরকে আলাদা জায়গায় রাখা হয়েছে। তারা যাতে শিলিগুড়িতে বেঙ্গল সাফারির পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারে তার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। পরে তাদের সকলের সামনে আনা হবে। আপাতত ২০দিন ধরে তাদের বেঙ্গল সাফারির পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে। এরপর তাদের দেখতে পাবেন দর্শকরা। সূত্রের খবর, জামশেদপুর চিড়িয়াখানা থেকে এই বিরল প্রজাতির হরিণ আনা হয়েছে। সেই হরিণই এবার মন ভরাবে উত্তরবঙ্গে ঘুরতে যাওয়া পর্যটকদের। এদিকে এই ধরনের হরিণ এশিয়া ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশে দেখা মেলে। সাধারণত যে হরিণ আমরা সচরাচর দেখি সেই হরিণের তুলনায় হগ ডিয়ার কিছুটা ছোট আকৃতির। এদিকে এর আগেই বনমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক জানিয়েছিলেন ঢেলে সাজানো হবে বেঙ্গল সাফারিকে। আরও নানা ধরনের জন্তু আনা হবে বেঙ্গল সাফারিতে। বেঙ্গল সাফারিতে ইতিমধ্যে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার রয়েছে। এবার সেই তালিকায় যুক্ত হচ্ছে ব্ল্যাক ডিয়ার, হগ ডিয়ার। এছাড়াও সিংহ, জিব্রা, জিরাফ সহ একাধিক জন্তু আনার পরিকল্পনা রয়েছে। তবে সেই প্রক্রিয়া কবে বাস্তবায়িত হবে সেব্যাপারে এখনও কিছু জানা যায়নি। গোটা প্রক্রিয়াটি সময় সাপেক্ষ। প্রায় ২৯৭ হেক্টর জমিতে গড়ে উঠেছে বেঙ্গল সাফারি। নানা ধরনের গাছ রয়েছে এই বেঙ্গল সাফারি পার্কে। বর্তমানে এখানে তিনটি সাফারি রয়েছে। একটি হল তৃণভোজীদের দেখার জন্য সাফারি, টাইগার সাফারি ও এশিয়াটিক ব্ল্যাক বিয়ার সাফারি। বিশেষ ধরনের ভ্যানে এখানে পর্যটকদের নিয়ে সাফারি করানোর ব্যবস্থা রয়েছে। এখানে শুধু জীবজন্তুদের সঙ্গে পরিচিত হওয়াই নয়, ইচ্ছা করলে বিশেষ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আপনি প্রয়োজন মনে করলে পশু দত্তকও নিতে পারেন।

আবাস যোজনায় অভিযোগ তদন্তে কেন্দ্রীয় দল

অনিরুদ্ধ সরকার, বাঁকুড়া, ২৮ ফেব্রুয়ারি ঃ প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় রাজ্যের প্রায় প্রতিটি গ্রাম থেকে এসেছে দুর্নীতির অভিযোগ। দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার পর কেন্দ্র আবাস যোজনার বরাদ্দ দিতেই বেরিয়ে পড়েছে দুর্নীতির পাহাড়। সেকথা কানে গিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারেরও। সেই দুর্নীতির বহর দেখতে পশ্চিমবঙ্গে দল পাঠাচ্ছে তারা। পূর্ব ঘোষনা অনুযায়ী রাজ্যের দশটি জেলায় পাঁচটি কেন্দ্রীয় দল পরিদর্শন করার কথা বলা হয়েছিল। সেই মতো রাজ্যের বাঁকুড়া জেলাতেও গ্রামীণ আবাস যোজনার প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে এল কেন্দ্রীয় দল। আবাস যোজনা প্রকল্পের অবস্থা খতিয়ে দেখতে এসে বিক্ষোভের মুখে কেন্দ্রীয় দল। আবাস যোজনার নির্মীয়মান বাড়ির বোর্ড লাগানো নিয়েও বেনিয়মের অভিযোগ তুলেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। আবাস যোজনা প্রকল্পের অবস্থা খতিয়ে দেখতে বাঁকুড়ার হীড়বাঁধ ব্লকের মশিয়াড়া গ্রামে অভিযান চালাল কেন্দ্রীয় টিম। এই এলাকা থেকে আগেই অভিযোগ পৌছেছিল কেন্দ্রীয় দলের কাছে। আবাস যোজনার টাকায় মশিয়াড়া গ্রামের সুবিধাভোগীর বঞ্চিত হয়েছেন। এলাকায় একাধিক বাড়ির ওপরে বাড়ি নির্মান করার অভিযোগ আগেই জমা পড়েছিল তাদের কানে, এবার সেই পরিস্থিতি সরেজমিনে খতিয়ে দেখতে এসে এলাকার মানুষের ক্ষোভের মুখেই পড়েন কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দলের সদস্যরা। দু'সদস্যের প্রতিনিধি দল গ্রামে গেলে আবাস যোজনা নিয়ে বিভিন্ন বেনিয়মে সরব হন স্থানীয় বাসিন্দারা। প্রকল্পের বোর্ড দেওয়া নিয়েও বেনিয়ম হয়েছে বলে অভিযোগ গ্রামবাসীদের। আবাস যোজনার উপভোক্তা নির্বাচন নিয়ে বেশ কিছুদিন ধরেই বাঁকুড়ার হীড়বাঁধ ব্লকের মশিয়াড়া গ্রামের বাসিন্দাদের ক্ষোভের পারদ চড়ছিল। এবার কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দল গ্রামে পৌঁছতেই গ্রামবাসীদের সেই ক্ষোভের আগুনে ঘি পড়ল। এদিন দুই সদস্যের কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দল গ্রামে গিয়ে উপভোক্তাদের নির্মীয়মান বাড়ি ঘুরে দেখতে শুরু করেন। আর এরপরই আবাস যোজনায় ব্যাপক বেনিয়মের অভিযোগ তুলতে থাকেন গ্রামবাসীরা। গ্রামবাসীদের দাবি, গ্রামের কোনও কোনও পরিবারের জন্য একাধিক বাড়ি বরাদ্দ করা হলেও প্রকৃত গৃহহীনদের জন্য বাড়ি বরাদ্দ করা হয়নি। আবাস যোজনার নির্মীয়মান বাড়ির বোর্ড লাগানো নিয়েও বেনিয়মের অভিযোগ তুলেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। স্থানীয়দের দাবি, এতদিন ধরে আবাস যোজনার বাড়ি তৈরি করার কাজ চললেও সেই বাড়িগুলিতে প্রকল্প নির্দেশক কোনও বোর্ড টাঙানো হয়নি। কেন্দ্রীয় দল গ্রামে তদন্তে যাওয়ার খবর পেতেই রাতে তড়িঘড়ি আবাসের নির্মীয়মান বাড়িগুলিতে প্রকল্প নির্দেশক বোর্ড টাঙিয়ে দেয় হিঁড়বাধ ব্লক অফিস থেকে। আর তাই আবাস নিয়ে বেনিয়মের অভিযোগ তুলে স্থানীয় মশিয়াড়া গ্রাম পঞ্চায়েতেও বিক্ষোভ দেখান এলাকাবাসী। এদিন এলাকার মানুষের ক্ষোভের আঁচ পেয়ে প্রথমে সংবাদমাধ্যমের কাজে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেন কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দলের সঙ্গে থাকা খাতড়া মহকুমা শাসক সহ প্রশাসনিক আধিকারিকরা। সংবাদমাধ্যমের প্রশ্নের মুখে পড়ে মহকুমা শাসক বিষয়টিকে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টাও করেন। কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দলের সদস্যদের দাবী তদন্ত এখন প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে। সব বিষয়ই খতিয়ে দেখছেন তারা।

ভয়াবহ আগুনে পুড়ল পুরুলিয়ার গোয়েন্দা দফতর

দুরন্ত বার্তা, পুরুলিয়া, ২৮ ফেব্রুয়ারি ঃ বিধ্বংসী আগুনে ভস্মীভূত হয়ে গেল পুরুলিয়ার পুলিশ দফতরের গোয়েন্দা বিভাগের কার্যালয়। মঙ্গলবার সকালে এই ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। আগুনের ফলে বহু গুরুত্বপূর্ণ নথি পুড়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ছ'টা নাগাদ আগুন লাগে পুরুলিয়া পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের অফিসে। পুরুলিয়ার ভগৎ সিং মোড় এলাকায় ডিস্ট্রিক্ট ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চ (ডিআইবি) অফিসে আগুন লাগার পর ভিড় জমে যায়। স্থানীয় মানুষজনের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। সাত সকালে এমন ঘটনার খবর পেয়ে বহু মানুষ ওই গোয়েন্দা অফিসের কাছে জড়ো হন। অগ্নিকাণ্ডের খবর দেওয়া হয় দমকলে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দলকলের দুটি ইঞ্জিন। খবর পেয়ে তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার অম্লানকুসুম ঘোষ। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার কাজ শুরু করেন দমকল কর্মীরা। দমকল বাহিনীর দীর্ঘক্ষণের চেষ্টায় আগুন সম্পূর্ণ নিযন্ত্রণে আসে। গোয়েন্দা অফিসে এই অগ্নিকাণ্ডের জেরে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ফাইল ও নথিপত্র পুড়ে গিয়েছে। পুড়ে গিয়েছে অফিসে থাকা আসবাবপত্রও। অন্যদিকে কীভাবে গোয়েন্দা অফিসে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটল তা এখনও স্পষ্ট নয়। গোটা বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ইতিমধ্যে ঘটনার তদন্ত প্রক্রিয়া শুরু করেছে পুলিশ। প্রাথমিকভাবে তদন্তকারীদের অনুমান, শর্ট সার্কিট থেকে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে থাকতে পারে। গোয়েন্দা অফিসে অগ্নিকান্ডের ঘটনা কীভাবে ঘটলা তা নিয়ে সরব হয়েছে পুরুলিয়ার বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতৃত্ব। পুরুলিয়ার পুলিশ সুপার অভিজিৎ ব্যানার্জি বলেন, কীভাবে আগুন লাগল, তদন্ত চলছে। এফএসএল (ফরেন্সিক সায়েন্স ল্যাবরেটরি)-এর একটি দল বিষয়টি তদন্ত করতে এসেছে। ডিআইবি অফিসে জেলা পুলিশ ব্যুরোর নথিপত্র রাখা হয়। আগুনে অনেক নথি পুড়ে গেছে। উল্লেখ্য, কয়েকদিন আগে পুরুলিয়া শহরের জনস্বাস্থ্য কারিগরি দফতর চত্বরে আগুন লেগেছিল। এ ঘটনায় জলের ট্যাংক ও প্লাস্টিকের পাইপ নষ্ট হয়ে যায়।

মাধ্যমিক পরীক্ষা পরিদর্শনে জেলা স্কুল পরিদর্শক

দুরন্ত বার্তা, উত্তর দিনাজপুর, ২৮ ফেব্রুয়ারি ঃ রাজ্যজুড়ে নির্বিঘ্নে মাধ্যমিক পরীক্ষা সম্পন্ন করতে তৎপর পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। ফলে মাধ্যমিক পরীক্ষা নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করতে ইটাহার ব্লকের বিভিন্ন স্কুলের পরীক্ষা পরিচালন ব্যবস্থা খতিয়ে দেখতে পরিদর্শনে এলেন জেলা স্কুল পরিদর্শক ও জেলা কনভেনর। মাধ্যমিকের চতুর্থ দিনে উত্তর দিনাজপুর জেলার ইটাহার ব্লকের ৭টি মাধ্যমিক পরীক্ষা কেন্দ্র পরিদর্শন করেন জেলা আধিকারিকরা। মূলত, এদিন ইটাহার ব্লকের ইটাহার উচ্চ বিদ্যালয়, দিঘনা উচ্চ বিদ্যালয়, বৈদড়া জনকল্যাণ, শিবরামপুর, কাপাশিয়া, চূড়ামণ ও ইটাহার উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় মূলত পরিদর্শন করেন। ইটাহার ব্লকের শিবরামপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জাকির হুসেনের তত্ত্বাবধানে এদিন জেলা স্কুল পরিদর্শক ইটাহারের বিভিন্ন স্কুল ঘুরে দেখেন। একই সাথে বিভিন্ন স্কুলের প্রধান শিক্ষক এবং সহকারী শিক্ষক শিক্ষিকাদের সাথে কথা বলে পরীক্ষা পরিচালন ব্যবস্থার বিভিন্ন দিক খতিয়ে দেখে কোথাও কোন সমস্যা হচ্ছে কিনা সেই বিষয়ে খোঁজখবর নেন। পাশাপাশি খতিয়ে দেখেন পরীক্ষা কেন্দ্রগুলিতে সিসিটিভির দ্বারা নজরদারি চালানোর ব্যবস্থা। মূলত, সমগ্র রাজ্যে মাধ্যমিক পরীক্ষা শান্তিপূর্ণভাবে এবং সরকারি নির্দেশিকা মেনে পরিচালনা করতেই পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের নির্দেশে বিভিন্ন পরীক্ষাকেন্দ্র পরিদর্শন বলে জানা যায়। এদিন জেলা স্কুল পরিদর্শনে আসেন জেলা স্কুল পরিদর্শক মুরারি মোহন মন্ডল, জেলা কনভেনর প্রসুন কুমার দত্ত।

NIQ, Govt. of West Bengal.
Tender is hereby invited by the Executive Engineer, PWD, Kolkata IT Division, Main Block, Ground Floor, Writers' Buildings, Kolkata-700001 from the eligible contractors for the following works. 1. Name of Work: "Provision for Temporary high speed internet service during the programme to be attended by VVIP in connection with inaugural Program of Ganga Arati at Baje Kadamtola Ghat, under North Port PS on 02-03-2023: (Primary Internet Feed)" **[Job No. KIT/RW/212 of 22-23]. SHORT NOTICE INVITING QUOTATION (No-184/KIT/Q of 22-23).** Bid Submission Closing: **01.03.2023 up to 03.00 PM.** 2. Name of Work: "Provision for Temporary high speed internet service during the programme to be attended by VVIP in connection with inaugural Program of Ganga Arati at Baje Kadamtola Ghat, under North Port PS on 02-03-2023: (Secondary Internet Feed)" **[Job No. KIT/RW/213 of 22-23]. SHORT NOTICE INVITING QUOTATION (No-185/KIT/Q of 22-23).** Bid Submission Closing: **01.03.2023 up to 03.00 PM.** Corrigendum or Addendum if issued will be published only on website.
Sd/- Executive Engineer, PWD, Kolkata IT Division

Nit Memo-783/MGP/22-23, 28/02/2023
Nit Memo-784/MGP/22-23, 28/02/2023
Nit Memo-785/MGP/22-23, 28/02/2023
Pradhan, Matgoda G.P. invites E-tender from experienced bidders for execution of 03 nos of works under 15 th CFC (2022-23). Closing date-**08/03/2023.** For details visit **http://wbtenders.gov.in** and the office of Matgoda GP, Block-Raipur, Dist-Bankura.
Sd/- Pradhan
Matgoda GP

Tender Notice
Sealed Tenders are invited from Bonafied Contractors for **NIT No-06/SGP/15 th FC/2022-23 (Memo No-40/SGP/2023) Dated- 27/02/2023** of Sirkabad Gram Panchayat for different types of works. Date of Submission tender **up to 09/03/23 within 4:30 p.m.** including holidays and for other details may be obtained from the office of undersigned address during office hours of any on working day.
Sd/- Pradhan
Sirkabad Gram Panchayat
At+PO-Sirkabad, PS-Arsha, Dist-Purulia

e-NIT No: 14/BDO/Budgetary State Fund/2022-23, Memo No 370, Date: 22.02.2023
The BDO, Panchla Development Block invites E-Tender for the work of:- Construction of Concrete Road and Bituminous road at different places. Bid submission starting on **22.02.2023 at 17:30 hrs. up to 08/03/2023 at 16:00 Hrs.** Bid Opening Date (Technical) **10/03/2023 at 16:00 Hrs.** For details please visit office of the undersigned or website: **https://wbtenders.gov.in**
Sd/-
Block Development Officer
Panchla Development Block

e-NIT No: 14/BDO/Budgetary State Fund/2022-23, Memo No 393, Date: 24.02.2023
The BDO, Panchla Development Block invites E-Tender for the work of:- Construction of Concrete Road at different places. Bid submission starting on **25.02.2023 at 17:30 hrs. up to 08/03/2023 at 16:00 Hrs.** Bid Opening Date (Technical) **10/03/2023 at 16:00 Hrs.** For details please visit office of the undersigned or website: **https://wbtenders.gov.in**
Sd/-
Block Development Officer
Panchla Development Block

Office of the
Kantbari Gram Panchayat
Vill: Agrada Purusottampur,
PO: Agarda, Dist: Bankura(WB)
Block: Onda, PS: Onda
Kantabari Gram Panchayat has invited One (01) Nos of NIT on **27/02/2023 Vide NIT No: 103/PBG- SFC/KGP** Scheduled to be open on **09/03/2023** and last date of submission is on **09/03/2023 up to 2 P.M.**
Sd/- Pradhan
Kantabari Gram Panchayat

Office of The
BAGNAN-II PANCHAYAT SAMITY
ANTILA :: BAGNAN :: HOWRAH
Abridged Notice Inviting Tender
E-NIT No.:- WB/HOW/BAG-II/NIET-11/2022-23, dt.-22/02/2023
Sealed tenders are hereby invited by the undersigned from bonafied and resourceful contractors for implementation of 2 nos. schemes under Bagnan-II Panchayat Samity. For other Details, contact office of the undersigned within office hour.
Sd/- Executive Officer
Bagnan-II Panchayat Samity,
Antila, Bagnan, Howrah

ABRIDGED TENDER NOTICE
The Ex-Officio Manager, GPW/WBFDCL & Deputy Conservator of Forest, Urban Recreation Forestry Division invites Tender Notice for various works as follows

NIT No.	Name of Projects	Bid Submission Start Date	Last Date of Bid Submission
164/DM/URF/WBFDC/2022-23	Preparation of DPR, Design, Plan outlay etc for Construction of Park, Nature Interpretation centre (NIC), Gardening, Landscaping, Beautification and Associated Public Amenities at Maidan Area, Kolkata	01.03.2023 (10.00 AM)	08.03.2023 (05.00 PM)

Details can be seen at **https://wbtenders.gov.in**

Office of The Executive Officer
Amta-I Panchayat Samity
Amta, Howrah
NIeT No: WB/HOWRAH/AMTA-I/NIET-175, 2023-23, Date: 28/02/2023
The EO, Amta-I Panchayat Samity, invites e-Tender for the work of Construction of Community Hall within the jurisdiction of Amta-I Panchayat Samity. Bid submission starting from **01/03/2023 at 10:00 a.m. up to 09/03/2023 up to 12:00 p.m.** Bid Opening date (Technical) on **13/03/2023 at 01:00 P.M.** For details please visit website: **https://wbtenders.gov.in**
Sd/- Executive Officer
Amta-I Panchayat Samity

Office of The Block Development Officer
Udaynaraynpur, Howrah
Press Notice
Block Development Officer, Udaynarayanpur Dev. Block invites E-Tender as follows: **1) WB/HWH/UNPUR/NIET-4/BDO/22-23,** dt.-23.02.2023 for 02 Nos. Scheme within the jurisdiction of Udaynarayanpur Block. Last date of tender submission is **13.03.2023 up to 5.30 p.m.** Detail information will be available from the website **https://wbtenders.gov.in**
Sd/- Block Development Officer
Udaynarayanpur, Howrah

হাওড়া পৌর নিগম
৪, মহাত্মা গান্ধী রোড, হাওড়া-৭১১১০১
টেলি ঃ ০৩৩ ২৬৩৮-৩২১১/ ১২ / ১৩, ফ্যাক্স ঃ ০৩৩ ২৬৪১ ০৮৩০, দেখুন-www.hmcgov.in
সংক্ষিপ্ত টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য
নং. ঃ ডব্লুবি-৪৪ টিএন/ ইডি / ইওবি/ ২০২২-২০২৩ তারিখ ঃ ২৩.০২.২০২৩
এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার, এইচএমসি দরপত্র আহ্বান করছেন ১ (এক)টি সিভিল কাজের জন্য এইচএমসি অফিস এলাকায়। আগ্রহী ঠিকাদারদের দরপত্রের সাথে জমা করতে হবে প্যান কার্ড, ট্রেড লাইসেন্স, ঠিকাদার লাইসেন্স, সুপারভাইজার শংসাপত্র ও আপ টু ডেট জিএসটি শংসাপত্র ও রিটার্ন (চলতি ত্রৈমাসিক), পিটিসিসি, আইটিসিসি ও শংসাপত্র।
দরপত্র জমা (অনলাইন) শুরুর তারিখ ঃ ২৪.০২.২০২৩ বিকাল ৬.০০ ঘটিকা থেকে।
দরপত্র জমা (অনলাইন) বন্ধের তারিখ ঃ ২২.০৩.২০২৩ বিকাল ৫.০০ ঘটিকা পর্যন্ত।
দয়াকরে দেখুন ঃ https://wbtenders.gov.in
এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার
হাওড়া পৌর নিগম
৩৪৬(৩)/২২-২৩ ২৮.০২.২০২৩

Office of The Block Development Officer
Amta-I Development Block
Amta, Howrah
NIeT No: WB/HOWRAH/AMTA-I/NIET-168, 2023-23, Date: 23/02/2023
NIeT No: WB/HOWRAH/AMTA-I/NIET-169, 2023-23, Date: 23/02/2023
NIeT No: WB/HOWRAH/AMTA-I/NIET-170, 2023-23, Date: 23/02/2023
The BDO, Amta-I Development Block, invites e-Tender for total 23(Twenty-three) Nos. various works within the jurisdiction of Amta-I Development Block. Bid submission starting from **24/02/2023 at 17:00 hrs. up to 10/03/2023 at 11:00 hrs.** Bid Opening date(Technical) on **13/03/2023 at 11:00 Hrs.** For details please visit website: **https://wbtenders.gov.in**
Sd/- Block Development Officer
Amta-I Development Block

Office of the Board of Administrators
BUNIADPUR MUNICIPALITY
PO-Buniadpur, Dist-Dakshin Dinajpur, Pin:733121
e-TENDER
Tender are hereby invited from the eligible contractors/suppliers for the different works as specified in **NIT No.-296/BPM/N-127/2023 dated-28/02/2023(closing date-25/03/2023, 5.00 PM.** For details please contact the office of the Chairman, Buniadpur Municipality, Dakshin Dinajpur.
Sd/- Chairperson
Buniadpur Municipality

ফ্যাশন ও রূপচর্চা

কয়েকটি উপাদান দিয়ে বাড়িতেই তৈরি করুন আই লাইনার! কী ভাবে?

বিয়ে বাড়ি হোক বা অন্য কোনও উপলক্ষ্য, একটুআধটু মেকআপ সকলেই করে থাকেন। আর সাজসজ্জার অঙ্গ হিসেবে চোখের মেকআপ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সুন্দর আই মেকআপ মুখের সৌন্দর্য্য এক লহমায় অনেকগুণ বাড়িয়ে দিতে পারে। চোখকে সুন্দর ও আকর্ষণীয় করে তুলতে আমরা প্রথমেই যে প্রসাধনীটি ব্যবহার করি, তা হল আই লাইনার। চোখের উপরের পাতা সুন্দর করে আই লাইনার দেখতেও বেশ ভাল লাগে। কিন্তু কোথাও বেরোনোর সময় দেখলেন আপনার সাধের আই লাইনারটাই শেষ হযে গেছে। ব্যস, মাথায় হাত! না চিন্তার কোনও কারণ নেই। মাত্র কয়েকটি উপকরণ দিয়ে খুব সহজে বাড়িতেই লাইনার তৈরি করতে পারবেন আপনি। কী ভাবে? রইল কয়েকটি সহজ টিপস।

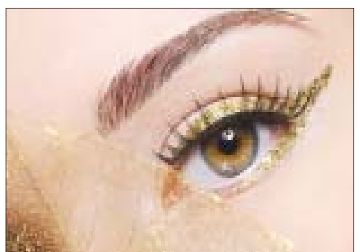

কোকো পাউডার আই লাইনার- এক চামচ কোকো পাউডারের সঙ্গে সামান্য নর্মাল জল বা গোলাপ জল মেশান ভালো ভাবে। একেবারে পাতলা করবেন না। মিশ্রণটি যাতে ঘন থাকে। এবার চোখে লাগান ঘরে তৈরি এই আই লাইনার। এই লাইনারের রঙ কালোর পরিবর্তে গাঢ় বাদামি বা খয়েরি হবে।

বিটের রস দিয়ে তৈরি আই লাইনার- অর্ধেক বিট মিক্সিতে দিয়ে পেস্ট করে নিন। তারপর বিটের পেস্ট থেকে রস বের করুন। এক চামচ বিটরুটের রসের সঙ্গে দুই চা চামচ অ্যালোভেরা জেল মেশান ভালো করে। এবার চোখে লাগান ঘরে তৈরি এই আই লাইনার।

চারকোল আই লাইনার- রুপচর্চায় যুগ যুগ ধরে ব্যবহার হয়ে আসছে চারকোল। ফেসওয়াশ, ফেস মাস্ক বা ফেস স্ক্রাবের অন্যতম উপকরণ চারকোল। এই অ্যাক্টিভেটেড চারকোল দিয়ে তৈরি করতে পারবেন আই লাইনার। একটা ছোটো বাটিতে ২৩ টে চারকোল ক্যাপসুল ভেঙে নিন। তার মধ্যে মিশিয়ে নিন নারকেল তেল। দু'টো উপকরণ ভালো করে মিশিয়ে জেলের মতো মিশ্রণ তৈরি করুন। এই জেল আই লাইনার হিসেবে ব্যবহার করতে পারবেন।

কুমকুম পাউডার আই লাইনার-পুজোর কাজে কুমকুম পাউডার খুব কাজে লাগে। এই কুমকুম পাউডার দিয়ে তৈরি করা যায় আই লাইনার। ছোট পাত্রে কুমকুম পাউডার নিয়ে তার মধ্যে সামান্য গোলাপ জল মিশিয়ে নিন। এটাই আই লাইনার হিসেবে ব্যবহার করা যাবে।

চুল লম্বা করতে ডায়েটে রাখুন ৬ বীজ!

দৈনন্দিন যা কিছু খাই তার প্রভাব স্বাস্থ্যের পাশাপাশি ত্বক ও চুলেও দেখা দেয়। চুল পর্যাপ্ত পরিমাণে পুষ্টি না পেলে শুষ্ক, রুক্ষ, নিস্তেজ হযে পড়ে। চুল আরও বেশি ঝরতে থাকে। চুলের বৃদ্ধি বন্ধ হয় যায়। তাই চুলে যাতে সঠিক পরিমাণ পুষ্টি সরবরাহ হয়, তার জন্য চুল ও স্ক্যাল্পের ঠিকমতো যত্ন নিন এবং রোজকার ডায়েটে পুষ্টিগুণ সম্পন্ন খাদ্য অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত করুন। বিভিন্ন ধরনের বীজ হল পুষ্টির পাওয়ার হাউস। চুলে পুষ্টি জোগাতে আপনার রোজকার ডায়েটে বিভিন্ন ধরনের বীজ রাখতেই পারেন। বীজে ওলিক অ্যাসিড, প্রোটিন, আয়রন, বায়োটিন, ক্যালশিয়াম, ভিটামিন এ এবং ই, জিঙ্ক ছাড়াও আরও অনেক পুষ্টিগুণ রয়েছে। সেই কারণেই বিভিন্ন বীজ আমাদের চুলের বৃদ্ধির জন্য যাদুকরী ওষুধ! আসুন জেনে নেওয়া যাক, চুলের যত্নে কোন কোন বীজ ডায়েটে রাখতে পারেন **তিলের বীজ**- চুলে সঠিক পুষ্টি সরবরাহ

হলেই চুল ও স্ক্যাল্প থাকবে সুস্থ, আর চুলের বৃদ্ধিও হবে দ্রুত। কালো এবং সাদা তিলের বীজ খনিজ, ভিটামিন এবং ফ্যাটি অ্যাসিডে পরিপূর্ণ। এগুলি চুল উজ্জ্বল ও মজবুত করে। **কালো জিরা**- প্রকাশিত গবেষণায় দেখা গেছে, কালো জিরা চুলের ফলিকলে পুষ্টি জোগায়, চুলের বৃদ্ধিতে সাহায্য করে এবং চুল পড়া কমায়। এর অ্যান্টিফাঙ্গাল এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট বৈশিষ্ট্য সুস্থ রাখে, আর স্ক্যাল্পের সংক্রমণও প্রতিরোধ করে। **সূর্যমুখী বীজ** - সূর্যমুখী বীজও খুব পুষ্টিকর। এই বীজে জিঙ্ক এবং ওমেগা ৩ ফ্যাটি অ্যাসিড রয়েছে, যা চুলের বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। **মেথি বীজ**- মেথি বীজ চুল পড়া কমায়, চুলের বৃদ্ধিতে সাহায্য করে এবং খুশকি দূর করে। এতে রয়েছে প্রোটিন, নিয়াসিন, অ্যামিনো অ্যাসিড এবং পটাশিয়াম। এই উপাদানগুলি চুল সুস্থ রাখে। **কুমড়োর বীজ**- জিঙ্ক, সেলেনিয়াম, কপার, ভিটামিন এ, বি এবং সিতে ভরপুর কুমড়োর বীজ। এই উপাদানগুলিই চুল পড়া কমায় এবং উজ্জ্বল করে তোলে। **ফ্ল্যাক্সসিড**- ফ্ল্যাক্সসিডও চুল পড়া কমায় এবং চুলের বৃদ্ধি ঘটায়। তাছাড়া, রক্তে শর্করা এবং কোলেস্টেরল চুল পড়ার অন্যতম কারণ হতে পারে। ফ্ল্যাক্সসিড এই সব শারীরিক সমস্যা নিয়ন্ত্রণে সহাযতা করে, যে কারণে চুল পড়া অনেকটাই কমে। ফ্ল্যাক্সসিড ওমেগা ৩ ফ্যাটি অ্যাসিড, ফাইবার, প্রোটিন, ম্যাগনেশিয়াম, ক্যালশিয়াম, ফসফরাস সমৃদ্ধ। এই সব গুণের কারণেই চুলের ফলিকল খুব ভালো থাকে।

ব্ল্যাকহেডসে ভরে যাচ্ছে নাক, থুতনি!

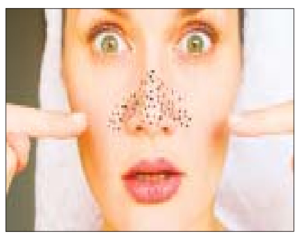

মুখের ত্বকের একটি বড় সমস্যা হল ব্ল্যাকহেডস। শীত হোক বা গ্রীষ্ম কিংবা বর্ষা, সারা বছরই ব্ল্যাকহেডসের সমস্যা দেখা যায়। সাধারণত আমাদের নাকের দুই পাশে, নাকের উপর এবং থুতনিতে সবচেয়ে বেশি ব্ল্যাকহেডস দেখা দেয়। কারও কারও ব্ল্যাকহেডস কম থাকে, কারও কারও বেশি থাকে। এর কারণে চেহারার স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যেও ঘাটতি পড়ে। পার্লারে ফেসিয়াল, ম্যাসাজ বা ঘরেই নামিদামি প্রসাধনী ব্যবহার করে স্ক্রাবিং, ক্লিনিং ইত্যাদি কত কিই না আমরা করি। কিন্তু তার পরেও জেদি ব্ল্যাকহেডস কিছুতেই দূর হয় না! তবে এই ব্ল্যাকহেডস দূর করার জন্য পার্লারে যাওয়ার কোনও প্রয়োজন নেই। ঘরে বসেই এই সমস্যা দূর করা সম্ভব। কী ভাবে? জেনে নিন ঝটপট। **মুলতানি মাটি এবং টি ট্রি অয়েল**- প্রথমে পাঁচ মিনিট আপনার মুখে স্টিম নিন। ১ টেবিল চামচ মুলতানি মাটির সঙ্গে কয়েক ফোঁটা টি ট্রি অয়েল এবং ১ টেবিল চামচ জল ভালো ভাবে মেশান। এই মিশ্রণটি পুরো মুখে সমানভাবে লাগিয়ে ১৫ মিনিট রেখে দিন। তারপরে হালকা গরম জলে মুখ ধুয়ে ফেলুন। ব্ল্যাকহেডস দূর করতে সপ্তাহে দুই বার এই মিশ্রণটি লাগান। **টি ট্রি অয়েল ফেসিয়াল স্ক্রাব** - প্রথমে পাঁচ মিনিট আপনার মুখে স্টিম নিন। তারপর ১ টেবিল চামচ ফাইন সুগার, ১ টেবিল চামচ অলিভ অয়েল এবং কয়েক ফোঁটা টি ট্রি অয়েল একসঙ্গে মিশিয়ে মুখে লাগান। কিছুক্ষণ আলতো করে ম্যাসাজ করুন। মিনিট দুয়েক ম্যাসাজ করার পর ঠাণ্ডা জলে মুখ ধুয়ে ফেলুন। সপ্তাহে ২৩ বার এই স্ক্রাব ব্যবহার করুন। **টি ট্রি অয়েল ময়েশ্চারাইজার**- হালকা গরম জলে মুখ ধুয়ে নিন। ননকমেডোজেনিক ময়েশ্চারাইজারে এক ফোঁটা টি ট্রি অয়েল মিশিয়ে ত্বকে লাগান। কিছুক্ষণ ময়েশ্চারাইজারটি আলতোভাবে ম্যাসাজ করুন। ব্ল্যাকহেডস এর জায়গায় ভালো ভাবে লাগাবেন। প্রতিদিন এই ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার করতে পারলে খুব ভালো। **জোজোবা অয়েল এবং টি ট্রি অয়েল** - প্রথমে আপনার মুখে কয়েক মিনিট স্টিম নিন। এর পর ১ চা চামচ জোজোবা তেল এবং এক ফোঁটা টি ট্রি অয়েল একসঙ্গে মিশিয়ে ত্বকে লাগান। বৃত্তাকার গতিতে ৫ মিনিট ম্যাসাজ করুন। তারপরে ফেশওয়াশ দিয়ে আপনার মুখ ধুয়ে ফেলুন। রাতে ঘুমানোর আগে এটি করুন।

চুলের যত্ন নিতে হেনা করা জরুরি কেন

নিয়মিত ত্বকের যত্ন নেন অনেকেই। কিন্তু চুলের যত্নে কি একই সময় ব্যয় করেন? কেশ বিশেষজ্ঞরা বলছেন, প্রতি দিন শ্যাম্পু করা মানেই চুলের যত্ন নেওয়া নয়। চুল ভাল রাখতে সিরামও ব্যবহার করে থাকেন কেউ কেউ। তাতে সাময়িক ভাবে চুল ভাল থাকলেও চুলের যত্নের শেষ কথা নয়। অনেকেই বুঝতে পারেন না, আসলে চুলের যত্ন নেওয়ার সঠিক উপায় কোনটি। কেশ বিশেষজ্ঞরা বলছেন, চুল ভাল রাখতে সপ্তাহে এক দিন হলেও হেনা করা উচিত।

এত কিছু ছেড়ে কেন চুলের যত্নে হেনাকেই এগিয়ে রাখছেন তাঁরা? **১) প্রাকৃতিক কন্ডিশনার হিসাবে কাজ করে ঃ** রোজের ধুলো- দূষণে চুল অতিরিক্ত রুক্ষ হয়ে যায়। চুল কোমল মসৃণ করতে আমরা কত কিছুই না করি। শ্যাম্পু, কন্ডিশনার, বাজারচলতি বিভিন্ন প্রসাধনীর ব্যবহার- চেষ্টার কোনও খামতি রাখেন না কেউই। এতে হয়তো প্রাথমিক ভাবে সমস্যার সমাধান হয়। কিন্তু তাতে দীর্ঘস্থায়ী হয় না। তা ছাড়া রাসায়নিক দ্রব্য মিশ্রিত এই সব প্রসাধনী ব্যবহারের ফলে চুল আরও রুক্ষ হয়ে পড়ে। চুল সুন্দর ও কোমল রাখতে তাই হেনা করার পরামর্শ দিচ্ছেন কেশ বিশেষজ্ঞরা। ঘরোয়া বিভিন্ন উপকরণ দিয়ে বাড়িতেই হেনা তৈরি করে নিতে বলছেন। এতে চুলের ক্ষতি হওয়ার কোনও আশঙ্কা থাকবে না। **২) চুলের গোড়া শক্ত করতে ঃ** চুল পড়ার সমস্যা নিয়ে নাজেহাল অনেকেই। মাথার চেয়ে মাটিতে চুল থাকছে বেশি। আসলে চুলের প্রয়োজনীয় পুষ্টি হ্রাস পেলে এমন সমস্যায় ভুগতে হয়। বাইরে থেকে চুল চকচকে, মসৃণ হলেও চুলের গোড়া মজবুত আছে কি না, সে দিকে নজর রাখা প্রয়োজন। কিন্তু কী ভাবে? শ্যাম্পু, সিরামের বদলে এ ক্ষেত্রে হেনা কার্যকরী ভূমিকা পালন করে। সপ্তাহে অন্তত এক দিন হেনা করলে চুলের পুষ্টি ফিরে আসবে। চুল ভিতর থেকে মজবুত ও শক্তিশালী হয়ে উঠবে। চুল পড়ার পরিমাণও ধীরে ধীরে কমবে। **৩) খুশকি প্রতিরোধে ঃ** অতিরিক্ত চুল ঝরার আরও একটি কারণ হল খুশকি। চুল পড়ার সমস্যা আটকাতে তাই সবার আগে খুশকি কমানো প্রয়োজন। তার জন্য অনেকেই বিভিন্ন প্রসাধন সামগ্রী ব্যবহার করে থাকেন। 'অ্যান্টিড্যানড্রাফ শ্যাম্পু'ও ব্যবহার করে থাকেন। তার পরেও দেখা যায় বর্ষা বা শীতকাল আসতেই খুশকিতে ভরে যায় মাথা। এর অন্যতম একটি সমাধান হতে পারে হেনা। প্রতি দিন হেনা করা সম্ভব নয়। করা ঠিকও নয়। ১৫ দিনে অন্তত দু'বার করে হেনা করলে ভাল। শুধু খুশকি নয়, চুলের অন্যান্য সমস্যার অস্ত্র হতে পারে হেনা।

বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক ধারা অব্যাহত থাকায় দেশের উন্নতি হচ্ছে ঃ শেখ হাসিনা

শ্যামল সান্যাল, ঢাকা, ২৮ ফেব্রুয়ারি ঃ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, অনেক সংগ্রামের পথ বেয়ে আমরা বাংলাদেশের গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছি। আর গণতান্ত্রিক ধারা অব্যাহত রয়েছে বলেই আজকে দেশের উন্নতি হচ্ছে। মঙ্গলবার ২৮ ফেব্রুয়ারি বিকেলে বাংলাদেশের কিশোরগঞ্জের হাওর উপজেলার মিঠামইনে সুধী সমাবেশে তিনি এসব কথা বলেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশের মানুষের ভাগ্যের উন্নতি করা, তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন করাই আমাদের লক্ষ্য। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আমাদের স্বাধীনতা এনে দিয়েছেন। ১৯৭১ সালের একটি যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ তিনি গড়ে তুলেছিলেন। শূন্য হাতে যাত্রা শুরু করে মাত্র তিন বছর সাত মাস তিন দিন তিনি সময় পেয়েছিলেন দেশের উন্নয়ন করার। বাংলাদেশকে তিনি স্বল্পোন্নত দেশে উন্নিত করেছিলেন। কিন্তু পঁচাত্তরের ১৫ আগস্ট তাকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। তিনি বলেন, যে স্বপ্ন নিয়ে জাতির পিতা দেশ স্বাধীন করেছিলেন। সেই স্বপ্ন পূরণ করাই আমাদের লক্ষ্য। তিনি দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে চেয়েছিলেন। সেই দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটাব, এটাই আমার লক্ষ্য। আর সেই লক্ষ্য নিয়েই আমরা কাজ করে যাচ্ছি দেশের সার্বিক উন্নয়নের জন্য। প্রধানমন্ত্রী বলেন, নৌকায় ভোট দিয়েছে বলেই এদেশের মানুষ স্বাধীনতা পেয়েছে। নৌকায় ভোট দিয়েছে বলেই আজকে কিশোরগঞ্জ আর অবহেলিত নেই। এটি একটি উন্নত জেলা হিসেবে উন্নিত হয়েছে। নৌকায় ভোট দিয়েছে বলেই আজকে এই দেশের মানুষ শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা পাচ্ছে, ডিজিটাল বাংলাদেশ করেছি, সেই সুযোগটা সবাই পাচ্ছে। নৌকায় ভোট দিয়ে আপনারা আমাদের সেবা করার সুযোগ দিয়েছেন। তাই, আপনাদের পাশে সবসময় আমরা আছি। তিনি বলেন, নৌকায় ভোট দিলেই এদেশের উন্নতি হয়, এটা আজকে সর্বজনবিদিত। একমাত্র আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এলেই মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন হয়। আমি যখন ১৯৮১ সালে বাংলাদেশে আসি। প্রত্যন্ত অঞ্চলে ঘুরে আমি মানুষের দুর্দশা দেখেছি। পেটে খাবার নেই, পরনে ছিন্ন বস্ত্র, রোগীর চিকিৎসা নেই ধুঁকে ধুঁকে মারা যায়। গায়ে কোনো মাংস নেই, শুধু হাড় আর চামড়া। চলাচলের ব্যবস্থা নেই। একটা দুর্বিষহ জীবন ব্যবস্থা। ২১ বছর পর আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসার পর দেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পন্ন করে। এরপর আবার ক্ষমতায় আসে ওই বিএনপি-জামায়াত। তারা আবার লুটপাট শুরু করে। লুটপাট, অর্থপাচার, জঙ্গিবাদ, দুর্নীতি, সন্ত্রাস, মানুষ হত্যা আর আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের ওপরে তারা অকথ্য অত্যাচার নির্যাতন চালায়। শেখ হাসিনা বলেন, বিএনপি মানুষের ওপর অত্যাচার আর শোষণ ছাড়া আর কিছু দিতে পারেনি, পারবেও না। কারণ, যাদের হাতে এই দলের সৃষ্টি, তারা জনগণের ভোট ছাড়া অবৈধভাবে সংবিধান লঙ্ঘন করে ক্ষমতায় আসে এবং যেই ক্ষমতা উচ্চ আদালত বলেছে অবৈধ। সেই অবৈধ ব্যক্তির হাতে তৈরি সংগঠন, এরা তো ক্ষমতার উচ্ছিষ্ট বিলিয়ে তৈরি হওয়া দল। তারা জনগণ ও দেশের কথা চিন্তা করে না। তারা ক্ষমতায় আসে লুটপাট করতে। তাই যখনই তারা ক্ষমতায় এসেছে দেশের মানুষের সম্পদ লুট করেছে। এরপর বিদেশে পাচার করে এখন আরাম-আয়েশে দিন কাটাচ্ছে আর আমার দেশের মানুষ কষ্ট পায়। তিনি বলেন, বিএনপি-জামায়াত বা ২০ দলীয় জোট যখনই ক্ষমতায় এসেছে মানুষের দুর্ভোগ বেড়েছে। আর আওয়ামী লীগ যখনই ক্ষমতায় আসে দেশের মানুষের কল্যাণ হয়, মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন হয়। এর আগে, সকাল ১০টা ৫৫ মিনিটে হেলিকপ্টারযোগে ঢাকা থেকে মিঠামইনে পৌঁছান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। দীর্ঘ ২৫ বছর পর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মিঠামইন উপজেলা সদরে গেলেন। এর আগে ১৯৯৮ সালে তিনি সেখানে গিয়েছিলেন। তখনকার হাওর আর বর্তমান সরকারের উন্নয়নের পর এখনকার হাওরের পার্থক্য স্বচক্ষে দেখার জন্য প্রধানমন্ত্রীর এ সফর।

কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যপূরণে প্রযুক্তিতেই আস্থা, ১০ টি সমস্যার তালিকা চাই প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ২৮ ফেব্রুয়ারি ঃ দেশকে ২০৪৭ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পরিণত করার লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে মোদী সরকার। আর এই লক্ষ্যপূরণে সহায়তা করবে প্রযুক্তি। এমনটাই মনে করেন প্রধানমন্ত্রী। মঙ্গলবার (২৮ ফেব্রুয়ারি), 'আনলিসিং দ্য পোটেনশিয়াল ঃ ইজ অব লিভিং ইউজিং টেকনোলজি' (সম্ভাবনা উন্মোচনঃ প্রযুক্তির ব্যবহারে জীবনযাত্রার স্বাচ্ছন্দ্য) বিষয়ে এক বাজেট পরবর্তী ওয়েবিনারে বক্তব্য দেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। ওয়েবিনারে অংশগ্রহনকারী সব পক্ষকে তিনি ১০ টি সমস্যা খুঁজে বের করার আহ্বান করেছেন। সাধারণ মানুষকে যে সমস্যাগুলির সম্মুখীন হতে হয় প্রতিদিন। এআই বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সাহায্য নিয়ে এই সমস্যাগুলির সমাধান করার পরামর্শ দিয়েছেন তিনি। এই ওয়েবিনারে প্রধানমন্ত্রী মোদী আধুনিক ডিজিটাল পরিকাঠামো তৈরির রূপরেখাও

তুলে ধরেছেন। ওয়েবিনারে প্রধানমন্ত্রী মোদী জানান, তাঁর সরকার ছোট ব্যবসার বাধ্যতামূলক খরচগুলি কমাতে চায়। এর জন্য এই ধরনের কোন কোন বাধ্যতামূলক খরচ ছেঁটে ফেলা যেতে পারে, শিল্পজগতের কাছে তার একটি তালিকা চেয়েছেন তিনি। মোদী বলেন, আমরা ছোট ব্যবসার কমপ্লায়েন্স খরচ কমাতে চাই। আপনারা এই ধরনের অপ্রয়োজনীয় বাধ্যতামূলক খরচের তালিকা তৈরি করুন, যেগুলি ছেঁটে ফেলা যেতে পারে। আমরা ৪০,০০০-এর বেশি বাধ্যতামূলক খরচের অবসান ঘটিয়েছি। তিনি আরও জানান, ভারত বর্তমানে আধুনিক ডিজিটাল পরিকাঠামোর উন্নয়ন ঘটানো হচ্ছে। যেমন কর ব্যবস্থাকে সহজতর করতে এবং করদাতাদের যাবতীয় অসুবিধা দূর করতে প্রযুক্তিকে কাজে লাগানো হচ্ছে। এই ভাবে ভারতীয়দের জীবনে গুণগত পার্থক্য আনছে প্রযুক্তি। আর প্রযুক্তি ক্ষেত্রে এখন সবথেকে বেশি চর্চায় রয়েছে ৫ জি এবং আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা। প্রধানমন্ত্রী জানান, চিকিৎসা, শিক্ষা, কৃষির মতো বিবিধ ক্ষেত্রে বিপ্লব আনতে পারে এই দুই প্রযুক্তি। তিনি আরও জানান, তাঁর সরকারের 'এক দেশ এক রেশন' উদ্যোগের মূলই হল প্রযুক্তি। ডিজিটাল বিপ্লবের সুফল যাতে সকল নাগরিকের কাছে পৌঁছায় সেটাই তাঁর সরকারের লক্ষ্য। জন ধন প্রকল্প, আধার এবং মোবাইল নম্বর - এই তিন বিষয় গরীবদের কাছে বিবিধ প্রকল্পের সুবিধা পৌঁছে যাওয়া নিশ্চিত করতে সহায়ক হয়েছে। তিনি আরও বলেন, একুশ শতাব্দী হল প্রযুক্তি চালিত। তবে, এই প্রযুক্তি শুধুমাত্র ডিজিটাল এবং ইন্টারনেট প্রযুক্তির মধ্যে আবদ্ধ থাকবে, তা হতে পারে না। এমনটাই বলেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী।

২৪ ঘন্টায় ভারতে করোনায় আক্রান্ত ১৬৯ জন, সক্রিয় রোগীর সংখ্যা বেড়ে ২,২৫৭

নয়াদিল্লি, ২৮ ফেব্রুয়ারি ঃ ভারতে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়েই চলেছে, বাড়ছে সক্রিয় রোগীর সংখ্যাও। সেই ধারা অব্যাহত থাকল বিগত ২৪ ঘন্টাতেও। সোমবার সারাদিনে ভারতে নতুন করে করোনায় সংক্রমিত হয়েছেন ১৬৯ জন। এই সময়ে নতুন করে কারও মৃত্যু হয়নি। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ১৬৯ জন। দেশে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা বেড়ে ২,২৫৭-এ পৌঁছেছে। এই মুহূর্তে শতাংশের নিরিখে ০.০১ শতাংশ করোনা- রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন ভারতে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৪,৪১,৫৩,৩৪৩ জন করোনা- রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৮.৮০ শতাংশ। দেশব্যাপী টিকাকরণ অভিযানের আওতায় বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে করোনার ভ্যাকসিন পেয়েছেন ০৫ হাজার ৯৭৬ জন প্রাপক, মোট টিকা প্রাপকের সংখ্যা ২২০, ৬৩, ৮৭, ৮৮৯। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ২৭ ফেব্রুয়ারি সারা দিনে ভারতে ১,০০,৫৪০ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে।

আগামী বছরের শেষ নাগাদ সমগ্র দেশে ৫ জি পরিষেবা পৌঁছে যাবেঃ অশ্বিনী বৈষ্ণব

নয়াদিল্লি, ২৮ ফেব্রুয়ারি ঃ আগামী বছরের শেষ নাগাদ সমগ্র দেশে ৫ জি পরিষেবা পৌঁছে যাবে। এই আশ্বাস দিয়েছেন কেন্দ্রীয় কমিউনিকেশন ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব। মঙ্গলবার দিল্লিতে এক সাংবাদিক বৈঠকে বলেছেন, দেশের ৩৮৭ টি জেলা ইতিমধ্যেই ৫ জি পরিষেবার আওতায় এসেছে। তিনি বলেন, ৫ জি কভারেজের প্রথম ধাপের অধীনে, এই বছরের মার্চের শেষ নাগাদ ২০০ টি শহরকে আওতায় আনার সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়েছিল এবং লক্ষ্যমাত্রা এক মাস আগে অর্জিত হয়েছে। তিনি বলেন, ভারত টেলিকম সরঞ্জামের একটি শীর্ষস্থানীয় প্রস্তুতকারক এবং রপ্তানিকারক হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে এবং আগামী বছরগুলিতে মোবাইল রফতানি দশ বিলিয়ন ডলার হতে চলেছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব বলেছেন, বৈশ্বিক কোম্পানিগুলি ভারতের টেলিকম সেক্টরে বিনিয়োগ করতে আগ্রহী। অশ্বিনী বৈষ্ণব আরও যোগ করেছেন, সরকার বেশ কয়েকটি নীতি সংস্কার করেছে যা ভারতকে টেলিকম সরঞ্জাম, গবেষণা ও উন্নয়ন এবং ৫জি রোলআউটের একটি শীর্ষস্থানীয় প্রস্তুতকারক করেছে।

গুজরাটের ভালসাদে ফার্মা কোম্পানিতে বিস্ফোরণে মৃত ২, সমসংখ্যক আহত

গুজরাট, ২৮ ফেব্রুয়ারি ঃ গুজরাটের ভালসাদ জেলায় ফার্মা কোম্পানিতে বিস্ফোরণে প্রাণ হারালেন দু'জন। ভয়াবহ বিস্ফোরণের আহত হয়েছেন আরও দু'জন। সোমবার রাত এগারোটা নাগাদ জিআইডিসি সারিগাম এলাকায় অবস্থিত একটি ফার্মা কোম্পানিতে বিস্ফোরণ হয়। ভালসাদের পুলিশ সুপার জানিয়েছেন, বিস্ফোরণের কারণ অজানা। রাতে সাময়িকের জন্য বন্ধ রাখা হয় উদ্ধারকাজ, পরে মঙ্গলবার সকাল থেকে পুনরায় তা শুরু হয়। পুলিশ জানিয়েছে, সোমবার রাত এগারোটা নাগাদ ভালসাদ জেলার জিআইডিসি রাসায়নিক জোনে সারিগাম এলাকায় অবস্থিত ভান পেট্রোকেম ফার্মা কোম্পানিতে বিস্ফোরণ হয়। বিস্ফোরণের পর আগুন ধরে যায় ও ওই বহুতলের একাংশ ভেঙে পড়ে। দমকল ও পুলিশ সূত্রের খবর, বিস্ফোরণে দু'জনের মৃত্যু হয়েছে ও দু'জনকে আহত অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

ভারতের ৮১তম গ্র্যান্ডমাস্টার হয়েছেন এক মেট্রোকর্মী

কলকাতা, ২৮ ফেব্রুয়ারি ঃ সায়ন্তন দাস, একজন মেট্রোকর্মী ভারতের ৮১ তম গ্র্যান্ডমাস্টার হয়েছেন। সায়ন্তন দাস, মেট্রো রেলের পার্সোনেল বিভাগের একজন কর্মী রবিবার ফ্রান্সে কান ওপেন ২০২৩ জিতে পশ্চিমবঙ্গের ১১ তম গ্র্যান্ডমাস্টার হয়েছেন। এই টুর্নামেন্ট জিতে তিনি গ্র্যান্ডমাস্টার খেতাব পেতে ৩টি বাধ্যতামূলক নিয়মের সাথে ২৫০০ ইলো পয়েন্ট বাধা অতিক্রম করেছেন। এই টুর্নামেন্টের আগে তার ৪টি নিয়ম ছিল। ২০ থেকে ২৬ ফেব্রুয়ারি কানে আয়োজিত এই টুর্নামেন্টে ১২ জন গ্র্যান্ডমাস্টার অংশগ্রহণ করেছিলেন। রাশিয়ান গ্র্যান্ডমাস্টার আলেকজান্ডার মতিলেভ ২৬২৪ ইলো পয়েন্ট নিয়ে এই টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণকারী শীর্ষ রেটেড খেলোয়াড় ছিলেন। শেষ রাউন্ডে তাকে হারিয়েছেন সায়ন্তন। কানে তিনি ৯ রাউন্ড শেষে ৭.৫ পয়েন্ট স্কোর করেন এবং টুর্নির একমাত্র চ্যাম্পিয়ন হন। এর আগে, সায়ন্তন ২০১৩ সালের একটি ক্যালেন্ডার বছরে অনূর্ধ্ব ১৫, অনূর্ধ্ব ১৭ এবং অনূর্ধ্ব ১৯ জাতীয় চ্যাম্পিযনশিপ জিতে সবাইকে চমকে দিয়েছিলেন। তিনি ভিয়েনামে ২০০৮ সালে বিশ্ব অনূর্ধ্ব ১২ চ্যাম্পিয়নও ছিলেন। কানে ট্রফি তোলার পর, সায়ন্তন মেট্রো অফিসার, সহকর্মীদের সাথে তার বাবা-মা এবং কোচদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন তার ক্ষমতায় বিশ্বাস করার জন্য। শ্রী অরুণ অরোরা, মহাব্যবস্থাপক, মেট্রো রেলওয়ে সায়ন্তনকে এই অসাধারণ কৃতিত্বের জন্য অভিনন্দন জানিয়েছেন এবং আশা প্রকাশ করেছেন যে ভবিষ্যতের টুর্নিগুলিতেও তিনি উড়ন্ত রঙ নিযে আসতে সক্ষম হবেন। কানের পরে, সাযন্তন এই সপ্তাহে জার্মানিতে একটি গ্র্যান্ডমাস্টার টুর্নামেন্টে অংশ নেবে। তিনি ১৫ মার্চ, ২০২৩ এ শহরে ফিরে আসবেন।

সাঁতরাগাছি-বলরামপুর-সাঁতরাগাছির মধ্যে হোলি বিশেষ ট্রেন দক্ষিণ-পূর্ব রেলের

কলকাতা, ২৮ ফেব্রুয়ারিঃ হোলি উৎসবের সময় যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড়ের কথা মাথায় রেখে, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে সাঁতরাগাছি-বলরামপুর-সাঁতরাগাছি ০৬.০৩.২৩ তারিখে সাঁতরাগাছি থেকে ০৮.০৩.২৩ তারিখে বলরামপুর থেকে যাওয়ার মধ্যে হোলি স্পেশাল ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ৮১৮৩ সাঁতরাগাছি- বলরামপুর হোলি স্পেশাল ০৬.০৩.২৩ তারিখে ২০.৩০ ঘটিকায় সাঁতরাগাছি ছেড়ে যাবে এবং ০৭.০৩.২৩ তারিখে ২২.০০ ঘটিকায় বলরামপুর পৌঁছবে। ফেরার পথে, ০৮১৮৪ বলরামপুর- সাঁতরাগাছি হোলি স্পেশাল ০৮.০৩.২৩ তারিখে ২১.৩০ ঘটিকায় বলরামপুর ছেড়ে যাবে এবং ০৯.০৩.২৩ তারিখে ২৩.১৫ ঘটিকায় সাঁতরাগাছি পৌঁছাবে। বিশেষ ট্রেনের স্টপেজ থাকবে খড়্গপুর, টাটানগর, পুরুলিযা এবং ভোজুডিহে এসইআর এখতিযারে। এটি এই বিষয়ে ২৩.০২.২৩ তারিখে জারি করা প্রেস বিজ্ঞপ্তির আংশিক পরিবর্তন।

উত্তর পূর্ব রেলের ফেয়ারওয়ে অনুষ্ঠান

গোরখপুর ২৮ ফেব্রুয়ারিঃ প্রিন্সিপাল চিফ পার্সোনেল অফিসার মিঃ বিপিন কুমার সিং, সহকারী প্রকৌশলী, গোরখপুর জনাব দীনেশ কুমার উপাধ্যায়, যিনি ২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩-এ অবসর নেন, তাঁর কক্ষে এদিন গোল্ড প্লেটেড মেডেল, পূরণের পরিমাণ ফর্ম এবং সার্টিফিকেট প্রদান করে সেবা সম্মানিত.পার্সোনেল ডিপার্টমেন্টে আয়োজিত অন্য একটি অনুষ্ঠানে, ১৩ জন ননগেজেটেড রেলওয়্যোন, যারা এই দিন অবসর নিতে চলেছেন, তাদের চিফ পার্সোনেল অফিসারআইআর দ্বারা সংবর্ধিত করা হয়েছিল। শ্রী অবধেশ কুমার গোল্ড প্লেটেড মেডেল, কমপ্লিশন অ্যামাউন্ট ফর্ম এবং সার্ভিস সার্টিফিকেট দিয়ে সম্মানিত। এই উপলক্ষ্যে চিফ পার্সোনেল অফিসার আই.আর. জনাব অবধেশ কুমার বলেন, আপনারা সকলেই অবসরপ্রাপ্ত রেলকর্মীরা তাদের জীবনের বেশিরভাগ সময় রেল পরিষেবায় কাটিয়েছেন, যার জন্য রেল প্রশাসন আপনাদের সকলের কাছে কৃতজ্ঞ। অনুষ্ঠানে পার্সোনেল অ্যান্ড অ্যাকাউন্টস বিভাগের কর্মকর্তা, ইউনিয়নের কর্মকর্তা এবং অবসরপ্রাপ্ত রেলওয়্যোনদের আত্মীয়স্বজনরা উপস্থিত ছিলেন।

লাইনচ্যুত লোকাল ট্রেনের তিনটি বগি

মুম্বই, ২৮ ফেব্রুয়ারি ঃ নবি মুম্বইয়ের কাছে খারকোপার স্টেশনে লাইনচ্যুত হয়ে গেল লোকাল ট্রেনের তিনটি বগি। এই ট্রেন দুর্ঘটনায় কোনও যাত্রী আহত হননি বলে জানা গিয়েছে। মঙ্গলবার সকাল ৮.৪৫ মিনিট নাগাদ বেলাপুর থেকে খারকোপার লোকাল ট্রেনের তিনটি বগি সিউডস-বেলাপুর-উরণ লাইনে, খারকোপার স্টেশনে ঢোকার সময় লাইনচ্যুত হয়। রেলের মুখপাত্র বলেছেন, কোন যাত্রীর ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। উদ্ধারকাজের জন্য রিলিফ ট্রেন ঘটনাস্থলে উদ্দেশ্যে পাঠানো হয়। এই দুর্ঘটনার জেরে বেলাপুর-খারকোপার-নেরুল লাইনে ট্রেন চলাচল বন্ধ থাকে। তবে, হারবার লাইন এবং ট্রান্স-হারবার লাইনের পরিষেবাগুলিতে কোনও প্রভাব পড়েনি।

Name Change

I, JAHINGIR SHEIKH (old name) S/o REFEJADDIN SK residing at 729, Bansghata, North 24 Pgs-743251, WEST BENGAL, INDIA. I have Changed my name (Shall Hence forth be known as) JAHANGIR SHEIKH (New Name), vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 28/02/2023. JAHINGIR SHEIKH and JAHANGIR SHEIKH all are same and one identical person.

Name Change

I, SANDEEP SINGH (Old Name), S/o NAUNIHAL SINGH residing at 22/1, Matri Mandir Lane, Baranagar, 24 Pgs (N)-700035, WB, India, I have changed my name to SANDIP SINGH GREWAL (new name) (DOB-05-01-1979) vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata 28/02/2023. SANDEEP SINGH and SANDIP SINGH GREWAL both are same and one identical person.

Name Change

I, DHEERAJ KUMAR CHATURVEDI (old name) S/o RAMSHABD CHATURBEDI residing at BAMUNARA KANKSA BAMUNARA BARDDHAMAN PIN 713212 WEST BENGAL, INDIA. I have Changed my name (Shall Hence forth be known as) DHIRAJ KUMAR CHATURBEDI, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 28/02/2023. DHEERAJ KUMAR CHATURVEDI and DHIRAJ KUMAR CHATURBEDI all are same and one identical person.

Name Change

I, BHUWANESHWAR PANDEY (old name) S/o SURAJ NATH PANDEY residing at GAON-SAPAHI NIMEJ BUXAR BIHAR 802130 WEST BENGAL, INDIA. I have Changed my name (Shall Hence forth be known as) BHUNESHWAR PANDEY (New Name), vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata On 28/02/2023. BHUWANESHWAR PANDEY and BHUNESHWAR PANDEY all are same and one identical person.

Name Change

I, RUFAJUDDIN SHEIKH (old name) S/o LATE KECHMAT SK residing at Bansghata, Amdobe, N.24 Pgs-743251 WEST BENGAL, INDIA. I have Changed my name (Shall Hence forth be known as) REFEJADDIN SK (New Name), vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata On 28/02/2023. RUFAJUDDIN SHEIKH and REFEJADDIN SK all are same and one identical person.

Name Change

I, AFSANA KHATOON (old name) D/o MUSTAFA residing at 18 Cowies Ghat Road post Shibpur Dist Howrah - 711102 WEST BENGAL, INDIA. I have Changed my name (Shall Hence forth be known as) AFSANA KHATUN, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 28/02/2023. AFSANA KHATOON and AFSANA KHATUN all are same and one identical person.

Name Change

I, NEELAM ZAMAN (old name) D/o TARIQUE ZAMAN residing at 31/1 DEBENDRA MULLICK STREET, KOLKATA-700073 WEST BENGAL, INDIA. I have Changed my name (Shall Hence forth be known as) JACQUELINE ZAMAN, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 28/02/2023. NEELAM ZAMAN and JACQUELINE ZAMAN all are same and one identical person.

Name Change

I, MOHAMMAD NEEJAMUDDIN (old name) S/o LATE ABDUL GANI residing at 14/H/8 BIBI BAGAN LANE, 2 ND FLOOR, PO-TANGRA, KOLKATA-700039 WEST BENGAL, INDIA. I have Changed my name (Shall Hence forth be known as) MOHAMMAD NIZAMUDDIN, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 28/02/2023. MOHAMMAD NEEJAMUDDIN and MOHAMMAD NIZAMUDDIN all are same and one identical person.

তৃণমূল কর্মীরা এখনও সময় আছে শুধরে যান
পরে পালানোর পথ পাবেন না। সুকান্ত

শিল্পী দত্ত, কোচবিহার, ২৮ ফেব্রুয়ারি ঃ ২৫ ফেব্রুয়ারি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামানিকের গাড়িতে হামলার পর সন্ধ্যে গড়াতেই দিনহাটাজুড়ে বিজেপি কর্মী- সমর্থকদের বাড়িঘর ভাঙচুর লুটপাট ও অগ্নি সংযোগের ঘটনায় রণক্ষেত্র হয়ে ওঠে বিস্তীর্ণ এলাকা। পরবর্তীতে দিনহাটার সাহেবগঞ্জ থানার পুলিশ স্বতঃ প্রণোদিত মামলা করে ৪৮ জন বিজেপি কর্মীর বিরুদ্ধে যাদের মধ্যে ২১ জনকে গ্রেফতার করে তারা। বাকিদের খোঁজে গভীর রাতে বিজেপির কর্মী-সমর্থকদের বাড়িতে গিয়ে আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টি করছেন বলে অভিযোগ করেছে পরিবারের লোকজন। সোমবার রাতে স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী কোচবিহারের বিভিন্ন বিজেপি কর্মীদের বাড়িতে গিয়ে দেখা করে তাদের পাশে থাকার আশ্বাস দেন। মঙ্গলবার বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার কোচবিহারে আসেন এবং দিনহাটার বিস্তীর্ণ এলাকায় যে সমস্ত কর্মীর বাড়ি ঘর ভাঙচুর হয়েছে তাদের পরিবারের সাথে কথা বলে পাশে থাকার আশ্বাস দেন। মঙ্গলবার উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেসে নিউ কোচবিহার স্টেশনে নেমে দিনহাটার উদ্দেশ্যে রওনা দেন নিশীথ প্রামাণিক ও সুকান্ত মজুমদার। প্রথমে দিনহাটার সাহেবগঞ্জ বিজেপি কার্যালয়ে গিয়ে পতাকা উত্তোলন করেন। উল্লেখ্য, এই সাহেবগঞ্জ বিজেপি কার্যালয় গত ২৫ তারিখ সবার প্রথম ভেঙেচুরে গুঁড়িয়ে দেয় তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা বলে অভিযোগ। এরপর বামনহাট ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের কালো মাটি এলাকায় বিজেপি কর্মী অভিজিৎ বর্মন এবং কৃষ্ণকান্ত বর্মনের পরিবারের সাথে দেখা করেন তারা। বিজেপির রাজ্য সভাপতি ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী সামনেই পরিবারের লোকজন কান্নায় ভেঙে পড়েন। তারা অভিযোগ করেন জীবন নিয়ে সংশয় রয়েছে

পরিবারের। বসত বাড়িটিও ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে, সামনে যে দোকানগুলি ছিল সেগুলিও ভেঙে দিয়েছে তৃণমূলের দুষ্কৃতীরা বারবার পুলিশকে বলেও এক বিন্দু সাহায্য পাওয়া যাচ্ছে না। এই কালমাটি অঞ্চলে কৃষ্ণকান্ত বর্মনের বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। ২৫ তারিখ রাতে বিজেপি নেতার বাড়িতে আগুন ধরিয়ে ভাঙচুর করে লুটপাট করা হয় বলে অভিযোগ। এর আগেই স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বারংবার জানিয়েছেন তৃণমূল যদি আমাদের কর্মী-সমর্থকদের বাড়ি ভাঙ্গে তাহলে আমি সেই বাড়ি নতুন করে বানিয়ে দেবো, দেখি ওরা কতবার বাড়ি ভাঙ্গে। মঙ্গলবার কালমাটি অঞ্চলে কৃষ্ণকান্ত বর্মনের বাড়িতে গিয়ে বিজেপির রাজ্য সভাপতি এবং স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী সহ অন্যান্য বিজেপি নেতৃত্বরা নতুন করে ভিত্তি স্থাপন করে আসেন এবং বাড়ি বানিয়ে দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন। দিনহাটার তৃণমূল বিধায়ক তথা উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ জানিয়েছিলেন যেখানে যেখানে স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী যাবেন তাকে কালো পতাকা দেখানো হবে যদিও মঙ্গলবার তৃণমূল কর্মী-সমর্থকদের দেখা মিলল না কোথাও। তবে কড়া পুলিশি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল পুলিশ-প্রশাসনের পক্ষ থেকে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কালমাটি অঞ্চলের এক ষাটোর্দ্ধ বৃদ্ধা জানান, সেদিনের ঘটনার পর থেকে এলাকায় পুরুষেরা থাকতে পারছেন না, বাড়িতে শুধু মহিলারা রয়েছেন তাও তারা সুরক্ষিত নন। তিনি বলেন, বিজেপি নেতারা এসেছেন জানিনা রাতে কি হবে! আমাদের জীবন সংশয়ে রয়েছে। তিনি অত্যন্ত বিস্ফোরক অভিযোগ করেন পুলিশের বিরুদ্ধে। তিনি জানান, বারংবার পুলিশকে বললে পুলিশ প্রশাসন উত্তর দেয় আমরা যার খাই তার হয়েই কাজ করব। ফলে সমগ্র এলাকা যেন শ্মশানপুরীর রূপ নিয়েছে। কালমাটি থেকে দিনহাটা শহরের বিজেপি কর্মীদের বাড়িতে গিয়েও দেখা করেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি। বিজেপি রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার হুমকির সুরে বলেন, এখনও সময় আছে তৃণমূল কর্মীরা শুধরে যান, না হলে পালানোর সময় পাবেন না। পাশাপাশি তিনি বলেন এই এলাকায় পুলিশ সুপারের আসা প্রয়োজন ছিল, তার কাজই তো মানুষকে নিরাপত্তা দেওয়া। পুলিশ-প্রশাসন মানুষকে নিরাপত্তা না দিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস জিন্দাবাদ, মমতা ব্যানার্জি জিন্দাবাদ, উদয়ন গুহ জিন্দাবাদ বলছেন। জেলার সাধারণ মানুষের সুরক্ষার দায়িত্ব জেলাশাসক ও পুলিশ সুপারের, তারা তা না করে তৃণমূলের দলদাসে পরিণত হয়েছেন। সুকান্ত বাবু বলেন, সামনে পঞ্চায়েত নির্বাচন আর এই নির্বাচনের আগে যদি তৃণমূল না শুধরায় তাহলে তারা যে ফুলে তুষ্ট সেই ফুলেই তাদের পুজো দেওয়া হবে। যদিও তার এই বক্তব্যকে কটাক্ষ করেছের দিনহাটার বিধায়ক তথা উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহ। উদয়ন বাবু বলেন, বিজেপির রাজ্য সভাপতি পালানোর রাস্তা খুঁজে পায় না। তার জন্য উল্টোপাল্টা এদিক-ওদিক দৌড়ায়। ওর কাছ থেকে শিখে নেব কখন কিভাবে পালাতে হয়। বুড়িরহাটের ঘটনার জন্য তৃণমূল দায়ী। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, যারা দেখেছেন তারা জানেন, আর মানুষ দেখছেন যে একটা রাজনৈতিক দলের রাজ্য সভাপতি কত বড় মিথ্যাবাদী। প্রতিদিন প্রতিনিয়ত যেভাবে রাজনৈতিক হিংসার পারদ চলছে দিনহাটাজুড়ে তাতে আগামী পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে আরও উত্তপ্ত হবে দিনহাটা, এমনটাই মত ওয়াকিবহুল মহলের।

টেলিফোন এক্সচেঞ্জ অফিসে ভয়াবহ আগুন

সুজিত দত্ত, পূর্ব বর্ধমান, ২৮ ফেব্রুয়ারি ঃ বর্ধমান দু'নম্বর ব্লকের বড়শুলের টেলিফোন এক্সচেঞ্জ অফিসে হঠাৎই লেগে যায় আগুন মঙ্গলবার দুপুরে। দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকে চারিদিক। আগুনের লেলিহান শিখা এতটাই হয় যে চারিদিকে কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যায়। খবর দেওয়া হয় বর্ধমান দমকল বিভাগে। খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় দমকল বিভাগের দুটি ইঞ্জিন। পাশাপাশি খবর পেয়ে বর্ধমান ২ নম্বর ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক সুবর্ণা মজুমদার সহ পঞ্চায়েত সমিতির সমস্ত আধিকারিকেরা ঘটনাস্থলে এসে উপস্থিত হন। কয়েক ঘন্টা পর নিয়ন্ত্রণে আসে আগুন। এ দিনের এই অগ্নিকান্ডের বিষয়ে পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অরুণ গোলাদার বলেন, আমরা বিডিও অফিসে মিটিং করছিলাম। হঠাৎ দেখতে পাই আগুনের লেলিহান শিখা এবং চারিদিকটা কালো ধোঁয়ায় ঢেকে গেছে। আমরা তখন ছুটে আসি এবং ইলেকট্রিক অফিসে ফোন করি যাতে সমস্ত রকম ইলেকট্রিসিটি বন্ধ করে দেওয়া হয়। ইতিমধ্যেই দমকলের একটি ইঞ্জিন এসে উপস্থিত হয়েছে এবং আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। স্থানীয় বাসিন্দা বিশ্বজিৎ মন্ডল বলেন, আমরা তড়িঘড়ি বাড়িতে এসে গ্যাসের সিলিন্ডার সরাই। এসে দেখি দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে। আমরা খানিকটা আতঙ্কিত হয়ে পড়েছি। যদিও আগুন এখন খানিকটা নিয়ন্ত্রণে আছে। দমকল বিভাগের স্টেশন অফিসার দীপক সেন বলেন, এটা ইচ্ছাকৃতভাবে আগুন লাগানো হয়েছে। আগুন না লাগানো হলে এখানে কি করে আগুন লাগে আপনারা বলুন! ভিতরের সমস্ত রকম যে কেবিল তারগুলি ছিল সেগুলো পুড়ে গেছে। তবে যেটা আগুন আমরা নিয়ন্ত্রণে আনতে পেরেছি। স্থানীয় মহিলারা বারবার অভিযোগ তোলেন এর ভিতরে বিভিন্ন রকম তার এবং গাছপালা গজিয়ে উঠেছে। যেগুলো কোনদিনই পরিস্কার করা হয় না, তার জন্যই এইরকম ভয়াবহ আগুন লেগে যায় এখানে। অবিলম্বে এই টেলিকম সংস্থার চত্বর পরিস্কার করা হোক এবং নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হোক এমনকি এদিনের এই ঘটনা যাতে পুনরায় না ঘটে, সেদিকে খেয়াল রাখুক প্রশাসন।

গিরিশচন্দ্র ঘোষের জন্মদিবস পালন

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২৮ ফেব্রুয়ারি ঃ বাংলা নাট্য সাহিত্যের পথ প্রদর্শক গিরিশচন্দ্র ঘোষের ১৮০তম জন্মদিবস। মঙ্গলবার শিলিগুড়ি পুর নিগমের তরফ থেকে বাংলা নাট্য সাহিত্যের পথ প্রদর্শক গিরিশচন্দ্র ঘোষের ১৮০তম জন্মজয়ন্তী উদযাপন করা হয়। বাংলা নাটক সাহিত্যের পথপ্রদর্শক গিরিশচন্দ্র ঘোষের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেন শিলিগুড়ি পুরনিগমের মেয়র গৌতম দেব ছাড়াও আরও বিশিষ্টজনেরা। উক্ত অনুষ্ঠানে আজ সকালে শিলিগুড়ি পুরনিগমের মেয়র, ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার, পুরনিগমের চেয়ারম্যান পুতুল চক্রবর্তী, পুর কমিশনার সুনাম ওয়াংদি ভুটিয়া ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন পুরনিগমের অন্যান্য কাউন্সিলার এবং এমএমআইসিরা। মেয়র গৌতম দেব প্রথমে মাল্যদান করেন। তারপর কাউন্সিলার এবং অন্যান্যরা মাল্যদান করেন। মেয়র জানান আমাদের মধ্যে গিরিশচন্দ্র ঘোষের মত নাট্যকার ছিলেন এটা সৌভাগ্যের ব্যাপার। আমাদের উচিত এই মহান মনীষীদের মনে রাখা। উপস্থিত সকলেই গিরিশচন্দ্র ঘোষের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন।

পথ দুর্ঘটনায় মৃত স্কুলের করণিক

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ২৮ ফেব্রুয়ারি ঃ মুর্শিদাবাদের ভরতপুরে পথ দুর্ঘটনায় মর্মান্তিক মৃত্যু হল স্কুলের করণিকের। পুলিশ জানিয়েছে মৃতের নাম ফুলছড়ি খাতুন (২৭)। বাড়ি বড়ঞা থানার কুমারই গ্রামের চুয়াপুর ব্রিজ সংলগ্ন এলাকায়। মুর্শিদাবাদ জেলার সালার থানার অন্তর্গত সালারের মল্লিকপাড়া উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে করণিক ছিলেন তিনি। সোমবার বিকালে স্কুল ছুটি করে বাড়ি ফেরার সময়ে ভরতপুর থানার অন্তর্গত চৌয়াপুর এলাকায় একটি ডাম্পারের ধাক্কা মারলে গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে কান্দি মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। চিকিৎসকেরা তার অবস্থার অবনতি দেখলে তড়িঘড়ি তাকে বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করেন। বর্ধমান যাওয়ার পথে নবগ্রামকোটের কাছেই তার মৃত্যু হয়। সোমবার রাতেই কান্দি মহকুমা হাসপাতালে দেহ ফিরিয়ে নিয়ে আসে পরিবার। মঙ্গলবার দুপুরে কান্দি মহকুমা হাসপাতাল মর্গে দেহ ময়নাতদন্ত করার পর দেহ তুলে দেওয়া হয় পরিবারের সদস্যদের হাতে। তাঁকে হারিয়ে শোকের ছায়া নেমে এসেছে পরিবারে। বার বার পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু। সেফ ড্রাইভ, সেভ লাইফ কর্মসূচি নিয়ে উঠছে প্রশ্ন! কয়েক বছর আগেই স্কুল শিক্ষা দফতরের গ্রুপ সি পদে চাকরি পান। পরিবারের স্বচ্ছতা আনতেই তিনি কর্মরত ছিলেন। আর স্কুল করে তার বাড়ি ফেরা হল না। বাড়ি ফিরছে মঙ্গলবার তার নিথর দেহ। ঘটনায় ঘাতক ডাম্পার ও চালক পলাতক বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। সমস্ত ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

বেলিয়াতোড়ের জঙ্গলে অগ্নিকাণ্ড

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ২৮ ফেব্রুয়ারি ঃ ফের জঙ্গলে আগুন। সোমবার মেজিয়ার মালিয়াড়ার আদিবাসী পাড়া সংলগ্ন জঙ্গলে আগুনের রেশ মিটতে না মিটতেই মঙ্গলবার বেলিয়াতোড়ের জঙ্গলে খাঁড়ারি জঙ্গলে আগুন লাগে। হাতি উপদ্রুত এই এলাকায় গভীর জঙ্গল খাঁড়ারি। এই সময় গাছের পাতা ঝরে শুষ্কতৃপ্ত হচ্ছে, দীর্ঘ ছ'মাস বৃষ্টি নেই, লতাপাতা জাতীয় গাছ সব শুকিয়ে কাঠ, তাই সহজেই আগুন ছড়িয়ে পড়ছে। আগুন লাগার সঠিক কারন জানা না গেলেও একটি দুস্কৃত চক্র এই কাজে লিপ্ত থাকতে পারে বলে অনুমান করছেন এলাকাবাসী। জঙ্গলে আগুন লাগিয়ে তাদের কি কাজ পূর্ন হচ্ছে তা নিয়ে নানা মত থাকলেও এর ফলে প্রাকৃতিক ভারসাম্য যেমন নষ্ট হচ্ছে তেমনি জঙ্গলের পশুপাখি, কীট পতঙ্গ নিকেশ হচ্ছে। অপরদিকে এই এলাকায় ৭৪টির মত হাতি আস্তানা গেড়েছে। মাঝে মাঝেই এরা লোকালয়ে হানা দিচ্ছে, ফসল ঘরবাড়ি নষ্ট হচ্ছে, মানুষের প্রাণ যাচ্ছে। আগুন লাগার পর জঙ্গলের বেশ কিছু জায়গা পুড়ে ফাঁকা হয়ে গেছে। আগুন লাগার ফলে হাতিরা লোকালয়ে হানা দেবে।

বারিকুলের গ্রামে দুয়ারে চিকিৎসরা

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ২৮ ফেব্রুয়ারি ঃ বাঁকুড়ায় শুরু হল দুয়ারে চিকিৎসক। হাতের নাগালে অভিজ্ঞ চিকিৎসকদের পেয়ে বেজায় খুশি রানিবাঁধ ব্লকের প্রত্যন্ত গ্রাম বারিকুল। বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিকেল কলেজ থেকে ৭০ কিমি দূরে অবস্থিত দক্ষিণ বাঁকুড়ার জঙ্গলমহলের। এই সমস্ত এলাকার মানুষজন রোগের জ্বালায় অনেক কষ্টে করে ছুটে যান বাঁকুড়া মেডিকেল কলেজে। এবার রোগীদের দরজায় এসে পৌঁছে গেল বাঁকুড়া মেডিকেলের চিকিৎসক দল। মঙ্গলবার সকালে শাল পিয়াল মহুয়ার জঙ্গলের রাস্তা ধরে বারিকুল পৌঁছান বাঁকুড়া মেডিকেলের বিভিন্ন বিভাগের চিকিৎসকরা। বারিকুল স্বাস্থ্য কেন্দ্রে অস্থায়ী ক্যাম্প করে মেডিসিন, নিউরো, হার্ট, চক্ষু, শিশু, স্ত্রী রোগ সহ ১৫টি বিভাগের চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়ার কাজ শুরু করে দেন তাঁরা। এদিকে, গ্রামে ডাক্তার আসছেন খবর পেয়ে বিভিন্ন অসুবিধা নিয়ে ভীড় জমায় স্থানীয় মানুষজন। টিকিট কেটে বিভিন্ন রোগের পরিষেবা পেলেন চিকিৎসা করাতে আসা স্থানীয় মানুষজন। শুধু চিকিৎসা পরিষেবা নয়, এই পরিষেবার পাশাপাশি রক্ত পরীক্ষা, ইসিজি ও মেডিসিন পরিষেবাও দেওয়া হয় এদিনের দুয়ারে ডাক্তার শিবির থেকে। এই বিষয়ে খাদ্য দফতরের প্রতিমন্ত্রী জ্যোৎস্না মান্ডি বলেন, মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগে একদিনের দুয়ারে সরকারে এই সমস্ত এলাকার মানুষের অনেক সুবিধা পেয়েছেন। এলাকার মানুষের আরও যে সকল দাবি রয়েছে তা আমরা খতিয়ে দেখব। অপরদিকে, বাঁকুড়া মেডিক্যাল কলেজের সুপার সপ্তর্ষি চট্টোপাধ্যায় বলেন, যারা এতদিন চিকিৎসকের কাছে ছুটে যেতেন, আজ সেই চিকিৎসকরাই গ্রামে আসাতে খুশি গ্রামের মানুষজন। দুয়ারে ডাক্তার ক্যাম্পে বিভিন্ন রোগের চিকিৎসা পেয়ে ভীষণ ভাবে খুশি প্রত্যন্ত এলাকার বাসিন্দারা।

শান্তিনিকেতনে বসন্ত বন্দনা ঘিরে বিতর্ক

দেবশ্রী মজুমদার, শান্তিনিকেতন, ২৮ ফেব্রুয়ারি ঃ মানুষ সাথে নিয়ে গ্রামীণ অর্থনীতি জাগানোর ঐতিহ্য ভুলিয়ে দিয়ে বসন্ত বন্দনার আয়োজনে জোর বিতর্ক শান্তিনিকেতনে। মানুষকে সাথে নিয়ে বসন্ত উৎসব হবে, এমন ঐতিহ্য ছিল গুরুদেবের শান্তিনিকেতনে। কারণ, দোল বা হোলিকা উৎসবের মতো ধর্মীয় অনুষঙ্গের সঙ্গে বসন্ত উৎসবের আদপে কোন মিল কোনদিন ছিল না। কিন্তু উৎসব বাদ দিয়ে বন্দনাতে থেমেছেন বর্তমান উপাচার্য। শুধুমাত্র ২০১৯ সাল ছাড়া মানুষ বাদ দিয়ে বসন্ত বন্দনা-র অনুষ্ঠান করেন বিশ্বভারতী উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তী। মানুষ বাদ দিয়ে ২০২২ সালে বসন্ত বন্দনা করেন। কিন্তু মানুষ ছাড়া উৎসব হয় না। এটা উপাচার্যকে কে বোঝাবে! তিনি তো মানুষ চান না। তাঁর কাছে মাথা ব্যাথা হলে মাথা কেটে দেওয়ার দাওয়াই আছে। না হলে ২০১৯ সালে ভিড়ে সমস্যা হলো বলে, তার সমাধান না করে, বসন্ত উৎসব তুলে দিলেন তিনি, বলে মন্তব্য করেন ব্যবসায়ী সুনীল মণ্ডল। ২০২২ সালেও মানুষের প্রবেশ অধিকার ছিল না। সাধারণত দোলের দিন বসন্ত উৎসব হতো বিশ্বভারতীতে। প্রাক্তন ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য সবুজ কলি সেন বলেন, প্রাক্তন উপাচার্য অম্লান দত্তের আমলেও একবার অন্যদিন হয়েছে। তবে, তিনি মানুষকে নিয়েই বসন্ত উৎসব করেন। মানুষকে বাদ দিয়ে কোনদিন বসন্ত উৎসব হয় নি। অন্যদিন যে হয় নি, তা নয়। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের আমলে অনেকবারই দোলের দিন বসন্ত উৎসব না হয়ে, অন্যদিন হয়েছে। বিশ্বভারতী বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে জানিয়েছে যে চলতি বছরের ২ মার্চ সন্ধ্যা থেকে লোকসংস্কৃতি উৎসব ও রাত ন'টায় গৌরপ্রাঙ্গনে বৈতালিকের মাধ্যমে শুরু হবে বসন্ত বন্দনা। ৩ মার্চ ভোর পাঁচটায় বৈতালিক, সাতটায় গৌরপ্রাঙ্গনে শোভাযাত্রা ও অনুষ্ঠান, সন্ধ্যা সাতটায় গৌরপ্রাঙ্গনে নৃত্যনাট্য মায়ার খেলা এবং সন্ধ্যা সাড়ে ছটায় পূর্ণ দাস বাউলের গান অনুষ্ঠিত হবে। তবে বসন্ত বন্দনা অনুষ্ঠানে সাধারণের প্রবেশ নিষেধ থাকছে। এরফলে বোলপুর শান্তিনিকেতনে বসন্ত উৎসব কেন্দ্রিক পর্যটন ব্যবসা মার খাবে। এই বসন্ত উৎসবকে কেন্দ্র করে হোটেল ব্যবসা থেকে সাধারণ মানুষের জীবন জীবিকার চরম ক্ষতি শিকার করতে হচ্ছে এই উপাচার্যর সময় থেকে। কারন তিনি পৌষমেলা থেকে বসন্ত উৎসব সব বন্ধ করে দিয়েছেন। কবিগুরু মার্কেটের কর্ণধার আমিনুল হোদা, বোলপুর ব্যবসায়ী সমিতির সুনীল সিং এবং খোয়াই রোশানি রিজর্ট সকলের একই বক্তব্য যে মানুষ উৎসবে যোগদান করতে পারলে সবাই বাঁচতো। কবিগুরু মার্কেটের আমিনুল হোদা বলেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ঐতিহ্য সব তুলে দিয়েছেন এই উপাচার্য। তার বিদায় না হলে পৌষ উৎসব বা বসন্ত উৎসব কিছুই হবে না। প্রসঙ্গতঃ ২০১৯ সালে বসন্ত উৎসবের সময় প্রচুর ভিড় হয়। তার ফলে বিশৃঙ্খলা হয়। তারপর থেকেই বসন্ত উৎসব বন্ধ করে দেন বর্তমান উপাচার্য। বিশ্বভারতী সূত্রে জানা গেছে, কবির বালকপুত্র শমীন্দ্রনাথ ১৯০৭ সালে খেলাচ্ছলে এই ঋতু উৎসবের সূচনা করেছিলেন। বছরের বাঁধাধরা একটা দিনে আশ্রমে উৎসব হত না এমনটা নয়। ১৯২৩ সালে মাঘী পূর্ণিমায় শান্তিনিকেতনে বসন্ত উসব পালিত হয়। ফাল্গুনী পূর্ণিমায় আশ্রম সম্মিলনীর অধিবেশনে আবারও আয়োজন করা হয়েছিল বসন্ত বন্দনার। সে বারই শ্রীপঞ্চমীর দিনও আম্রকুঞ্জের সভায় বসেছিল উৎসবের আসর। তাই নির্দিষ্ট দিনে হবে তাও যেমন ঠিক ছিল না, তেমনি স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়াও হয়। ১৯৮২ সালে বসন্ত উৎসব স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নেন তদান্তীন উপাচার্য অম্লান দত্ত। পরে অবশ্য নিয়ম রক্ষার বসন্ত উৎসব পালিত হয়।

দিঘায় কমপ্লেন বক্স

দুরন্ত বার্তা, দিঘা, ২৮ ফেব্রুয়ারি ঃ দিঘার সমুদ্র সৈকতে মিলবে নতুন পরিষেবা! এই পরিষেবার মাধ্যমে পর্যটকরা সরাসরি তাঁদের অভিযোগ জানাতে পারবেন। এতদিন জনপ্রিয় পর্যটনকেন্দ্র দিঘায় বেড়াতে এসে সমস্যায় পড়লে সরাসরি অভিযোগ করার সেরকম কোন পরিকাঠামো ছিল না। কিন্তু এবার ঘুরতে এসে কোনরকম সমস্যার সম্মুখীন হলে পর্যটকরা অভিযোগ জানাতে পারবেন। পর্যটকদের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করতে এবার প্রশাসনের উদ্যোগে দিঘার বিভিন্ন জায়গায় বসতে চলেছে কমপ্লেন বক্স। উল্লেখ্য, দিঘার সমুদ্র সৈকতে প্রতিবছর ঘুরতে আসেন প্রচুর পর্যটক। ঘুরতে এসে পর্যটকদের বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। কখনও মাত্রাতিরিক্ত হোটেল ভাড়া, কখনও আবার খাবারের গুণগত মান নিয়ে সমস্যা। এছাড়াও অটো-টোটোর অতিরিক্ত ভাড়া, সেই সাথে দাপট বা দৌরাত্ম্যও কম থাকে না শহরের অটো ও টোটো চালকদের। এছাড়াও অনেক সময় মদ্যপ মানুষের দাপাদাপিও থাকে। ইভটিজিংয়ের মতোও ঘটনা ঘটে। এতদিন অভিযোগ জানাতে গেলে যেতে হত থানায়। ফলে ঝক্কি কম ছিল না। মানুষ বেড়াতে এসে আনন্দ করার পরিবর্তে থানা-পুলিশ করবে? তাই এতদিন পর্যটকরা সমস্যা হলেও মুখ বুজে সহ্য করে নিতেন। এবার সহ্য করার দিন শেষ। জেলাশাসকের নির্দেশ মেনে শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় অভিযোগ জানানোর জন্য কমপ্লেন বক্স বসানোর উদ্যোগ নিচ্ছে দিঘা-শঙ্করপুর উন্নয়ন পর্ষদ। দীঘা শহরের বিভিন্ন প্রান্তে থাকবে এই কমপ্লেন বক্স। পর্যটকরা তাঁদের অভিযোগ লিখিত আকারে সরাসরি জমা দিতে পারবে এই কমপ্লেন বক্সে। অভিযোগ গ্রহণের পর দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হবে এবং সমস্যার সমাধান করা হবে বলে জানিয়েছেন প্রশাসনিক আধিকারিকেরা। একই সাথে একটি হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরও চালু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

কোচবিহারে ব্যবসা বন্ধের ডাক ব্যবসায়ীদের

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ২৮ ফেব্রুয়ারি ঃ কোচবিহার পরিচালিত পৌরসভার বেহাল দশা ও ভগ্ন দালানগুলির অবিলম্বে সংস্কার, বর্ধিত ট্রেড লাইসেন্সের ফিস কমানো, পৌরসভা পরিচালিত বাজারের ঘরগুলির বর্ধিত ভাড়া লাঘব এবং পৌরসভা পরিচালিত বাজারের দোকানঘর হস্তান্তর ও নামজারির দাবিতে আগামী ১৩ মার্চ কোচবিহার শহরের সমস্ত ব্যবসা বন্ধের ডাক দিল কোচবিহার জেলা ব্যবসায়ী সমিতি। কোচবিহার জেলা ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক সুরজ ঘোষ বলেন, ব্যবসায়ী সমিতির দীর্ঘদিনের দাবি। কোচবিহারে নতুন পৌর বোর্ড হবার পর একাধিকবার আমরা এই দাবিগুলি পৌরপতির কাছে রেখেছিলাম কিন্তু দীর্ঘদিন হয়ে গেলেও এই সমস্যার সমাধান হচ্ছে না। কোচবিহারের শহরের প্রাণকেন্দ্র ভবানীগঞ্জ বাজারের বেহাল দশা, প্রতিনিয়ত ভেঙে পড়ে চাঁই, আহত হন সাধারণ মানুষ। এই নিয়ে আমরা বারংবার বিভিন্ন মহলে অভিযোগ জানিয়েও লাভের লাভ কিছুই হয়নি। তাই কোন উপায় না দেখে আগামী ১৩ ফেব্রুয়ারি একদিনের প্রতীকী ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়েছে। যদিও এই ধর্মঘটের আওতার বাইরে থাকবে জরুরী পরিষেবার দোকানপাট। তিনি বলেন, আগামী দিনে যদি এই সমস্যার সমাধান না হয় তাহলে আমরা লাগাতার ধর্মঘটে যেতে বাধ্য হব। যদিও এই বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে কোচবিহার পৌরসভার পৌরপতি রবীন্দ্রনাথ ঘোষ ক্ষোভ উগরে দেন ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদকের বিরুদ্ধে। তিনি বলেন, ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক একজন মিথ্যেবাদী। কোচবিহার পৌরসভা পরিচালিত রাসমেলা থেকে ব্যবসায়ীরা দশ-বিশ হাজার করে ৩০ লক্ষ টাকা চাঁদা তুলেছেন বেআইনিভাবে। বর্ধিত ভাড়া প্রসঙ্গে বলেন, অন্যান্য সমস্ত পৌরসভায় স্কোয়ার ফিটে যেখানে ১০ থেকে ১২ টাকা সেখানে কোচবিহার পৌরসভার মাত্র দুই থেকে তিন টাকা। পাশাপাশি তিনি বলেন, তাদের বেশ কিছু দাবি আমরা মেনেছি বোর্ড মিটিংয়ে এবং সিদ্ধান্ত হয়েছে তারপরেও এহেনও বক্তব্য কোনো মতেই মেনে নেওয়া যায় না। তিনি সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা বলে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করছেন। প্রসঙ্গত, কোচবিহার পৌরসভা নির্বাচনের সময় রবীন্দ্রনাথ ঘোষের বিভিন্ন প্রচারে দেখতে পাওয়া গিয়েছিল বর্তমান কোচবিহার জেলা ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক সুরজ ঘোষকে। এমত অবস্থায় ব্যবসায়ী সমিতির ব্যবসা বন্ধের পরিপ্রেক্ষিতে সরাসরি ভাবে ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদককে দায়ী করলেন পৌরপতি রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। কোচবিহার ব্যবসায়ী সমিতির ডাকা এই ধর্মঘটকে সমর্থন করেছে কোচবিহার জেলা বিজেপি। এই প্রসঙ্গে কোচবিহার জেলা বিজেপির সভাপতি তথা বিধায়ক সুকুমার রায় বলেন, পৌরসভা তিনগুণ ট্যাক্স বাড়িয়েছে এবং যে টাকা তারা ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে আদায় করে সেই টাকা তারা ব্যবহার করে না। দুর্নীতি ভরে গেছে পৌরসভায় আর সে কারণেই এই টাকাগুলো শুধুমাত্র নিজেদের পকেটে যাচ্ছে। পৌরসভা শুধু যদি ট্যাক্সের টাকা ব্যবহার করত সঠিকভাবে তাহলে কোচবিহারের রাস্তাঘাট, নিকাশী নালা থেকে শুরু করে সমস্ত কিছুর সমাধান হতো। তাই আমরা এর আগেও ব্যবসায়ীদের সাথে কথা বলেছি আমরা তাদের পাশে রয়েছি। স্বভাবতই সরাসরি ভাবে বা এক কথায় বলা যায় পৌরপতির সাথেই যুদ্ধে কোচবিহার ব্যবসায়ী সমিতির।

ক্ষতিগ্রস্থদের সাহায্য

মালদা, ২৮ ফেব্রুয়ারি ঃ মালদার মালতিপুর বিধানসভার ক্ষেমপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের মালাহার গ্রামে সোমবার রাতে মালাহার গ্রামের হাফিজুদ্দিন ও তার ছেলের সহ আব্দুল রাজ্জাক, কলিমুদ্দিনের বাড়িতে আগুনের ঘটনা ঘটে। হঠাৎই ঘরের জানালা থেকে ধোঁয়া দেখতে পান পরিবারের সদস্যরা। ঘরে প্রবেশ করে দেখেন দাউদাউ জ্বলছে ঘরের আসবাব পত্র। পরিবারের সদস্যদের চিৎকারে ছুটে আসেন প্রতিবেশীরা। খবর দেওয়া চাঁচল অগ্নিনির্বাপক কেন্দ্রে। ঘটনাস্থলে পৌঁছায় দমকলের একটি ইঞ্জিন। শেষমেশ ঘন্টাখানের প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন দমকলকর্মীরা। তবে ততক্ষনে সব কিছু পুড়ে ছাই হয়ে যায়।ঘরের মজুত পোশাক ও খাদ্য দ্রব্য সহ সমস্ত কিছু গ্রাস করে আগুন। ঘরে তিল তিল করে জমানো রাখা নগদ ৩ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা পুড়ে ছাই হয়ে যায় বলে দাবি করা হয়েছে। আগুনের শিখা এতটাই প্রবল ছিল যে টাকা উদ্ধার করার সময় পায়নি পরিবারের সদস্যরা। কান্নায় ব্যাকুল হয়ে পড়ে কলিমুদ্দিন ও তার স্ত্রী। এদিনে হাফিজুদ্দিন ও রাজ্জাকদের বাড়ি পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। তাদের ক্ষয়ক্ষতি প্রচুর হয়েছে। সব মিলিয়ে চারটি পরিবারের প্রায় দশ লক্ষাধিক টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে অনুমান। সেই অসহায় পরিবারের পাশে দূত হয়ে গেলেন মালতিপুরের বিধায়ক আব্দুর রহিম বক্সি। জানা গিয়েছে এদিন তৃণমূল নেতৃত্বে তরফে ওই ক্ষেমপুর অঞ্চলে দিদির সুরক্ষা কবচ কর্মসূচি চলছিল। আগুনের খবর পেয়ে কিন্তু বিধায়ক তথা তৃণমূলের দূতরা পৌঁছেন কলিমুদ্দিনের বাড়িতে। বিধায়ক রহিম বক্সির তরফে আর্থিক সাহায্য করা হয়েছে। চাঁচল-২ নং ব্লকের বিডিও দিব্যজ্যোতি দাস জানান, ব্লক দফতরে আবেদন করলেই সরকারি সাহায্য করা হবে।

ট্রাক্টর চালককে চড় পুলিশ কর্মীর

দুরন্ত বার্তা, কালিয়াগঞ্জ, ২৮ ফেব্রুয়ারি ঃ পুলিশকর্মীর বিরুদ্ধে ট্রাক্টর চালককে চড় মারার অভিযোগ ঘিরে উত্তেজনা ছড়াল উত্তর দিনাজপুরের কালিয়াগঞ্জে। অভিযোগ, দ্রুত ট্রাক্টর চালানোর জন্য এক পুলিশকর্মী ট্রাক্টর চালককে চড় মারেন ও অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করেন। এরপরই মঙ্গলবার পুলিশি হেনস্তার অভিযোগে রায়গঞ্জ-বালুরঘাট ১০ (এ) রাজ্য সড়ক অবরোধ করলেন স্থানীয়রা। ঘটনার সূত্রপাত কালিয়াগঞ্জের বিবেকানন্দ মোড়ে। তিলগাঁও এলাকা থেকে কালিয়াগঞ্জের অভিমুখে একটি ট্রাক্টর আসছিল। চালক লতিফুর রহমানের অভিযোগ, বিবেকানন্দ মোড়ে ট্রাক্টরটিকে থামান কালিয়াগঞ্জ থানার পুলিশ আধিকারিক মোয়াজ্জেম হোসেন। ট্রাক্টরটি দ্রুত গতিতে চালানোর অভিযোগ তুলে তাঁকে অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করা হয়। এরপর তাঁকে সজোরে চড়ও মারা হয় বলে অভিযোগ। এই ঘটনার পরে তিলগাঁও পুলিশ চেকপোস্ট এলাকার রাজ্য সড়কে পুলিশ আধিকারিকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের দাবিতে পথ অবরোধ করেন ওই ট্রাক্টর চালক ও স্থানীয়রা। লতিফুর রহমান জানান, দীর্ঘ চল্লিশ বছর ধরে তিনি ট্রাক্টর চালান। কোনওদিন এ ধরনের ঘটনার সম্মুখীন হননি। ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী মোবারক হোসেন জানান, এদিন ইটভাটায় যাচ্ছিলেন লতিফুর রহমান। তাঁকে বিনা অপরাধে চড় মারেন ওই পুলিশ আধিকারিক। যদিও এই বিষয়ে ওই পুলিশ আধিকারিক কোনও মন্তব্য করতে চাননি। রায়গঞ্জের পুলিশ সুপার মহম্মদ সানা আখতার জানান, ট্রাক্টর চালকের কোনও অভিযোগ থাকলে তিনি কালিয়াগঞ্জ থানায় অভিযোগ দায়ের করতে পারেন। তদন্ত করা হবে। যদিও এনিয়ে কোনও অভিযোগ দায়ের হয়নি।

প্রশ্নপত্র বিভ্রাটের ঘটনায় চাঞ্চল্য তপনে

দুরন্ত বার্তা, তপন, ২৮ ফেব্রুয়ারি ঃ মঙ্গলবার মাধ্যমিকের জীবন বিজ্ঞান পরীক্ষা দিন প্রশ্নপত্র বিভ্রাটের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায়। তপন থানার অন্তর্গত ভাইওর জালালিয়া হাই স্কুলে এই ঘটনা ঘটেছে বলে জানা গিয়েছে। মঙ্গলবার পরীক্ষার দিন ভুল করে ওই স্কুলে পৌঁছে যায় ইতিহাস পরীক্ষার প্রশ্ন। বাক্স খুলতেই বিষয়টি নজরে আসে পরীক্ষক সহ স্কুল কর্তৃপক্ষের। স্কুল কর্তৃপক্ষের তরফে বাক্সসহ গোটা প্রশ্নপত্র তপন থানায় নিয়ে আসা হয়। পরীক্ষার শুরুর নির্ধারিত সময়ের ১০ মিনিট পর ভাইওর জালালিয়া হাইস্কুলে শুরু হয় জীবন বিজ্ঞান পরীক্ষা। গোটা বিষয়টি মধ্যশিক্ষা পর্ষদে পাঠানো হয়েছে। তবে পরীক্ষার্থীদের ইতিহাসের প্রশ্ন বিলি করা হয়নি বলে স্কুল কর্তৃপক্ষ সূত্রে জানা গিয়েছে। নির্ধারিত সময়ের ১০ মিনিট পর পরীক্ষা শুরু হওয়ার কারণে পরীক্ষার্থীদের মধ্যে সময় নিয়ে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। তবে স্কুলের তরফে পরীক্ষার্থীদের জন্য অতিরিক্ত ১০ মিনিট সময় বরাদ্দ করা হয়। যদিও এই বিষয় নিয়ে মুখে কুলুপ এঁটেছে স্কুল কর্তৃপক্ষ থেকে জেলা স্কুল পরিদর্শক সহ দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা পুলিশ ও প্রশাসনিক আধিকারিকরা।

বংশপরম্পরায় আজও মাদুর বুনছেন শিল্পীরা

জয়দীপ মৈত্র, দক্ষিণ দিনাজপুর, ২৮ ফেব্রুয়ারি ঃ বংশপরম্পরায় আজও মাদুর কাঠি চাষ ও মাদুর তৈরি করে চলেছেন দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বংশীহারী ব্লকের কুশকারী এলাকার পীরপুকুর গ্রামের প্রায় শতাধিক পরিবার। প্রসঙ্গত দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বংশীহারী পঞ্চায়েত এলাকার বিভিন্ন জায়গাতে বিশেষ করে হরিরামপুর, কুশকারী, ধুমশাদীঘি সহ বিভিন্ন গ্রামে বংশপরম্পরাকে প্রাধান্য দিয়ে আজও মাদুর শিল্পকে টিকিয়ে রাখার জন্য শতাধিক পরিবারের সদস্যরা মাদুর তৈরি করে চলেছেন। জানা গেছে, এই এলাকার প্রত্যেকটি বাড়ির সদস্যরা দীর্ঘদিন ধরেই তাদের নিজস্ব জমি বা অন্যের জমি চুক্তিবদ্ধ করে নিয়ে মাদুরকাঠির চাষ করে মাদুর তৈরি করে তা বাজারে বিক্রি করছেন। আর এতেই তাদের লক্ষীর ভাঁড় পূর্ণ হচ্ছে। তথাকথিতভাবে মাদুর তৈরি করে সেই আয়ের টাকায় সংসার চলে এই এলাকার শতাধিক পরিবারের। উল্লেখ্য, প্রতিবছর ফাল্গুন-চৈত্র মাসে জমিতে মাদুরকাঠির চাষ করা হয় এবং আশ্বিন-কার্তিক মাসে সেই মাদুর কাঠি জমি থেকে কেটে বাড়িতে তোলা হয়। একবার বছরে জমিতে বীজ বপন করলে তা তিন বছর আর করার প্রয়োজন পড়ে না, সেই বীজেই নতুন মাদুরকাঠি থেকেই তারা মাদুর কেটে মাদুর তৈরি করে বাজারজাত করবার জন্য প্রস্তুত করে। তারা প্রতিদিন খেটেখুটে প্রায় আট থেকে দশটি মাদুর তৈরি করেন। পাইকারি দরে ২০০ থেকে আড়াইশো টাকা হিসেবে বিক্রি করা হয় বিভিন্ন হাটে-বাজারে। তথাকথিতভাবে মাদুর শিল্পকে বাঁচাবার জন্য দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার কুশকারী এলাকার পীর পুকুরের প্রায় শতাধিক পরিবার মাদুর শিল্পকে বাঁচিয়ে রেখেছেন বংশপরম্পরায়। তারা দীর্ঘদিন ধরে কাজ করলেও কোনরকম সরকারি সুযোগ-সুবিধা পাননি বলে অভিযোগও করেন ওই এলাকার একাংশ মাদুর শিল্পীরা। এই বিষয়ে মাদুর শিল্পী সুশীল দেবনাথ (৬০) জানান, বাপ ঠাকুরদার আমল থেকে চলে আসা ব্যবসাকে টিকিয়ে রেখেছি বংশপরম্পরার মধ্যে দিয়ে। তবে বাজারে জিনিসের দ্রব্যমূল্য হওয়ার ফলে আমাদের মাদুর তৈরি করা ও চাষ করা বড় দুস্কর হয়ে উঠেছে। কোনরকম সরকারী সহযোগিতা না পাওয়ায় খুবই সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছি আমরা তথা এই মাদুর শিল্পীরা। পাশাপাশি এই মাদুর তৈরি করবার জন্য নানারকম রাসায়নিক সার প্রয়োগ করা হয়। এরপর সেগুলো কেটে নিয়ে এসে বাড়িতে মাদুর তৈরি করা হয়, বিভিন্ন হাটে বাজারে বিক্রি করা হয় পাইকারি দরে। তাছাড়াও বছরের একটা লাভের অংশ আসলেও সেখান থেকে জিনিসের দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি হওয়ার জন্য খরচা হয় বেশি। সরকারি সহযোগিতা পেলে খুব উপকার হত। এছাড়াও মাসে প্রায় ১০ থেকে ১৫ হাজার টাকা আয় হলেও এই দ্রব্যমূল্যের বাজারে খুব কষ্টে দিন গুজরান করতে হয়। সরকার যদি ওই একবার আমাদের মত এই মাদুর শিল্পীদের দিকে নজর দিতেন তাহলে খুব উপকৃত হতাম। বলাবাহুল্য দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার কুশকারী এলাকার বিভিন্ন গ্রামের এই মাদুর শিল্পীরা বংশপরম্পরার টানে আজও এই মাদুর শিল্পকে বাঁচিয়ে রেখেছেন তাদের ঐকান্তিক চেষ্টায়।

Office of the ONDA 1 GRAM PANCHAYAT
ONDA, BANKURA
Tender is invited by the undersigned for the following works under NITs given below.

NIT No.	Nature of Work	Date of publish	No. of works	Last Date of Dropping of Sealed Tender	Date of opening
NIT-29/CFC-BG/2022-23	Construction of Culvert	24-02-2023	1	06-03-2023 up to 5 P.M.	09-03-2023

For details please visit office of the undersigned.
Sd/- Pradhan
Onda 1 G.P

NOTICE INVITING TENDER
NIT No. 10 of 2022-23/PO/BCW/JAL, Dt. 28-02-2023 for three (3) nos. of works at different locations within the district of Jalpaiguri. Last date of bid submission is 09-03-2023 (for two no. of works) and 15-03-2023 (for one no. of work). Details may be known from the office of the undersigned on any working day.
Visit www.wbtenders.gov.in.
Sd/- P.O-cum-D.W.O.
BCW. Jalpaiguri

NOTICE INVITING TENDER
NIT No. 11 of 2022-23/PO/BCW/JAL, Dt. 28-02-2023 for nineteen (19) nos. of works at different locations within the district of Jalpaiguri. Last date of bid submission is 09-03-2023 (for eighteen no. of works) and 15-03-2023 (for one no. of work). Details may be known from the office of the undersigned on any working day.
Visit www.wbtenders.gov.in.
Sd/- P.O-cum-D.W.O.
BCW. Jalpaiguri

রাহুলকে নিয়ে বিরাট বার্তা রোহিতের

ইন্দোরে সুযোগ মিলবে!

ইন্দোর, ২৮ ফেব্রুয়ারিঃ শুভমন গিল নাকি লোকেশ রাহুল! এ নিয়ে বিতর্কের শেষ নেই। লোকেশ রাহুল একেবারেই ফর্মে নেই। তারপরও তাঁকে লাগাতার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। অথচ ছন্দে থাকা সত্ত্বেও রিজার্ভ বেঞ্চে কাটাতে হচ্ছে তরুণ ওপেনার শুভমন গিলকে। প্রাক্তন ক্রিকেটাররা অনেকেই তুলোধনা করেছেন টিম ম্যানেজমেন্টের এই সিদ্ধান্তকে। ইন্দোর টেস্টের আগে লোকেশ রাহুলের সহ অধিনায়কত্ব কেড়ে নেওয়া হয়েছে। মনে করা হচ্ছে, এ বার একাদশ থেকেও বাদ পড়তে চলেছেন লোকেশ রাহুল। অধিনায়ক রোহিত শর্মা সরাসরি এ বিষয়ে মন্তব্য করলেন না। তবে ম্যাচের আগে সাংবাদিক সম্মেলনে তাঁর মন্তব্য যথেষ্ঠ ইঙ্গিতপূর্ণ। ইন্দোরে ভারত-অস্ট্রেলিয়া তৃতীয় টেস্টের আগে কী বললেন ভারত অধিনায়ক রোহিত শর্মা? প্রথম দুটি টেস্টের পর দীর্ঘ বিরতি ছিল। রবিবার থেকে ইন্দোরে প্রস্তুতি শুরু করে ভারতীয় দল। এ দিন ছিল অপশনাল ট্রেনিং। লোকেশ রাহুল অনুশীলনে আসেননি। রোহিতের সঙ্গে পাশাপাশি নেটে

দীর্ঘ সময় ব্যাটিং করেন শুভমন গিল। শুধু তাই নয়, শর্ট লেগে ফিল্ডিং অনুশীলন করতেও দেখা যায় শুভমনকে। এর থেকে অনেক ইঙ্গিতই পাওয়া যায়। যদিও রাহুলের বাদ পড়াকে সিলমোহর দিচ্ছেন না রোহিত। বলছেন, ''আজ আমাদের অপশনাল ট্রেনিং ছিল। শুধু শুভমনই নয়, সূর্য, ঈশানদের মতো অনেকেই প্র্যাক্টিসে এসেছে। আর রাহুলের ভাইস ক্যাপ্টেন্সি চলে যাওয়া মানেই কোনও কিছুর ইঙ্গিত করে না। রাহুল দলের অন্যতম সিনিয়র ক্রিকেটার। শুভমনও ভালো খেলছে। এই ম্যাচে কাদের খেলানো হবে, আমরা এখনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিইনি। কেন না, শেষ মুহূর্তে কারও চোটও থাকতে পারে। টসের সময়ই একাদশ ঘোষণা পছন্দ করি। এখনও অবধি সকলেই ফিট।'' অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়, সিনিয়র ক্রিকেটারদের বাদ দেওয়া হলে বলা হয়, 'চোট' রয়েছে। রাহুলের ক্ষেত্রেও এমন কিছু ঘটে কী না, সেটাই দেখার। তবে রাহুলের ফর্ম এবং বাইরে থেকে শুভমন খেলানো নিয়ে যেভাবে আওয়াজ উঠছে, তাতে টিম ম্যানেজমেন্ট ভাবতে বাধ্য। দলের বাকিদের নিয়ে স্বস্তিতে রোহিত। বিশেষত মাঝের এই বিরতি দলকে আরও চাঙ্গা করছে, এমনটাই বলছেন রোহিত। বলেন, ''চার-প্যাচ ম্যাচের সিরিজ খেললে এমন দুই ম্যাচের পর এরকম একটা বিরতি থাকে। দেশের বাইরে খেলতে গেলে, এই বিরতিতে আমরা কখনও প্রস্তুতি ম্যাচ খেলি বা টিমের যে ভাবে পছন্দ সে ভাবে সময় কাটাই। দেশে খেলা থাকলে, বাড়ি যাওয়ার সুযোগ পাই, পরিবারের সঙ্গে সময় কাটাতে পারি। আরও তরতাজা হয়ে ফিরি। টানা ক্রিকেট খেলতে খেলতে একটা ব্রেক সবসময়ই জরুরি।''

ওয়াংখেড়েতে বসছে মূর্তি, কী বলছেন সচিন?

মুম্বই, ২৮ ফেব্রুয়ারিঃ কেরিয়ার শুরু হয়েছিল এখানেই। কেরিয়ারের শেষ টেস্ট খেলেছিলেন সেই ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামেই। বিশ্বকাপ জয়ের স্মৃতিও টাটকা। সেই ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে বসছে সচিন তেন্ডুলকরের মূর্তি। মুম্বই ক্রিকেট সংস্থার তরফে এ কথা নিশ্চিত করা হয়েছে। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের খবর অনুযায়ী, সচিনের ৫০তম জন্মদিন কিংবা এ বছর ওডিআই বিশ্বকাপের সময় ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে সচিনের মূর্তি বসতে পারে। ভারতীয় ক্রিকেটের রত্নকে বিশেষ সম্মান দিতে চলেছে মুম্বই ক্রিকেট সংস্থা। ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়েছেন ১০ বছর হয়ে গেল। সচিন তেন্ডুলকরের জনপ্রিয়তা এক বিন্দুও কমেনি। হয়তো কোনওদিন কমবেও না। বিশ্ব ক্রিকেটে নানা রেকর্ড তাঁর দখলে। এর মধ্যে অন্যতম ২০০টি টেস্ট খেলা। বিশ্বের প্রথম এবং একমাত্র ক্রিকেটার যিনি ২০০ টেস্ট খেলেছেন। আর কেরিয়ারের এই মাইলফলক ম্যাচটি খেলেছেন মুম্বইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামেই। মুম্বই ক্রিকেট সংস্থার কর্তারা আশাবাদী ২৩ এপ্রিল সচিনের ৫০তম জন্মদিনে এই স্ট্যাচু বসানোর কাজ সম্পূর্ণ করা যাবে। একান্তই না হলে, অক্টোবর-নভেম্বরে ওডিআই বিশ্বকাপের সময়। মুম্বই ক্রিকেট সংস্থার সভাপতি অমোল কালে এ প্রসঙ্গে বলেন, ''ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে এটিই প্রথম স্ট্যাচু হতে চলেছে। ঠিক কোন জায়গায় বসানো হবে, সেটা এখনও ঠিক হয়নি। সচিন তেন্ডুলকর ভারতরত্ন। ক্রিকেটের জন্য সচিন কী করেছে, সেটা সকলেরই জানা। ৫০ বছর পূর্ণ করতে চলেছেন সচিন। আমাদের তরফে এটা একটা ওকে সম্মান জানানোর ছোট্ট প্রয়াস। তিন সপ্তাহ আগেই সচিনের সঙ্গে এ বিষয়ে কথা হয়েছিল। ওর অনুমতি মিলেছে।'' ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে সচিনের নামে স্ট্যান্ড রয়েছে। এ ছাড়াও মুম্বইয়ের আর এক কিংবদন্তি সুনীল

গাভাসকরের নামে একটি কর্পোরেট বক্সও রয়েছে ওয়াংখেড়েতে। এ ছাড়াও প্রাক্তন ক্রিকেটার তথা নির্বাচক প্রধান দিলীপ বেঙ্গসরকারের নামে স্ট্যান্ড রয়েছে। দেশের মধ্যে মাত্র তিনটি স্টেডিয়ামে এমন স্ট্যাচু রয়েছে। এ বার সচিনের স্ট্যাচু বসছে ওয়াংখেড়েতে। মাস্টার ব্লাস্টার নিজে বলছেন, ''আমার কাছে দারুণ সারপ্রাইজ। আমার কেরিয়ার এখানে শুরু হয়েছিল। এই মাঠে অবিস্মরণীয় কিছু স্মৃতি রয়েছে। তার মধ্যে সেরা মুহূর্ত বলা যায়, এই মাঠেই আমরা ২০১১ ওডিআই বিশ্বকাপ জিতেছি।''

ফিফার পুরস্কারেও আর্জেন্টিনার দাপট

বর্ষসেরা মেসি

প্যারিস, ২৮ ফেব্রুয়ারিঃ ফিফার বর্ষসেরা পুরস্কারে আর্জেন্টিনার দাপট। পুরুষদের ক্যাটেগরিতে বর্ষসেরা কোচ, ফুটবলার এবং গোলকিপার, তিন জনই আর্জেন্টিনার। এমনকি সেরা সমর্থকের পুরস্কারও আর্জেন্টিনার দখলে। প্যারিসে অনুষ্ঠিত হল ফিফার অ্যাওয়ার্ড সেরিমনি। ২০২২ সালের বর্ষসেরা ফুটবলারের দৌড়ে ছিলেন লিওনেল মেসি, করিম বেঞ্জেমা এবং কিলিয়ান এমবাপে। ক্লাব ফুটবলে অনবদ্য পারফর্ম করেছিলেন করিম বেঞ্জেমা। ক্যাপ্টেন এবং দলের সিনিয়র ফুটবলার, দুই ভূমিকাতেই সফল লিওনেল মেসি। ফাইনালে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে এগিয়ে গেলেও এমবাপের হ্যাটট্রিকে ম্যাচ গড়ায় টাইব্রেকারে। রুদ্ধশ্বাস ম্যাচ শেষে চ্যাম্পিয়নের খেতাব লিওনেল মেসির হাতেই। ফিফার বর্ষসেরা পুরস্কারে বাকি দু-জনকে পিছনে ফেলে সেরার পুরস্কার জিতে নিলেন লিওনেল মেসি। পুরুষদের ক্যাটেগরিতে বর্ষসেরা কোচের পুরস্কার জিতলেন লিওনেল স্কালোনি। আর্জেন্টিনাকে বিশ্বসেরা করার পুরস্কার পেলেন স্কালোনি।

জিতেছিলেন ব্যালন ডি'অরও। তবে চোটের জন্য শেষ মুহূর্তে কাতার বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে যান করিম। পরে আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে অবসর ঘোষণা করেন। কাতার বিশ্বকাপ ফাইনালে মুখোমুখি হয়েছিল আর্জেন্টিনা ও ফ্রান্স। টানা দ্বিতীয় বার বিশ্বকাপ জেতার সুযোগ ছিল ফ্রান্সের সামনে। শেষ অবধি টাইব্রেকারে চ্যাম্পিয়ন হয় আর্জেন্টিনা। কাতার বিশ্বকাপের আগে সর্বকালের অন্যতম সেরা লিওনেল মেসি জানিয়েছিলেন, এটিই তাঁর শেষ বিশ্বকাপ। ১৯৮৬'র পর বিশ্বকাপের স্বাদ থেকে বঞ্চিত ছিল আর্জেন্টিনা। দেশ এবং নিজের কেরিয়ারের জন্যও বিশ্বকাপ জিততে চেয়েছিলেন মেসি। শুরুতেই অবশ্য বড় ধাক্কা খায় আর্জেন্টিনা। গ্রুপ পর্বের প্রথম ম্যাচেই সৌদি আরবের কাছে হার। নকআউটে যাওয়া নিয়েই সংশয় তৈরি করে। বাকি ম্যাচ জিতে শুধু নকআউটই নয়, ফাইনাল অবধিও পৌঁছোয়। সেরা কোচের দৌড়ে ছিলেন রিয়াল মাদ্রিদের কার্লো আন্সেলোত্তি এবং ম্যাঞ্চেস্টার সিটির পেপ গুয়ার্দিওলা। শেষ অবধি সেরার পুরস্কার আর্জেন্টাইন কোচের দখলে। ফিফার বর্ষসেরা গোলকিপারের পুরস্কার জিতলেন এমিলিয়ানো মার্টিনেজ। আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপ জয়ের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে মার্টিনেজেরও। ফাইনালেও এক্সট্রা টাইমে অনবদ্য একটি সেভ করেন। না হলে ম্যাচ হয়তো টাইব্রেকার অবধিও গড়াত না। ফিফা বর্ষসেরা মহিলা ফুটবলারের পুরস্কার জিতলেন স্পেন তথা বার্সেলোনার ফরোয়ার্ড অ্যালেক্সিয়া পুতেয়াস। ব্যালন ডি'অরও জিতেছিলেন তিনিই। মহিলাদের ক্যাটেগরিতে বর্ষসেরা গোলকিপারের পুরস্কার জিতেছেন ইংল্যান্ডের মেরি ইয়ার্পস। তেমনই মহিলাদের বর্ষসেরা কোচের খেতাব জিতেছেন ইংল্যান্ড জাতীয় দলের কোচ সারিনা উইম্যান।

ভারতের মহিলা ক্রিকেটারদের ফিটনেস এবং ফিল্ডিং নিয়ে হতাশ মিতালি! দিলেন পরামর্শ

মুম্বই, ২৮ ফেব্রুয়ারিঃ কদিন আগেই ভারতের প্রাক্তন মহিলা ক্রিকেটার এবং কিংবদন্তি হিসেবে যাকে ধরা হয় সেই ডায়ানা এডুলজি বলেছিলেন বারবার এভাবে ট্রফি জিততে না পারা মেয়েদের ব্যর্থতা প্রমাণ করে। ছেলেদের সমান যখন টাকা পাচ্ছে তখন মেয়েদের থেকে ছেলেদের মতই পারফরম্যান্স আশা করেন সবাই। না হলে বিসিসিআইকে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে বলেছিলেন তিনি। তবে ডায়নার মতো অতটা আক্রমণাত্মক না হলেও ভারতের মহিলা ক্রিকেট দলের পারফরমেন্স নিয়ে যে খুশি নন সেটা জানিয়ে দিলেন মিতালি রাজ। ভারতের কিংবদন্তি মিতালি বলছেন এই দলটা স্মৃতি, হরমন এবং দীপ্তি শর্মার উপর বেশি মাত্রায় নির্ভরশীল। রিচা এবং রেনুকা সাম্প্রতিক সময় ভাল খেলছেন ঠিক কথা। কিন্তু আইসিসি টুর্নামেন্ট চ্যাম্পিয়ন হতে গেলে মেয়েদের যে পারফরম্যান্স দরকার সেটা করতে পারছে না ভারত। অতীতে মিতালি নিজেও বিশ্বকাপ ফাইনাল খেলে চ্যাম্পিয়ন হতে পারেননি। তাই বিশ্বাস করেন ভারতীয় মেয়েদের মধ্যে ক্ষমতা আছে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার। কিন্তু অস্ট্রেলিয়া ইংল্যান্ডের কাছাকাছি যেতে গেলে ফিটনেস এবং ফিল্ডিং দুটোর মান আরও বাড়াতে হবে। মিতালি বলছেন এই ভারতীয় মেয়েদের ড্রেসিংরুম বেশ ভাল।

ইগো নেই, একে অপরকে সম্মান করে। জুনিয়র এবং সিনিয়র আমি মেশিন ভাল। একটা দল হয়ে লড়াই করার মানসিকতা আছে। কিন্তু সেটাই সব নয় চ্যাম্পিয়ন হতে গেলে। লড়াকু মানসিকতা এবং বড় ম্যাচ চাপে পড়ে গেলে বের হওয়ার ক্ষমতা তৈরি করতে হবে। এই জায়গাতেই পিছিয়ে আছে ভারত। অনেকে যেমন অধিনায়ক হরমনকে ম্যাচ শেষ না করে আসার জন্য দোষ দিচ্ছেন, সেটা মনে করেন না মিতালি। তার মতে সেদিন হরমনকে জেমিমা ছাড়া সাপোর্ট দেওয়ার কেউ ছিল না। তাই তাকে আগ্রাসী হতেই হয়েছিল। মিতালি অবশ্য পুরনো কথা নিয়ে পড়ে থাকতে রাজি নন। তার আশা মেয়েদের আইপিএল খেলে ভারতের মেয়েরা অনেক বেশি তৈরি হয়ে যাবে মানসিকভাবে। চাপের ম্যাচ কিভাবে উদ্ধার করতে হয় সেটা শিখে যাবে। বিদেশি ক্রিকেটারদের সঙ্গে ড্রেসিংরুম শেয়ার করার সুবিধা পাবে। তবে বিসিসিআইকে মিতালির অনুরোধ মেয়েদের ফিটনেস বাড়ানোর ক্ষেত্রে জোর দিতে হবে। না হলে অস্ট্রেলিয়া ইংল্যান্ড অথবা দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে পাওয়ার গেমে পারবে না ভারত। তাছাড়া মিতালি বলছেন ভারতীয় ক্রিকেটে অন্তত ভাল মানের দুজন অলরাউন্ডার এবং রেনুকার পর একজন ফাস্ট বোলার তৈরি করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

নেতৃত্বই ফর্মে ফেরাবে! বিশ্বাস স্টিভ স্মিথের

ইন্দোর, ২৮ ফেব্রুয়ারিঃ একটা সময় ডন ব্র্যাডম্যানের সঙ্গে তুলনা করা হত। 'পরবর্তী ডন'ও বলা হত স্টিভ স্মিথকে। তারপর সব ওলট পালট হয়ে গিয়েছে। দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে বল বিকৃতি কান্ডে জড়ানো, নির্বাসন। ফিরে আসার পর 'প্রতারক' তকমা গায়ে নিয়ে নিয়ে খেলা। স্টিভ স্মিথের স্বাভাবিক হতে সময় লেগেছিল অনেকটা। তার উপর নেতৃত্বের নির্বাসনও ছিল। সেটা ওঠার পরও নেতৃত্ব দেওয়া হয়নি। অনেকেই মনে করেছিলেন, তাঁকে ফের নেতৃত্ব দেওয়া মানে ভুল বার্তা যাবে। তবে না দিয়ে পারেওনি ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া। সরাসরি অধিনায়ক করা না হলেও ভারপ্রাপ্ত অধিনায়ক হিসেবে খেলেছেন। টিম পেইন বিদায়ের পর প্যাট কামিন্সকে নেতৃত্ব দেওয়া হয়। দেশের মাটিতে সাফল্যও পাচ্ছিলেন কামিন্স। ভারত সফরে ডাহা ফেল। নেতৃত্ব হোক কিংবা বোলিং। ব্যক্তিগত সমস্যায় দেশে ফিরেছেন কামিন্স। ফলে ইন্দোর টেস্টে অস্ট্রেলিয়ার নেতৃত্বে ইন্দোর টেস্টের আগে স্মিথ বলছেন, ''আমি অন্তত ৯৫টি (৯৪) টেস্ট খেলেছি, এমন পরিস্থিতি খুব কমই এসেছে, যখন নিজের উপরই বিশ্বাস রাখতে পারিনি। ক্রিজে নামার কিছুক্ষণের মধ্যেই মাথা নীচু করে মাঠ ছেড়েছি। আমার নিজেরও মনে হচ্ছিল-আমি এটা কী করছি! প্রচণ্ড রাগ হয়েছে, কেরিয়ারে এমন সময় খুব এসেছে।'' এরপরই ইতিবাচক মন্তব্য বিশ্বের অন্যতম সেরা ব্যাটারের গলায়। বলছেন, ''এখান থেকে অনেক কিছু শেখারও রয়েছে। এভাবে আমি খেলতে চাইনি। আমরা যেন অতিরিক্ত তাড়াহুড়ো করেছি। বিষয়টা নিয়ে সতীর্থদের সঙ্গে কথাও বলেছি। আমাদের আরও সতর্ক হয়ে খেলতে হবে।'' ইন্দোরে একটিই ম্যাচ খেলেছে অস্ট্রেলিয়া। স্টিভ স্মিথের নেতৃত্বেই। সেটি ছিল ওডিআই ম্যাচ। এ বার টেস্ট খেলবে, নেতৃত্ব দেবেন স্টিভ স্মিথ। ২০১৭ সালের সেই সফরে অস্ট্রেলিয়া ১-২ ব্যবধানে টেস্ট

সিরিজ হারলেও স্টিভ স্মিথ ভালো পারফর্ম করেছিলেন। এ বার চার ইনিংসে তাঁর অবদান মাত্র ৭১ রান। ব্যাটিং গড় ২৩.৬৬। নেতৃত্ব পাওয়ায় ফের জ্বলে উঠবেন? স্মিথ বলছেন, ''নেতৃত্ব দিলে আমার সেরা পারফরম্যান্স বেরিয়ে আসে। প্যাটের (কামিন্স) অনুপস্থিতিতে নেতৃত্ব দিতে মুখিয়ে রয়েছি। এখানকার পরিবেশ, পরিস্থিতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। এখানে খেলা মানে আমার কাছে সেকেন্ড হোম। ভারতে প্রচুর খেলেছি। সামনের ম্যাচ গুলির জন্য মুখিয়ে রয়েছি।'' ফের স্টিভ স্মিথ। নেতৃত্বই ফর্মে ফেরাবে, বিশ্বাস স্মিথের। বুধবার শুরু হচ্ছে ইন্দোর টেস্ট। নাগপুর ও দিল্লি টেস্টে লজ্জাজনক হারে বর্ডার-গাভাসকর ট্রফিতে ০-২ পিছিয়ে অজিরা। এই ম্যাচ থেকে ঘুরে দাঁড়াতে পারলে অন্তত কিছুটা সম্মান উদ্ধার করা যাবে। সেদিকেই নজর ব্যাটসম্যান এবং অধিনায়ক স্মিথের। গত দুই ম্যাচে তাঁর পারফরম্যান্সও স্ক্যানারে। বিশ্বের সেরা চার ব্যাটারের মধ্যে ধরা হয় স্মিথকে। এই সিরিজে তার সামান্য ঝলকও দেখা যায়নি।

ইন্দোরের পিচের চরিত্র নিয়ে ধন্দে অস্ট্রেলিয়া!

ইন্দোর, ২৮ ফেব্রুয়ারিঃ বর্ডার গাভাসকর ট্রফিতে এখনও পর্যন্ত নিজেদের খুঁজে পায়নি অস্ট্রেলিয়া। সিরিজে ০-২ এ পিছিয়ে অজিরা। রোহিত শর্মার ভারতীয় টিম চমকার ক্রিকেট খেলছে। নাগপুর ও দিল্লির পর এ বার ইন্দোর। হোলকার স্টেডিয়ামে হতে চলেছে সিরিজের তৃতীয় টেস্ট। কিন্তু এই মাঠের পিচ নিয়ে তৈরি হয়েছে ধন্দ। বোঝাই যাচ্ছে না পিচের চরিত্র। অনেকে মনে করছেন, এটি লাল মাটির পিচ। অনেকের দাবি, এটি কালো মাটির পিচ। কিন্তু দুই দলের ক্রিকেটাররা কী ভাবছেন? পিচের কোন প্রত্যাশিত চরিত্র মাথায় নিয়ে মাঠে নামবেন তাঁরা? ভারতের পরিবর্তিত আবহাওয়া মানেই মাঠ থেকে মাঠের পিচ পরিবর্তন। এক দিকে, দক্ষিণের মাঠগুলিতে যেমন লাল মাটির পিচ দেখা যায়, তেমনই উত্তরের মাঠগুলিতে দেখা যায় কালো মাটির পিচ। কিন্তু মাটির রঙের সঙ্গে পিচের চরিত্রের কি পরিবর্তন হয়? কেনই বা এত মাহাত্ম রাখে মাটির রং? লাল মাটির পিচ মানেই বাউন্স। খেলা গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে পিচ ভাঙতে শুরু করে। পঞ্চম দিন অবধি খেলা গড়ালে সেই পিচের সঙ্গে রোলাঁ গারোর সুরকির মাঠের সঙ্গে কোনও পার্থক্যই থাকে না এই পিচগুলির। ফাস্ট বোলাররা যেমন বাউন্স পান, সে রকমই স্পিনাররাও সাহায্য পান পিচ থেকে। পিচের ঘূর্ণি তাঁদের সাহায্য করে। এই পিচে যদি পর্যাপ্ত পরিমাণ জল না দেওয়া হয় তা হলে দ্রুত ভাঙতে থাকে এই লাল মাটির পিচ। যা ব্যাটারদের জন্য বেশ মুশকিলের ব্যাপার। চিন্নাস্বামী, ওয়াংখেড়ের পিচ হল এই ধরনের পিচ। অন্য দিকে, কালো মাটির পিচ মানে কম বাউন্স। জল দেওয়া হলে কালো মাটি নিজের গঠন ধরে রাখতে পারে। ফলে পিচ তাড়াতাড়ি ভেঙে যায় না। ব্যাটারদের জন্য এটি খুবই ফলপ্রসূ। ব্যাটে বলে আসে সাবলীল। যার ফলে বড় বড়

শট নিতে পারেন তাঁরা। দিল্লির ফিরোজ শাহ কোটলা, মোহালি এবং ইডেনে রয়েছে এ ধরনের কালো মাটির পিচ। মজার ব্যাপার হল, ইন্দোরের পিচে এই দুই ধরনের চরিত্রই রয়েছে। পিচের ওপরের স্তরে রয়েছে লাল মাটি। খেলার অন্তিম দিনগুলিতে যখন এই স্তর নষ্ট হয়ে কালো মাটি বেরিয়ে আসার পরেই শুরু হবে আসল ক্রিকেট। সেই সময়ে দুই দলের ক্রিকেটাররা কী ভাবে এমন পিচের সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে নেন সেটাই সবচেয়ে বড় পরীক্ষা। আগের দুটো টেস্ট পাঁচদিন গড়ায়নি। যে কারণে বিসিসিআইকে বেশ সমালোচনার মুখে পড়তে হয়েছিল। ইন্দোরের ভারত-অস্ট্রেলিয়ার ম্যাচ দেখার জন্য মুখিয়ে রয়েছে হোলকার স্টেডিয়াম এবং তার দর্শকরা। তাই খেলা যাতে লম্বা গড়ায় সে দিকে নজর রাখা হয়েছে, এমনই বলা হচ্ছে। তা কি হবে। নাকি, অন্য কিছুর সাক্ষী থাকতে হবে। সিরিজে ০-২ পিছিয়ে থাকা অস্ট্রেলিয়ার কাছে ইন্দোর আবার বড়সড় পরীক্ষা হতে চলেছে।

কাজে এল না বাজবল! রোমাঞ্চকর টেস্টে মাত্র ১ রানে জয় নিউজিল্যান্ডের

ওয়েলিংটন, ২৮ ফেব্রুয়ারিঃ বাজবল। বিশ্ব ক্রিকেটেও সাড়া ফেলেছে এই শব্দটি। একের পর এক দাপুটে জয়ে ইংল্যান্ডও প্রমাণ করেছে। নিউজিল্যান্ডের মাটিতে প্রথম টেস্টে জিতেছিল ইংল্যান্ড। মাউরটি মঙ্গানুইতে সেই জয়ই ছিল দীর্ঘ ১৫ বছরের ব্যবধানে নিউজিল্যান্ডের মাটিতে ইংল্যান্ডের প্রথম জয়। দ্বিতীয় ম্যাচে অবশ্য বাজবল কাজে এল না। সব ফরম্যাটের থ্রিলার ছাপিয়ে গেল। থ্রিলার বললেও বোধ হয় কম বলা হয়। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে মাত্র ১ রানের রুদ্ধশ্বাস জয়। নিউজিল্যান্ডের পারফরম্যান্সের সামনে কাজে এল না ইংল্যান্ডের বিধ্বংসী ক্রিকেট। প্রথম টেস্টে সহজেই জিতেছিল তারা। দ্বিতীয় টেস্টে ঘটনাবহুল ম্যাচ। দ্বিতীয় টেস্টের শেষ দিন মোট ৯৮ ওভারে ২১০ রান প্রয়োজন ছিল ইংল্যান্ডের। মাত্র ১ রানের জয় ছিনিয়ে নিল নিউজিল্যান্ড। ঘরের মাঠে ফলো অন খেয়েছিল নিউজিল্যান্ড। আশা ছাড়েনি তারা। ওয়েলিংটনের শেষ দিন এমন একটা ফল অপেক্ষা করছে তা হয়তো কেউ প্রত্যাশা করেননি। ফলো অন থেকে অভাবনীয় প্রত্যাবর্তন। টেস্ট ক্রিকেটের ইতিহাসে অন্যতম সেরা ম্যাচ হয়ে থাকবে নিউজিল্যান্ড বনাম ইংল্যান্ড এই টেস্ট। প্রথম ইনিংসে ৪৩৫-৮ স্কোরে ডিক্লেয়ার করে ইংল্যান্ড।

জবাবে নিউজিল্যান্ড মাত্র ২০৯ রানেই অলআউট হয়ে যায়। টিম সাউদির 'বাজবল' ইনিংস ঘরের মাঠে কিউয়িদের লজ্জার হাত থেকে বাঁচিয়েছিল। সাউদি মাত্র ৪৯ বলে ৭৩ রান করেছিলেন। ইংল্যান্ডের জেমস অ্যান্ডারসন (৩) ও স্টুয়ার্ট ব্রড (৪) পেস জুটি ৭ উইকেট নিয়েছিল। বাকি ৩ উইকেট নিয়েছিলেন বাঁ হাতি স্পিনার জ্যাক লিচ। ফলো অন খেয়ে দ্বিতীয় ইনিংসে প্রতিরোধ গড়ে নিউজিল্যান্ড ব্যাটিং। দুই ওপেনার টম ল্যাথাম ৮৩ এবং ডেভন কনওয়ে ৬১ রান করেন। ইনিংসের মোড় ঘোরে কেন উইলিয়ামসনের ব্যাটিংয়ে। ২৮২ বলে ধৈর্যশীল ১৩২ রানের ইনিংস খেলেন উইলিয়ামসন। লোয়ার অর্ডারে ড্যারেল মিচেল (৫৪) ও টম ব্লান্ডেলের (৯০) অর্ধশতরান নিউজিল্যান্ডকে লড়াইয়ে ফেরায়। শেষ দিকে দ্রুত কয়েকটি উইকেট না হারালে আরও বড় লিড নিতে পারতো নিউজিল্যান্ড। দ্বিতীয় ইনিংসে ইংল্যান্ডের জয়ের লক্ষ্য দাঁড়ায় ২৫৮ রান। তাদের কাছে এই লক্ষ্য খুবই সহজ! ছন্দপতন হয় দলীয় ৮০ রানে। এর আগের ৯ ইনিংসে ৮০০-র উপর রান করা হ্যারি ব্রুক কোনও বল না খেলেই রান আউট। মাত্র ৮০ রানে পাঁচ উইকেট হারালেও হাল ছাড়েনি ইংল্যান্ড। প্রাক্তন অধিনায়ক জো রুট ও বর্তমান অধিনায়ক বেন স্টোকস ১২১ রান যোগ করে। এরপরই নিউজিল্যান্ডের বাঁ হাতি পেসার নিল ওয়্যাগনারের ম্যাজিক। আর মাত্র ৫৭ রান প্রয়োজন ছিল ইংল্যান্ডের। হাতে তখনও পাঁচ উইকেট। এমন অবস্থায় ওয়্যাগনারের দাপটে ২৫৬ রানেই অলআউট ইংল্যান্ড। ওয়্যাগনার ৪ উইকেট নেন।

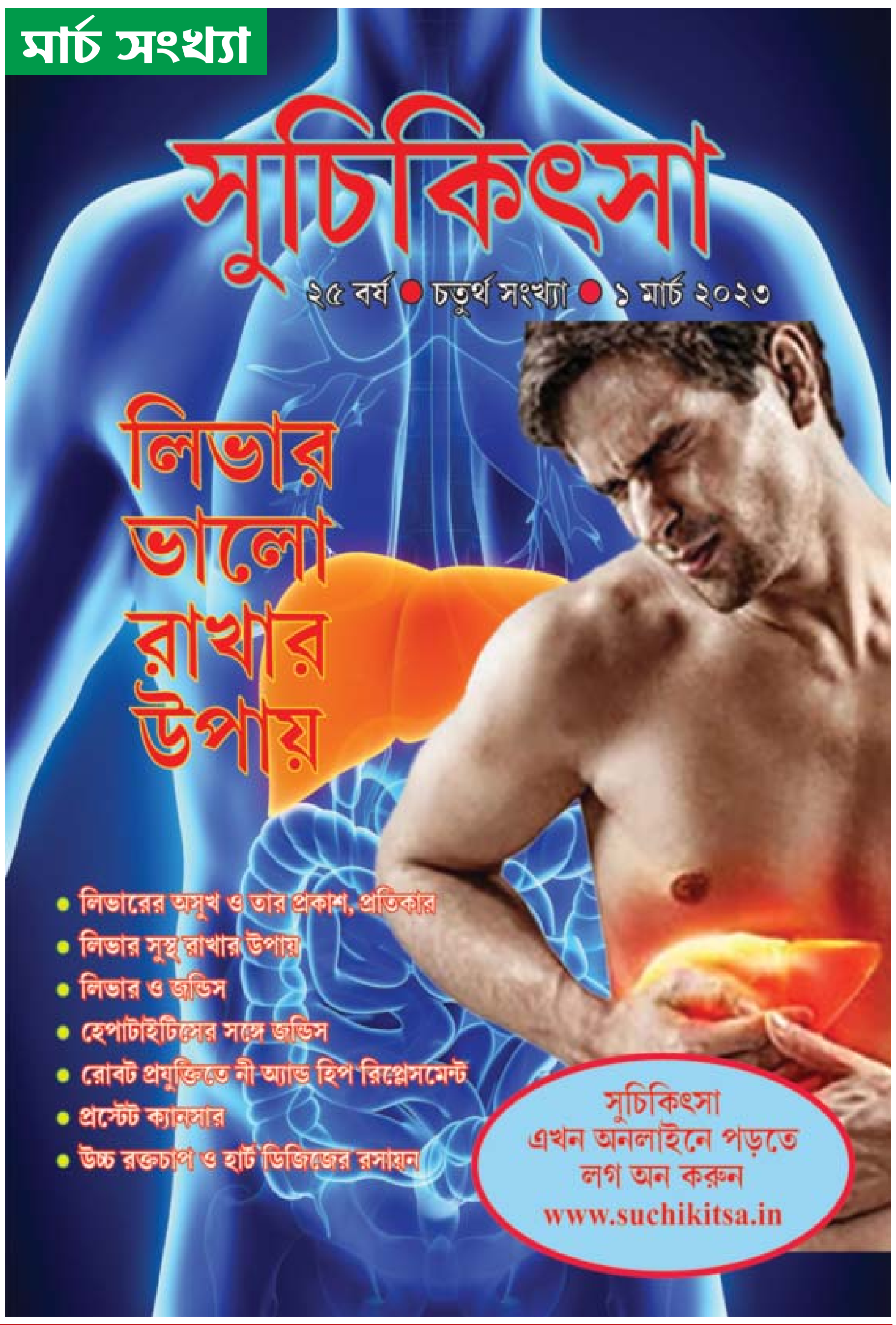

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক এবং সম্পাদক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক ইল্লাস্ট্রেটেড ইন্ডিয়া প্রেস, ৭৪, লেনিন সরনী, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত ও ১ বি ব্ল্যাক বার্ণ লেন কলকাতা ৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত
Owner, Printer, Publisher & Editor ALOKE KUMAR NASKAR, 1B, Black Burn Lane Kolkata 700012, and print at Illustrated India press 74, Lenin Sarani Road, Kolkata-700013
Ph- office- 2237-0488. News- 9432327166/033-26445555 dailydurantabarta@gmail.com newsdailydurantabarta@gmail.com ■ WhatsApp # 8420635501